স্মৃতি
স্মারক
২০১৮
দাখিল পরীক্ষার্থীবৃন্দ
ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ্ ইসলামিয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদরাসা
ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১২-২৬৩৬৬৭, ০১৭৯০-৭০৮৬৫৬
E-mail : bdsmadrasah@gmail.com
web : www.bhuigharmadrasah.edu.bd

স্মৃতিস্মারক- ২০১৮খ্রি.

দাখিল পরীক্ষার্থীবৃন্দ ২০১৮ খ্রি.

ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা
ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ।
01712263667, 01790708656
ই-মেইল: bdsmadrasah@gmail.com
Web: www.bsm.edu.bd

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

মাননীয় বিচারপতি এ.কে.এম. জহিরুল হক

পৃষ্ঠপোষক

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ

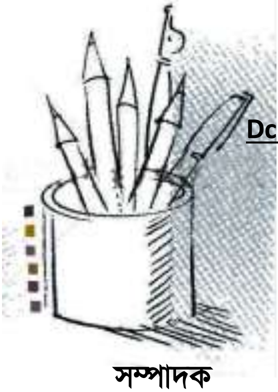

Dc‡`óvgÛjx

জনাব মাওলানা অজিউল হক
জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম (ইতিহাস.)
জনাব নাজমা আক্তার
জনাব মাওলানা বোরহান উদ্দীন
জনাব জাকিয়া আক্তার

সম্পাদক

জনাব মুহা. হারুনুর রশীদ

সহযোগিতায়

মো. মিরাজ হোসেন
মীর মোহাম্মাদ ইয়াছিন,
মো. ঈসমাইল হোসেন
জান্নাতুল ফেরদাউস
রাবেয়া আক্তার

স্মৃতিস্মারক

দাখিল পরীক্ষার্থী ২০১৮

প্রকাশক

দারুচ্ছুন্নাহ প্রকাশনী

প্রকাশকাল

জানুয়ারী, ২০১৮ খ্রি.

প্রচ্ছদ

আলিফ প্রকাশন

বর্ণ-বিন্যাস

মো. রায়হান হোসেন ও আবু নোমান

সভাপতির বাণী

ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসার ২০১৮ সালের দাখিল পরীক্ষার্থীদের উদ্যোগে "স্মৃতি স্মারক ২০১৮" প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তাদের এ মহতী উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

শিক্ষা জীবনে সফলতার সোনালী সিঁড়ি বেয়ে শিখরে আরোহনের প্রথম সোপান হলো এ দাখিল পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার দ্বার উম্মোচিত হয়, নির্ধারিত হয় ভবিষ্যত জীবনের গতিপথ। একদল সৎ, দক্ষ ও মেধাবী জনশক্তি বির্নিমাণের যে মহান ব্রত নিয়ে এ প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকলে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে তা তোমাদের দ্বারা অর্জিত হবে ইন্‌শা আল্লাহ। আমি গভার্ণিং বডির পক্ষ থেকে তোমাদের সুন্দর ও উজ্জ্বল আগামীর প্রত্যাশা করছি। মহান সৃস্টিকর্তার নিকট সর্বান্তকরণে কামনা করছি যে তোমরা যেন এ পরীক্ষায় আশানুরূপ ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে উপনীত হতে পার।

আজ অপসংস্কৃতির করাল গ্রাসে ইসলামি কৃষ্টি-কালচার ও সভ্যতা বিলীনের পথে, অন্যায়-অনাচার আর দুর্নীতির বিষবাষ্পে সমগ্র বিশ্ব আচ্ছন্ন। অসত্য ও অত্যাচারের হিংস্র থাবায় আজ মানবতা বিপন্ন প্রায়, ভূলণ্ঠিত মানবিক মূল্যবোধ। অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে সর্বত্র।

দেশ ও জাতির এহেন সংকটময় মূহুর্তে আল্লাহ তা'য়ালার উপর অবিচল আস্থা নিয়ে ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে তোমরা জাতির ত্রাণকর্তার ভূমিকায় আবির্ভূত হবে এটাই মনে প্রাণে প্রত্যাশা করছি। দো'য়া করি আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের চলার পথকে কোমল ও মসৃণ করুণ। (আমীন)

বিচারপতি এ. কে .এম. জহিরুল হক
বিচারপতি, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ও
সভাপতি
ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইস. ফাযিল মাদরাসা

অধ্যক্ষের কথা

ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসার ২০১৮সালের দাখিল পরীক্ষার্থীদের উদ্যোগে "স্মৃতি স্মারক ২০১৮" প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মহান আল্লাহর দরবারে এ মহতী উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। "স্মৃতি স্মারক ২০১৮" এর মাধ্যমে এ মাদরাসার প্রকাশনা বিষয়ের ধারাটি অব্যাহত থাকায় এ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

মানুষের জীবন প্রতিযোগিতার একটি মঞ্চ স্বরূপ। ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, কঠোর অধ্যবসায়, মহান আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহ ব্যতিত সফলতা পাওয়া সম্ভব নয়। আজ তোমরা শিক্ষা জীবনের এমন এক অতীব গুরুত্ববহ পরীক্ষায় অবতীর্ণ, যার ভালো রেজাল্টই পরবর্তী উচ্চ শিক্ষার মূল পাথেয় বা চালিকা শক্তি। মহান প্রভুর দরবারে আজ এ প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন তোমাদের সফলতার সোনালি রেশমী চাদরে জড়িয়ে দেন। এ প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয় এমন ফলাফলকে সাথী বানিয়ে তোমরা যেন আবার এ দারুচ্ছুন্নাহ ক্যাম্পাসে আলিম শ্রেণির শিক্ষার্থী হিসেবে প্রত্যাবর্তন করে এ পুষ্প কাননকে মুখরিত করতে পার।

আজ ওমর, আলী, খালেদ ও তারেক এর মতো বীর সৈনিক, ইমাম গায্যালীর মতো দার্শনিক, শেখ সাদীর মতো কবি, আবু হানিফার মতো শ্রেষ্ঠ ফকীহ, আবুল কাসেম ফেরদৌসীর মতো কথা সাহিত্যিকদের উত্তরসূরী বড় প্রয়োজন। যারা ইসলাম বিদ্বেষীদের অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে সমাজে সত্য ও ন্যায়ের মশাল জ্বালাবে, ইসলামের সুমহান আদর্শিক চেতনায় মুসলিম জাতিকে উজ্জীবিত করবে, সৃষ্টি করবে এক নতুন পৃথিবী।

আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের জন্য প্রতিযোগিতাময় কন্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথকে কোমল, মসৃণ করে ইহকালীন ও পারলৌকিক কল্যাণ দান করুণ। (আমীন)

মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ
অধ্যক্ষ
ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ফাযিল মাদরাসা

সম্পাদকের কলম থেকে............

অশুভ শক্তির দানবী ত্রাসে আজ ভুলণ্ঠিত বিশ্ব মানবতা। নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, নিপীড়িত আর শোষিত বনী আদমের আর্তনাদ-আহাজারিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত। নব্য হালাকুখান, চেঙ্গিসখান, তাতার ও তার দোসরদের হিংস্র ও পাশবিক থাবায় সবুজ, শ্যামল মৃত্তিকা শোণিত ধারায় রঞ্জিত। অপসংস্কৃতির করাল গ্রাসে ইসলামি সভ্যতা আজ হুমকির সম্মুখীন। কাবার পথের যাত্রীদের টুঁটি চেপে ধরার সকল আয়োজন সম্পন্ন।

প্রগতিশীল এ অধুনা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে মিডিয়া। পাশ্চাত্য মিডিয়ার বিষাক্ত ছোবলে ধরা পৃষ্ঠে অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে। আর ইসলাম বিদ্বেষী অশুভ শক্তি মিডিয়াকে ইসলামের বিরুদ্ধে মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। এহেন সংকটময় মুহূর্তে এই দুর্বিসহ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আজ শক্তিশালী ইসলামি মিডিয়ার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে তীব্রভাবে। তাই মিডিয়ার ক্ষেত্রে মুসলমানদের দৈন্যতা ঘুচাতে আজ ইসলামি ভাবধারা বিশিষ্ট এমন কলম সৈনিকদের অতীব প্রয়োজন। যাদের নিপুন তুলির আচঁড়ে নবরঙ্গ লাভ করবে বিশ্ব মানচিত্র। আবার স্বগৌরবে জেগে উঠবে সেই সিংহ শাবকের দল।

সে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার দৃঢ় প্রত্যয় ও দীপ্ত মনোবল নিয়ে, হেরার জ্যোতিতে নিজেকে উদ্ভাসিত করার মানসে, নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের মুখে একরাশ হাসির শতদল ফুটানোর অভিপ্রায়ে, ইসলামের ঝান্ডাকে আবার সমহিমায় উড্ডীন করার দূর্বার তামান্নায় জ্ঞানের মশাল হাতে নিয়ে একদল সত্য সন্ধানী মধু মক্ষিকা দারুচ্ছুন্নাহ পুষ্প কুঞ্জে দাখিল স্তরের জ্ঞান আহরণের শেষে সম্মুখবর্তী হতে বিদায়ের মঞ্চে উপবিষ্ট। রেখে যাচ্ছে সোনালি স্মৃতির অফুরন্ত ডালি। সেই ডালি হতে কিছু চির অম্লান, চির অক্ষয় স্মৃতি তুলে ধরার লক্ষ্যেই "স্মৃতি স্মারক ২০১৮" প্রকাশের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস ।

মূলতঃ শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের দিক নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা, আসাতেজায়ে কেরামদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা ও আন্তরিক উৎসাহ আর শিক্ষার্থীদের দৃঢ় প্রত্যয় ও সীমাহীন আবেদন সহ সকলের সার্বিক সহযোগিতার যোগফল এ "স্মৃতি স্মারক"।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নিজেদের সীমাবদ্ধতা, সময়ের স্বল্পতা, কাঁচা হাতের লিখনী, অনভিজ্ঞতা ও মুদ্রণ জনিত কারণে ভুল থাকা স্বাভাবিক, তাই ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমাসুন্দর ও মার্জনার দৃষ্টিতে দেখার একান্ত অনুরোধ রইল। পরিশেষে "স্মৃতি স্মারক" সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জ্ঞাপন করে সকলের সফলতা কামনায় শেষ করছি।

মো. হারুনুর রশীদ
সম্পাদক
"স্মৃতি স্মারক ২০১৮"

যেভাবে সাজিয়েছি

সভাপতির বাণী ০৩
অধ্যক্ষের কথা ০৪
সম্পাদকের কলম থেকে ০৫
এক নজরে মাদরাসা পরিচিতি ০৭
গভার্ণিং বডি ০৮
জমি দাতা সদস্যদের নাম ০৯
শিক্ষক-কর্মচারীদের নাম ১০
শিক্ষক-কর্মচারীদের মোবাইল নম্বর ১২
২০১৮ ঈসায়ী দাখিল পরীক্ষার্থী শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে
দু'আ কামনা ১৪
২০১৮খি. দাখিল পরীক্ষার্থীদের দু'আ অনুষ্ঠান উপলক্ষে
অধ্যয়নরত ছাত্রদের পক্ষ থেকে দু'ফোটা অশ্রু ১৬
স্বাগতম মাদরাসা শিক্ষার্থী ১৮
জ্ঞানার্জনেজর জন্য আগ্রহ এবং সফর ২৫
মক্কা মদিনার পাহাড়ী জীবন ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ২৮
মহানবী হযরত মুহাম্মদ স. এর শান ও মান ৩১
প্রশিক্ষণ কর্মশালা থেকে প্রতিবেদন ৩৩
الواجبات بعد الامتحان ৩৬
Special Tips for Dakhil Examinee -2018 ৩৭
General People's Expectation towards Alem ৩৯
ইসলামে নারী শিক্ষা ৪১
নবীন বরণ ও সবক অনুষ্ঠান ২০১৭ ৪৩
ভালোবাসা এবং ঘৃণা উভয়ই আল্লাহর উদ্দেশ্যে ৪৬
কবিরা গুনাহকারী কি কাফের? ৪৭
ইসলামের দৃষ্টিতে সবাই সমান,জান্নাতের নহর, হযরত ওমর রা..
নামের ভুলে মৃত্যুর কোলে, আমলনামা, মুঠোফোনের ঝাপটা,
এক বাদশার চোখ,সত্যের ডাক, বাবা, উড়ছে রকেট গগণ পানে ৪৯-৫৭
কাব্য সম্ভার ৬০
হা স তে মা না ৬৮
২০১৮ সালের দাখিল পরীক্ষার্থীদের নাম ৭০
২০১৮ সালের দাখিল পরীক্ষার সময়সূচি ৭৫

এক নজরে মাদরাসা পরিচিতি

নাম ঃ ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা
ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ। ০১৭৯০৭০৮৬৫৬
E-mail: bdsmadrasah@gmail.com
Web: www.bhuigharmadrasah.edu.bd

অবস্থান ঃ ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংকরোডে ভূইঘর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন নৈসর্গিক মনোরম পরিবেশে মাদরাসাটির অবস্থান।

প্রতিষ্ঠাকাল ঃ

ইবতেদায়ী	০১.০১.১৯৮৩
দাখিল	০১.০১.১৯৮৩(সাধারণ ও বিজ্ঞান বিভাগ)
আলিম	০১.০১.১৯৯৬(সাধারণ ও বিজ্ঞান বিভাগ)
হিফজুল কুরআন	০১.০১.২০১৫
ফাযিল	১৩.১১.২০১৬

শিক্ষাস্তর/ বিভাগ ঃ ইবতেদায়ী
দাখিল (সাধারণ ও বিজ্ঞান)
আলিম (সাধারণ ও বিজ্ঞান)
ফাযিল (পাস)
নূরানী বিভাগ ও হিফজুল কুরআন
মহিলা শাখা

শিক্ষক/কর্মচারীর সংখ্যা ঃ ৩৮ জন।

ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ঃ প্রায় আটশত

মাদরাসার বিশেষত্ব ঃ সুন্নাতে নববীর পূর্ণ অনুসরণ, দলীয় রাজনীতি মুক্ত পরিবেশ।
ইসলামী শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়।
ইনকোর্স, মডেল টেষ্ট, ক্লাস টেষ্ট, মৌখিক ও আমলি পরীক্ষা
মহিলা শাখা মহিলা শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত।
ইসলামী সংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চা ।তাজবিদসহ কুরআন প্রশিক্ষণ

ভবন ঃ তিন তলা বিশিষ্ট ভবন ২টি, দ্বিতলা ভবন ১টি।
টিনসেট ভবন ৪টি।

বর্তমান অধ্যক্ষ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ
এম.এম. (ফার্ষ্ট ক্লাস) এম.এম (ফার্ষ্ট ক্লাস) এম.ফিল গবেষক

বর্তমান সভাপতি ঃ মাননীয় বিচারপতি এ.কে.এম জহিরুল হক
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।

গভার্ণিং বডি

ক্রম	সদস্যদের নাম	পদবী
০১	বিচারপতি এ.কে.এম.ন জহিরুল হক মাননীয় বিচারপতি, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট	সভাপতি
০২	মো. শরিফুল ইসলাম জেলা শিক্ষা অফিসার, নারায়ণগঞ্জ	বিদ্যোৎসাহী সদস্য
০৩	মোঃ শহিদুল্লাহ মিয়া	প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
০৪	মো. রেজাউল হক মন্ডল, প্রভাষক (গণিত)	শিক্ষক প্রতিনিধি
০৫	অধ্যক্ষ মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ	সদস্য সচিব

তোমার আসমান তোমার জমিন
তোমার দেয়া পথ,
তোমার রাহে চলতে আজি
দাও খোদা হিম্মত।

.... **ফররুখ আহমদ**

জমি দাতা সদস্যদের নাম

ক্রমিক	দাতাদের নাম	জমির পরিমান
০১	মরহুম মোঃ মুসলিম মিয়া	২১ শতাংশ
০২	মরহুম মোঃ আব্দুল গফুর প্রধান	৭০ শতাংশ
০৩	মরহুম মোঃ কাজী আব্দুস সামাদ	১৫ শতাংশ
০৪	মরহুম আলহাজ্ব মোঃ কমর উদ্দিন আহম্মদ	১৫ শতাংশ
০৫	মোঃ শহীদ উল্লাহ	৬.৫ শতাংশ
০৬	মোঃ কাজী আব্দুস সাত্তার	২ শতাংশ
০৭	মাদরাসা কর্তৃক ক্রয়কৃত	৯.৫ শতাংশ

চিরদিন তারা রহিবে অমর মৃত্যুহীন দানবীর
এ জাতি জানাবে লক্ষ সালাম নোয়াইয়া লাখো শির
এ দেশ মাটির কোটি বালুকায় জানায় মাগফেরাত
সেবায় তাদের দূরীভূত হোক এ জাতির জুলুমাত ॥

................অধ্যক্ষ ফজলুর রহমান

শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ

ক্রম	নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা
০১	মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ	অধ্যক্ষ	এম.এম.(প্রথম শ্রেণী) এম.এ. (প্রথম শ্রেণী) এম.ফিল গবেষক
০২	মো: অজিউল হক	উপাধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	কামিল (প্রথম শ্রেণি), এম.এ. (প্রথম শ্রেণি)
০৩	মো: আব্দুর রশীদ	প্রভাষক ,আরবি	কামিল (প্রথম শ্রেণি)
০৪	মো. হারুনুর রশীদ	প্রভাষক, আরবি	এম.এম, এম.এ (প্রথম শ্রেণি)
০৫	মোহাম্মদ শাহ্ আলম	প্রভাষক, ইতিহাস	বি.এ.(অনার্স)এম.এ
০৬	মোহাম্মদ শাহ্ আলম	প্রভাষক, রসায়ন	বি.এস.সি(অনার্স)এম.এস.সি
০৭	মোসা. ফাতেমা খানম	প্রভাষক, ইংরেজী	বি.এ.(অনার্স)এম.এ
০৮	মোসা. নাজমা আক্তার	প্রভাষক, বাংলা	বি.এ.(অনার্স)এম.এ
০৯	মোসা. বিলকিস বেগম	প্রভাষক, জীব বিজ্ঞান	বি.এস.সি(অনার্স)এম.এস.সি
১০	মো. রেজাউল হক মন্ডল	প্রভাষক, গণিত	বি.এস.সি (অনার্স) এম.এস.সি
১১	মো. মেহেদি হাসান সরকার	প্রভাষক, পদার্থ	বি.এস.সি (অনার্স) এম.এস.সি
১২	মো. নুরুল আলম	প্রভাষক, আরবি	বি.এ.(অনার্স)এম.এ
১৩	মো: সাইফুল ইসলাম হাওলাদার	সহ. মৌ.	এম.এম, বি.এ
১৪	মো: বোরহান উদ্দিন	সহ মৌলভী	এম.এম.
১৫	আ.হ.ম. নুরুল্লাহ	সহ মৌলভী	এম.এম.
১৬	মো:আব্দুল হক	সহ শি.ইংরেজি	বি.এ
১৭	আঃ মন্নান খান	স.শি. সা.বিজ্ঞান	বি.এ ,বি.এড
১৮	মালিকা জাহান	সহ শি. (কম্পি.)	বি.এ.(অনার্স)এম.এ
১৯	মো: সাখাওয়াত হোসেন খাঁন	সহ শি. (কৃষি)	বি.এস.সি,বি.এড ,গ্রঃওতথ্য বি.স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা ,এম.এড.ঢা.বি.
২০	মোঃ আতীকুর রহমান নোমানী	ইবতেদায়ী প্রধান	এম.এম ,এম.এফ
২১	মো: আ: আলী	ক্বারী মুজাব্বিদ	আলিম
২১	আবু জাফর মো: সালেহ	জুনিয়র মৌলভী	আলিম
২২	কাজী মশিউর রহমান	স.শি. জু.গনিত	বি.এ
২৩	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	ক্বারী মুজাব্বিদ	কামিল (ডবল)
২৪	মো. ফেরদাউস	সহ . শিক্ষক	এম.এম.
২৫	হাফেজ মো. রেদওয়ান	সহ. শিক্ষক	বি.এ.(অনার্স)এম.এ
২৬	মোঃ আনোয়ার হোসেন	নিন্মমান সহকারী	এইচ.এস.সি
২৭	মো. রায়হান হোসেন	কম্পি.সহকারী	ফাযিল, বি.এ.(অনার্স)
২৮	মোঃ আঃ কাদির	এম.এল.এস.এস	দাখিল

ক্রম	নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা
২৯	মোঃ শাহজাহান সরদার	এম.এল.এস.এস	অষ্টম

মহিলা শখা

ক্রম	নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা
০১.	রেনু আক্তার	স.শি.(বিজ্ঞান)	বি.এস.সি, বি.এড,
০২.	মোসাঃ জাকিয়া আক্তার	সহ.শি.(গণিত)	বি.এস.সি, এম.এ (ইংরেজী)
০৩.	মোসাঃ খাদিজা আক্তার	সহ. শিক্ষক	কামিল, বি.এ. (আনার্স) এম.এ
০৪.	মোসা. জরিনা আক্তার	সহ. শিক্ষক	বি.এ. (অনার্স) এম. এ (ইতিহাস)
০৫.	জান্নাতুল ফেরদৌস পলি	সহ. শিক্ষক	বি.এ. (আনার্স) ইংরেজি
০৬.	ফাতিমা শরীফ	সহ.শিক্ষক, আরবি	এইসএসসি, দাওরা
০৭.	মোসা. সালমা বেগম	সহ.শিক্ষক, আরবি	কামিল
০৮.	রাশেদা বেগম	আয়া	৮ম

হিফয শখা

ক্রম	নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা
০১	হা. মোঃ গোলাম কিবরিয়া	হিফজ শিক্ষক	হাফিজ, এম.এম.
০২	ক্বারী মো. ইসরাফিল	নুরানী শিক্ষক	হাফিজ
০৩	হা. মুহা. রেদওয়ান	সহ. শিক্ষক	হাফিজ, বি.এ.(অনার্স)এম.এ

বোর্ডিং

ক্রম	নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা
০১.	মাও. মো. ফেরদাউস	পিরোজপুরী হুজুর	এম.এম.
০২.	মাও. মো. নুরুল আলম	চাঁদপুরী হুজুর	বি.এ.(অনার্স) এম.এ
০৩.	মো. রায়হান হোসেন	কম্পিউটার সহকারী	ফাযিল, বি.এ.(অনার্স)
০৪.	মো. নুরুদ্দীন মিয়া	বাবুর্চি	অষ্টম

তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল

শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দের পদবী ও মোবাইল নম্বর

ক্রম	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
০১	মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ	অধ্যক্ষ	০১৭১২২৬৩৬৬৭
০২	মো: অজিউল হক	উপাধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১৮১৪৮৪২৯৩৬
০৩	মো: আব্দুর রশীদ	প্রভাষক ,আরবি	০১৯২৪৫০৩৯৪০
০৪	মো. হারুনুর রশীদ	প্রভাষক, আরবি	০১৯১১১৪৩৯৬২
০৫	মোহাম্মদ শাহ্ আলম	প্রভাষক, ইতিহাস	০১৯১১৩৩২৮৪৬
০৬	মোহাম্মদ শাহ্ আলম	প্রভাষক, রসায়ন	০১৭১৮৫২২৬৬৬
০৭	মোসা. ফাতেমা খানম	প্রভাষক,ইংরেজী	০১৭২৭৩১৮৬০৬
০৮	মোসা. নাজমা আক্তার	প্রভাষক,বাংলা	০১৭৬০০৯৬৬০৬
০৯	মোসা. বিলকিস বেগম	প্রভাষক,জীব বিজ্ঞান	০১৭৩৪১১৪৩৬১
১০	মো. রেজাউল হক মন্ডল	প্রভাষক,গণিত	০১৭৩২২৪২২৯৪
১১	মো. মেহেদি হাসান সরকার	প্রভাষক, পদার্থ	০১৯১৩৯৬৯৭৮৭
১২	মো. নুরুল আলম	প্রভাষক, আরবি	০১৭৮১৫০৮৯১৮
১৩	মো: সাইফুল ইসলাম হাওলাদার	সহ. মৌ.	০১৬৭৬০৮৮১৯১
১৪	মো: বোরহান উদ্দিন	সহ মৌলভী	০১৭১৮২৩০৭৬০
১৫	আ.হ.ম. নুরুল্লাহ	সহ মৌলভী	০১৭২৭৪২৬৯৫২
১৬	মো:আব্দুল হক	সহ শি.ইংরেজি	০১৯২৪৪০৯৬৬২
১৭	আঃ মন্নান খান	স.শি. সা.বিজ্ঞান	০১৭১৫৬৬১৮৬৪
১৮	মালিকা জাহান	সহ শি. (কম্পি.)	০১৭২৪৬৪৩৬৯৪
১৯	মো: সাখাওয়াত হোসেন খাঁন	সহ শি. (কৃষি)	০১৭১৬৮৫৬৪৩৭
২০	মোঃ আতীকুর রহমান নোমানী	ইবতেদায়ী প্রধান	০১৭২৫২৮১৬২৮
২১	মো: আ: আলী	ক্বারী মুজাব্বিদ	০১৮১২৮৮১১৩৬
২১	আবু জাফর মো: সালেহ	জুনিয়র মৌলভী	০১৯১৭০৮১৬৪৯
২২	কাজী মশিউর রহমান	স.শি. জু.গনিত	০১৯১৪৬৩৬৯১৯
২৩	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	ক্বারী মুজাব্বিদ	০১৭১৫২১৮৫০৩
২৪	মো. ফেরদাউস	সহ . শিক্ষক	০১৭৪৬১৯৩৩৬৫
২৫	হাফেজ মো. রেদওয়ান	সহ. শিক্ষক	০১৬৭০৪৩৭৫৪৬
২৬	মোঃ আনোয়ার হোসেন	নিন্মমান সহকারী	০১৭১৯০৩৮৯৩৭
২৭	মো. রায়হান হোসেন	কম্পি.সহকারী	০১৫১৫৬১৪৩২২

ক্রম	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
২৮	মোঃ আঃ কাদির	এম.এল.এস.এস	০১৭৬৬৩৯২৭৪৯
২৯	মোঃ শাহজাহান সরদার	এম.এল.এস.এস	০১৭৫২১৮৮৯৮৭

মহিলা শখা

ক্রম	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
০১.	রেনু আক্তার	স.শি.(বিজ্ঞান)	০১৯১৫০২০১০৬
০২.	মোসাঃ জাকিয়া আক্তার	সহ.শি.(গণিত)	০১৬৭৯৭১৮৯৩৯
০৩.	মোসাঃ খাদিজা আক্তার	সহ. শিক্ষক	০১৬৮৫৩০৬৫৪৮
০৪.	মোসা. জরিনা আক্তার	সহ. শিক্ষক	০১৯২১৬৫৫৭৬৮
০৫.	জান্নাতুল ফেরদৌস পলি	সহ. শিক্ষক	০১৭২৬৫৬৬৪১০
০৬.	ফাতিমা শরীফ	সহ.শিক্ষক, আরবি	০১৭৬৩৩৫১৮৮৪
০৭.	মোসা. সালমা বেগম	সহ.শিক্ষক, আরবি	০১৭৭৯৮১২০১০
০৮.	রাশেদা বেগম	আয়া	০১৮৬০১০৬৯২২
	মাহিলা শাখা/কো-অর্ডিনেটর		০১৭৭৫০৮৮২৩৫

হিফয শখা

ক্রম	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
০১	হা. মোঃ গোলাম কিবরিয়া	হিফজ শিক্ষক	০১৭৯০৮০৯৬২১
০২	ক্বারী মো. ইসরাফিল	নুরানী শিক্ষক	০১৭৫২৩৩০৪৪৬
০৩	হা. মুহা. রেদওয়ান	সহ. শিক্ষক	০১৬৭০৪৩৭৫৪৬

আবাসিক শিক্ষক

ক্রম	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
০১.	মাও. মো. ফেরদাউস	পিরোজপুরী হুজুর	০১৭৪৬১৯৩৩৬৫
০২.	মাও. মো. নুরুল আলম	চাঁদপুরী হুজুর	০১৭৮১৫০৮৯১৮
০৩.	মো. রায়হান হোসেন	কম্পিউটার সহকারী	০১৫১৫৬১৪৩২২
০৪.	মো. নুরুদ্দীন	বাবুর্চি	০১৯৩৯২২৯০৮০

উল্টে দিতে যুগ যামানা চাইনা অনেক জন

এক মানুষই আনতে পারে জাতির জাগরণ।

২০১৮ ঈসায়ী দাখিল পরীক্ষার্থী শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে

দু'আ কামনা

চৈত্রের কাঠফাটা রোদে একফোঁটা পানি পানের নিমিত্তে তৃষ্ণার্ত চাতক যেভাবে ছুটে আসে জলধারার নিকট, ঠিক তেমনি ইলমের মধু আহরণের জন্য ভ্রমর হয়ে ছুটে এসেছিলাম ঐতিহ্যবাহী দীনী বিদ্যা-নিকেতন প্রিয় এই দারুচ্ছুন্নাহ-কাননে। ভালোবেসেছিলাম শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয় থেকে শুরু করে এর প্রতিটি বালু-কণাকেও। মায়ের মমতা, বাবার দায়িত্বশীলতা, বোনের ভালোবাসা আর ভাইয়ের সহযোগিতা- আমরা এ সব কিছুই পেয়েছি দারুচ্ছুন্নাহ থেকে। তাই দারুচ্ছুন্নাহর সাথে সৃষ্টি হয়েছে অন্তরের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। গড়ে উঠেছে আত্মার এক নিবিড় বন্ধন। যা কখনোই ছিঁড়ে যাবে না। তারপরো অপ্রিয় এ সত্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আর তা হল সময়ের নিষ্ঠুর আহ্বানে বিদায়ের নীরব সাড়া। তাই আমাদের মন আজ ক্ষত-বিক্ষত। হৃদয় আজ বেদনা-ভারাক্রান্ত। সবার চোখেই জমা হয়েছে একরাশ 'বর্ষা'। হৃদয়ের গহীনে বারবার বেজে উঠছে সকরুণ সুর–

"তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু, আর আমি জাগিব না,
কোলাহল করি' সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙ্গিব না।"

হে দারুচ্ছুন্নাহ মাদরাসার অভিভাবক!

আপনার মতো একজন আদর্শ শিক্ষাগুরুর স্নেহ-সান্নিধ্যে থেকে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পেয়েছি আমরা। এ আমাদের জীবনের এক পরম সৌভাগ্য। আপনার স্নেহমাখা ব্যবহার এবং সারগর্ভ আলোচনা, আমরা কোনদিন ভুলবো না। দু'আর গুরুত্ব, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, আদর্শ মানুষের পরিচয়– আমরা এগুলো শিখেছি আপনার কাছ থেকেই। আপনার প্রদত্ত জ্ঞান আমাদের মন ও মানসকে করেছে সরস ও উর্বর। আপনি আমাদের হৃদয়ে জ্বালিয়েছেন আলোর মশাল। তাই আমরা আপনার জন্য দ'আ ও প্রার্থনা করবো চিরকাল। আপনিও আমাদের জন্য শুভকামনা করবেন। দু'আ করবেন, আমরা যেন ইলম ও আমলের সমন্বয়ে নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা হিসেবে গঠন করতে পারি। আমরা যেন দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর দেখমতে 'নিবেদিতপ্রাণ' হতে পারি।

ওহে উস্তায মহোদয়গণ!

জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে নিজেদের সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সুখকর এক 'স্বপ্ন' নিয়ে আমরা এসেছিলাম আপনাদের পদপ্রান্তে। পর মমতা আর গভীর ভালোবাসায় আপনারা আমাদের আপন করে নিয়েছেন। ঠাঁই করে দিয়েছেন হৃদয়ের ঠিক মাঝখানটায়। আমাদের জীবনকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিতে আপনারা স্বীকার করেছেন রাতজাগা পরিশ্রম। তুচ্ছ করেছেন নিজেদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য। জলাঞ্জলি দিয়েছেন নিজেদের সব স্বপ্ন ও সাধ। বিনিময়ে আমরা কিছুই দিতে পারিনি। দিয়েছি একরাশ কষ্ট, আর একবুক বেদনা। তাই এ অন্তিম মুহূর্তে এসে করজোড়ে মিনতি করছি, আপন ঔদার্য দ্বারা আপনারা সেগুলো ক্ষমা করে দেবেন। দুআ করবেন, আমরা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেখে যাওয়া সুন্নাতের ধারক ও বাহক হয়ে নিজেদেরকে আদর্শ সৈনিক হিসেবে তৈরি করতে পারি। আমরা যেন আপনাদের নির্দেশিত পাথে আপন জীবন পরিচালনা করতে পারি।

হে অগ্রজ ভাইয়েরা!

আমাদের সুখ-দুঃখের পরম আশ্রয়স্থল ছিলেন আপনারা। মনের কথা মন খুলে বলা যেত আপনাদের কাছেই। আপনারা আমাদের দুঃখে সান্ত্বনা দিতেন, আর সুখের সময় উৎসাহ যোগাতেন। যে কোন সমস্যায় বন্ধুর মতো পাশে এসে দাঁড়াতেন আপনারা। কিন্তু, ছোট ভাই হিসেবে আমরা পারিনি আপনাদেরকে যথাযথ ভক্তি ও কদর করতে। তাই বড় ভাই হিসেবে নিজগুণে ছোট ভাইদের ক্ষমা করে দেবেন। দুআ করবেন, আমরা যেন আপনাদের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

ওগো অনুজ ছোট্ট ভাইয়্যারা!

শিশির-ভেজা সবুজ ঘাসের মতোই সবুজ মোতাদের মন। প্রস্ফুটিত বাগানের গোলাপ-কলির মতোই পবিত্র তোমাদের জীবন। তাই তোমাদের সাথে সৃষ্টি হয়েছে হৃদয়ের এক অপূর্ব বন্ধন। এ বন্ধন দু দিনের নয়, চিরকালের। যদি বড় ভাইদের কোন আচরণে তোমাদের কোমল হৃদয়ে এতটুকু ব্যাথাও অনুভূত হয়, তবে অশ্রুভরা চোখ-পানে তাকিয়ে তোমরা আমাদের ক্ষমা করো। দুআ করো যেন ইজ্জত ও তাকওয়ার জিন্দেগী আমরা গঠন করতে পারি। উজ্জ্বল প্রদীপ্ত সোনালী ভবিষ্যত যেন আমাদের দ্বারে কড়া নাড়ে। সফলতা যেন পদচুম্বন করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে।

হে প্রিয় দারুচ্ছুন্নাহ!

আধুনিক শিক্ষার সাথে সমন্বয় রেখে, আউলিয়া কেরামের অনুসৃত পথে, কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহভীরু, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলাই হল তোমার মহান লক্ষ্য। অভীষ্ট এ লক্ষ্যে পৌঁছতে যে কোন ধরণের সহযোগিতার প্রয়োজন হলে, আমাদেরকে তুমি কাছে ডেকো। আমরা প্রাণের বিনিময়ে হলেও তোমার সে আহ্বানে সাড়া দেব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে অধম বান্দাদের বিনম্র ফরিয়াদ– হে আল্লাহ! হে করুণাময় আল্লাহ! দারুচ্ছুন্নাহ পরিবারের সকলকে আপনি কবুল করুন। আর যিনি এ পরিবারের অভিভাবক; তাঁকে আপনি নেক হায়াত দান করুন, ঈমানের সাথে আসানীর মৃত্যু দান করুন এবং পরম সুখের চিরস্থায়ী জান্নাতে জায়গা দান করুন। আমীন! ইয়া রাব্বুল আলামীন!

দাখিল পরীক্ষার্থীবৃন্দ
২০১৮ ঈসায়ী

২০১৮খ্রি. দাখিল পরীক্ষার্থীদের দু'আ অনুষ্ঠান উপলক্ষে অধ্যয়নরতছাত্রদের পক্ষ থেকে

দু'ফোটা অশ্রু

আগমন করিলে বিদায় নিতে হয়, দুনিয়াতে কেউ চিরন্তন নয়
আগমন যাহার বিদায় তাহার, চলছে ধরাময়

সকলে নিয়মের ফ্রেমে বাঁধা। জীবন চলার পথে এক চিরন্তন সত্য বিদায়। নিয়মের ধারাবাহিকতায় আজ বিদায় নামক বেদনার কালবৈশাখী ঝড় উপস্থিত। তাই বলতে হয়, বিদায়-সেতো জীবন-প্রকৃতির এক নির্মম খেলা। বিদায় দিতে হয়, নিতে হয়- জীবনের আহবানে। ভাবতেই বুক ফেটে যায়, নেত্র কোণে নোনা জলেরা এসে ভিড় জমায়। তাই বিদায় দেব না বন্ধু তোমাদের, দেব অগ্রজও অনুজদের পক্ষ থেকে বেদনা বিধুর স্বশ্রদ্ধ অভিবাদন। কবি মন বলে-

কত অপরাধ করেছি মোরা ব্যথা দিয়েছি মনে
বিদায়ের বেলা ভুলে যেও সব রেখোনা হৃদয়-কোণে
তোমরা চলেছ আমাদের ছেড়ে হৃদয় বিহগ গেয়ে
অশ্রু ঝরেছে তাইতো আজি দুচোখের কোণ বেয়ে।

হে বিদায়ী বন্ধুরা!

মৌমাছিরা যেমন ফুলবাগানে এসে তার গুঞ্জরণে বাগানকে করে তুলে মুখরিত। সন্ধ্যাকালে ফুল সংগ্রহ করে আবার চলে যায় আপন নীড়ে। তেমনি তোমরা হেরার জ্যোতি আহরণে মধুমক্ষিকা হয়ে এসেছিলে এ পুষ্প কাননে। তোমাদের পদচারণায় মুখরিত ছিল এ বিদ্যা নিকেতনটি। আমাদের ভ্রাতৃত্বের স্বর্ণালী মায়ার বন্ধনের জালে আবদ্ধ করে রেখেছিলে। যা কোন দিন হারিয়ে যাবার নয়। স্মৃতির ডায়েরীতে সোনালী হরফে লেখা রয়েছে তোমাদের সৌহার্দপূর্ণ, হৃদ্যতাপূর্ণ সর্ম্পকের কথা। কবির ভাষায়-

কিভাবে তোমাদের জানাবো ভালবাসা, হারিয়েছি আজ মনের ভাষা,
আজ মোরা প্রাণহীন, হীন শক্তি বৃহৎ আশা।

হে বিদায়ী কাফেলা!

জীবন চলার বাহনে আমরা তোমাদের সহযাত্রী ছিলাম। তোমরা আজ যাত্রা বিরতি দিচ্ছ। আজ হৃদয়ের ক্যানভাসে শত শত স্মৃতি রাশি সুখ-দুঃখের চিত্র নিয়ে হাজির হচ্ছে, নাড়া দিচ্ছে বিগত দিনের স্মৃতি জড়ানো মুহূর্তগুলোকে। তোমাদের আমরা বেঁধেছিলাম এক অবিচ্ছেদ্য গ্রন্থিতে, আজ সে গ্রন্থির সাময়িক বিচ্ছেদ ক্ষত-বিক্ষত করে দিচ্ছে আমাদের কোমল হৃদয়কে। তবে এ কথা সত্য, এ বিদায়ের অন্তরালে শুধু বেদনাই নয়- আছে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

জীবন পথে ভেবেছি সাথী , ভাবিনি অন্য কিছু,
যদি ব্যথা দিয়ে থাকি , তবে ফিরে তাকিও না পিছু।

হে প্রেরণার মশালধারীরা

আজ অহী বিবর্জিত, নীতিহীন বস্তুতান্তিক শিক্ষার বিষবাষ্পে বিষায়িত এ পৃথিবী। এমনি মুহূর্তে ইসলামি শিক্ষার ঝাণ্ডা সর্বত্র উড্ডীন করতে তোমাদের অগ্রযাত্রা শুরু। তোমাদের পারেনি দুনিয়ার কোন চাকচিক্য আকৃষ্ট করতে। বাহ্য জগতের সবকিছুকে পিছে ফেলে তোমরা এসেছিলে এ গুল বাগে ওহীর জ্ঞানসুধা পান করতে। তাইতো ক্ষুধা-অন্ন, নিদ্রা-

অনিদ্রা কোন কিছুই বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেনি তোমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছঁতে। কবির ভাষায়

হে জীবন সমূদ্রের দুঃসাহসী নাবিক দল, আজকে তোমার পাল উঠাতেই হবে,
ছেড়া পালে আজ জুড়তেই হবে তালি, ভাঙ্গা মাস্তুল দেখে দিক দিক করতালি
তবুও জাহাজ আজ ছুটাতেই হবে।

হে অপরাজেয় বীর সেনানীরা!

সারাবিশ্ব আজ দ্বীন ও শরীয়তের সঠিক জ্ঞান-শূন্যতার মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত জীবন যাপন করছে। এ তৃষ্ণা নিবারণের মাধ্যম হচ্ছে ওহীর বারিধারা। সে বারিধারার ধারক-বাহক হয়ে তোমরা ছেড়ে যাচ্ছ এ শিক্ষা নিকেতন। জাতি আজ তোমাদের দিকে তাকিয়ে। তোমরা ওহীর বারিধারার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে যতসব কুসংস্কার, গোমরাহী, শিরক-বিদয়াত, অপসংস্কৃতি আর বে-দ্বীনিয়াতের ভিত্তি। ফিরিয়ে আনবে সেই স্বর্ণালী শাসনের যুগ। আজ তোমাদের জাগতেই হবে, এ জাতির নব জাগরণ আনতেই হবে। কবির ভাষায়-

ওরে ও তরুণ নিশান, বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান, উড়ুক প্রাচীন প্রাচীর ভেদী।

হে দাখিল পরীক্ষার্থী বন্ধুরা!

আজ তোমরা একাডেমিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের সম্মুখীন। এ যুদ্ধে তোমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল এর মাধ্যমে বিজয় ছিনিয়ে আনবে। জয় করবে আসাতেজায়ে কেরামের মন, উজ্জ্বল করবে তোমাদের প্রিয় কাননের ভাবমূর্তি। সর্বোপরি তোমরা পৌঁছে যাবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে, আরোহণ করবে সাফল্যের চূড়ান্ত সোপানে; এ প্রত্যাশাই আমাদের। কবির ভাষায়

সুবহে সাদিক আনছে ডেকে, নতুন দিনের পূর্বাভাস,
তোদের আছে ক্ষিপ্ত মসি, আধাঁর যত কর বিনাশ।

পরিশেষে ঃ

জীবনের তাগিদে, সময়ে প্রয়োজনে, বাস্তবতার কাছে হার মেনে, স্বপ্নের এ কাননের পুষ্পদের ছেড়ে ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর যে প্রান্তেই তোমাদের পদচারণায় মুখরিত হোক না কেন শ্রদ্ধার সাথে আবেদন জানাই ভুলে যাবে না এ দারুচ্ছুন্নাহকে, ভুলবেনা এ কাননের কাণ্ডারীকে, পিতৃসম-বন্ধুতুল্য আসাতেজায়ে কেরামদের, মুছে ফেলবে না এ কাননের পুষ্পদের ভালবাসা হৃদয় মুকুর থেকে। চিরদিন অটুট রাখবে তোমার ও এ কাননের মাঝে সৃষ্ট ঈমানী ভালবাসার বন্ধনকে। আমৃত্যু অনড় থাকবে এ কাননের আদর্শ তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উপর। এ প্রত্যাশা রেখে আবারও তোমাদের জানাই সশ্রদ্ধ সালাম।

অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীবৃন্দ
ভূইঘর দারুস্‌সুন্নাহ ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা
২০১৮ ঈসায়ী

স্বাগতম মাদরাসা শিক্ষার্থী

----------অধ্যক্ষ মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ

আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে রাখা

মাদরাসা শিক্ষার্থীদের একটি সাধারণ সমস্যা রয়েছে। বলতে গেলে প্রায় অধিকাংশ শিক্ষার্থীর বেলায় এ কথা প্রযোজ্য। সেটা হচ্ছে আত্মবিশ্বাসের কমতি। এখানে একটি উদাহরণ পেশ করলে বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে। যেমন একজন ডাক্তার। সে যখন ডাক্তারী পড়ার নিয়ত করেছে, তখন থেকেই আনন্দের সাথে প্রস্তুতি নেয়া শুরু করেছে। এমনকি তার মাতা-পিতাও তাকে ডাক্তার বানানোর জন্য বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি করিয়েছে। পরিকল্পনা মাফিক অর্থ, শ্রম, মেধা ব্যয় করেছে। যা হোক শিক্ষার্থী নিজেও অনেক পরিশ্রম ও ব্যয়বহুল হওয়া সত্ত্বেও দিনের পর দিন সাধনা করে গেছে। কারণ সে জানে কষ্ট যতই হোক সামনে রয়েছে সোনালি ভবিষ্যৎ। তার সামনে রয়ে কাড়ি কাড়ি অর্থ। বাড়ি, গাড়ি, আকর্ষণীয় পাত্রীর সাথে, ধনাঢ্য পরিবারে বিবাহ ইত্যাদি। তাছাড়া সম্মানতো রয়েছেই। মোটকথা দুনিয়ায় তার ভবিষ্যৎ শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। চাইলে দুনিয়ার সাথে আখিরাতও কামাই করার সুযোগ আছে; যদি সে চায় এবং আখিরাতের দাবি অনুযায়ী চলে।

এরকম ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যবসায় শিক্ষা, সাংবাদিকতাসহ অসংখ্য বিষয় রয়েছে যাতে লেখা-পড়া করলে দেশ-বিদেশে নিজেকে নিবেদন করা যায় সম্মান ও প্রাচুর্যের মধ্যে। অথচ মাদরাসা শিক্ষার্থীদের বেলায় বিষয়টি এরকম নয়। তাকে যখন মক্তবে পড়তে হয়, তখন সাধারণ লেখা-পড়া থেকে মক্তবের সিলেবাস ও পঠন পদ্ধতির জটিলতার কারণে এটা বেশ জটিল ও কঠিন মনে হয়। এমনকি বেশ নিরসও মনে হয়। সাথে সাথে অনেক মক্তবের শিক্ষার্থীদেরকে শারীরিকভাবে নির্যাতনও করা হয়। আবার কতিপয় ওস্তাদদের এমনও বলতে শোনা যায় যে, ছাত্র জীবনে বেত্রাঘাত না খেলে ভাল লেখা-পড়া হয় না। যদিও আগের তুলনায় এখন এ অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

মক্তবের শিক্ষার্থী যখন বড় হয় উপরের ক্লাসে অধ্যয়ন করে। তখন তার সামনে মসজিদ ও মাদরাসার চাকুরী ছাড়া তেমন কোন ভবিষ্যৎ হাতছানি দেয় না। আর সে মসজিদ, মাদরাসার চাকুরীওতো অধিকাংশ ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় হয় না। কোন রকম টেনে টুনে জীবন চালানো আরকি! মোদ্দাকথা হলো একজন মাদরাসা শিক্ষার্থীর সামনে কোন ঝকঝকা ভবিষ্যতের হাতছানি নেই। নেই কাড়ি কাড়ি টাকা পয়সার ঝনঝনানি। তদুপরি মাদরাসায় পড়া অবস্থায় স্কুল, কলেজ থেকে আনেক নিম্নমানের পরিবেশে অবস্থান করতে হয়। প্রয়োজনীয় শিক্ষাসামগ্রী ও পরিবেশের প্রচুর অভাব থাকে। এমনকি বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে বোর্ডিং অবস্থান করতে হয়। যে বোর্ডিং থাকা ও খাওয়ার জন্য সম্পূর্ণভাবে স্বাস্থ্য সম্মত নয়। অনেক ক্ষেত্রেই উন্নত মানের খাবার পরিবেশন করার সুযোগ থাকে না।

অবার অনেক বোর্ডিং এ যাকাত, ফেতরা, কুরবানীর চামড়া বিক্রির টাকায় খাবারের ব্যবস্থা হয়। যা সত্যিই শিক্ষার্থীদের উজ্জল ভবিষ্যতের আলো নিভিয়ে দেয়। অথবা নিবু নিবু অবস্থায় জ্বলতে থাকে।

এ ছাড়াও অসংখ্য যৌক্তিক কারণে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের আত্নবিশ্বাসের ঘাটতি দেখা দেয়। সেগুলো পর্যায়ক্রমে সামনে আলোচনায় আসবে। এ ক্ষেত্রে মাদরাসার ওস্তাদদের বিশেষ ভূমিকা রাখতে হবে। তাদের অনুভবে আগে আনতে হবে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে মাদরাসা শিক্ষার্থীরা আত্নবিশ্বাসহীনতায় ভুগছে। সে সব ক্ষেত্রেগুলোতে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে হবে। যাতে মাদরাসা শিক্ষার্থীরা হীমন্যতায় না ভোগে। প্রচন্ড আত্নবিশ্বাস ও সাহস নিয়ে সামনে এগিয়ে যায়।

মাদরাসা শিক্ষিত জনের সন্তান যখন স্কুলে

অনেক মাদরাসা শিক্ষার্থী যখন পরিণত হয়। কিংবা ডিগ্রি প্রাপ্ত হয়। কর্ম জীবনে পা রাখে। সমাজের অন্য সব মানুষদের সাথে নিজেকে মেলাতে থাকে। তখন সে নিজেকে অন্যের তুলনায় ছোট দেখতে পায়। সেটা অর্থের মাপকাঠিতে হতে পারে। আবার পদ-পদবীর মাপকাঠিতেও হতে পারে। তখন সে নিজেকে অন্যের তুলনায় খুবই ছোট দেখতে পায়। সমাজের অন্যসব পেশার সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর বিষয়টাতে নিজেকে খুবই অসামাঞ্জস্য দেখতে পায়। ফলে নিজের পড়া-লেখার প্রাঙ্গন তথা মাদরাসার প্রতি একটু বিষিয়ে ওঠে। শ্রদ্ধা, ভালবাসা কমতে থাকে।

এ অবস্থায় নিজের বেলায় তেমন কিছু করার নেই বলে হতাশ হতে থাকে। আর সে হতাশা থেকে বের হওয়ার রাস্তা খোঁজে। সে রাস্তায় অনেকেই নিজের সন্তানকে টেনে নিয়ে আসে। মুক্তির উপায় হিসেবে খুঁজে নেয় মাদরাসার পরিবর্তে স্কুলকে। চলতে থাকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নিরন্তর সংগ্রাম। এ সংগ্রামে সে কি সফল হতে পারবে? দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে উচ্চাভিলাষী ইচ্ছা; তা কি পূরণ হবে? তার এ ইচ্ছা দুনিয়া, অখিরাত সব বরবাদ হবে না তো? এ প্রশ্নের উত্তর মিলিয়ে দেখতে হবে। অত:পর মাদরাসা শিক্ষিতজনকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সন্তানের পড়া-লেখার ক্ষেত্র কোথায় হবে। স্কুল নাকি মাদরাসা?

মূল্যায়ণ পাওয়ার ক্ষেত্র ও একটি গল্প

কথায় বলে "রতনে রতন চেনে"। আসলেও তাই। জহুরী চিনবে স্বর্ণ। কর্মকারের পক্ষে স্বর্ণ চেনা সম্বব নয়। যারা মাদরাসা শিক্ষার্থী বা মাদরাসা শিক্ষিতজন। তাদেরকে দেখলে অনেকের শরীরে চুলকানী বৃদ্ধি পায়। মনে জ্বালা ধরে। মাথায় অগুন জ্বলে ওঠে। বিরক্ত হয়। শান্তি নষ্ট হয়। অশান্তির আগুন ধাউ ধাউ করে জ্বলতে থাকে তাদের হৃদয়-মন-মগজে। মাদরাসা বিদ্বেষী এসকল লোকের কাছে গেলে নিজেকে

অসহায় মনে হবে। নিঃস্ব মনে হবে। আর মাদরাসায় পড়তে মনে চাইবে না। মাদরাসার পরিচয় দিতে মন সায় দেবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ সমস্যার সমাধানের জন্য একটি গল্প বলতে চাই। গল্পটি মনে রাখলে বেশ কাজে দেবে। মনে জোর পাওয়া যাবে। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। গল্পটি হচ্ছে এমন-

সে অনেক আনেক দিন আগের কথা। এক বাবার ছিল একটি ছেলে। সে মাদরাসায় পড়ত। ভীষণ মেধাবী ছাত্র। শিক্ষকগণ তাকে খুবই স্নেহ করতেন। সকল শিক্ষকদের কাছে সে খুব প্রিয় ছাত্র ছিল। সে কোন দিন মাদরাসায় অনুপস্থিত থাকত না। হঠাৎ একদিন সে ক্লাসে ছিল না। বিষয়টি শিক্ষকদের নজরে এলো। একজন শিক্ষক অন্য ছাত্রদের নিকট জানতে চাইলেন, অমুক ছাত্র কোথায়? ছাত্ররা জবাব দিল, সে বোর্ডিং এ। তার বই-পুস্তক ও বিছানা গুছাচ্ছে।

শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন কেন?

ছাত্ররা বলল, সে আর মাদরাসায় পড়বে না ওস্তাদ।

ওস্তাদ চিন্তিত হলেন। ভাবনার মধ্যে ডুবে গেলেন। বললেন ঠিক আছে। তোমরা তাকে ডাক। আমার কথা বলবে যে, আমি তাকে ডেকেছি।

ছাত্ররা তাকে ডেকে নিয়ে আসল।

ওস্তাদ জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে তোমার? তুমি ক্লাসে অনুপস্থিত?

ছাত্র বিনয়অবনত হয়ে জবাব দিল। ওস্তাদ! আমি আর মাদরাসা পড়া-লেখা করব না।

কেন?

আমাকে খুলে বল। পড়তে মনে না চাইলে পড়বে না। তবুও আমাকে কারণটি খুলে বল। তোমার মত ছাত্র নিশ্চয়ই এমনি এমনি মাদরাসায় পড়বে না। এটা বলতে পারে না। খুলে বল।

ছাত্র বলল। জী ওস্তাদ কারণ আছে। কারণ হচ্ছে এই- যে পড়ার দাম নেই পচিশ পয়সা। সে পড়া আমাকে দিয়ে হবে। আর পচিশ পয়সা যে পড়া-লেখার দাম নেই তা পড়ে হবে কী?

ওস্তাদ ভাবলেন ছাত্র কোথাও হোচট খেয়েছে। অথবা প্রচন্ড আঘাত পেয়েছে। এ জন্য সে এরকম মাদরাসা শিক্ষা বিদ্বেষী হয়ে গেছে। বললেন তুমি নিশ্চয়ই কোথাও আঘাত পেয়েছ। আমাকে পুরো ঘটনাটি ভেঙ্গে বল। যে কারণে তোমার মনে মাদরাসা শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ বা রাগ সৃষ্টি হয়ে সে কারণটি বিস্তারিতভাবে আমাকে বল।

ছাত্র এবার বলল- ওস্তাদ আমি গিয়েছিলাম জুতায় কালি করার জন্য মুচির কাছে। সে জুতায় কালি শেষ করার পর আমার কাছে পচিশ পয়সা মজুরি চেয়েছে। আমি তাকে বললাম আমার কাছে তো পয়সা নেই। তুমি একটি হাদীস শুনে নাও। আমার অনেক হাদীস মুখস্ত আছে। মুচি কোনভাবেই রাজি হল না। সে বলতে লাগল যে, আমার

ওসব হাদীসের প্রয়োজন নেই তুমি বরং আমার পচিশ পয়সা পরিশোধ করে দাও। এতে আমি খুব অপমান বোধ করলাম। ভাবলাম যে হাদীসের মূল্য নেই পচিশ পয়সা; তা পড়ে লাভ কী? সে জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আর এ পড়া পড়ব না।

ওস্তাদ এতক্ষণে বুঝলেন ঘটনাটি আসলে কী ঘটেছে। তিনি বললেন থাক তোমাকে আর মাদরাসায় পড়তে হবে না। তবে আমার একটি কাজ তোমাকে করে দিতে হবে। তার পরে চলে যাবে। কি করবে তো?

ছাত্র বলল, অবশ্যই ওস্তাদ আপনার দেয়া কাজটি করে তারপর চলে যাব।

ওস্তাদ ছাত্রের হাতে একটি স্বর্ণের ডিম দিলেন। বললেন এ স্বর্ণের ডিমটি নিয়ে তুমি কয়েকজন জহুরীর নিকট যাবে। তাদের কাছে তুমি এর মূল্য জিজ্ঞেস করবে। দেখবে কে কত মূল বলে। তবে কারো নিকট এটিকে বিক্রয় করবে না। অবশেষে তুমি ঐ যে মুচি তার কাছে যাবে। যে তোমার জুতায় কালি করে দিয়েছিল। তাকে এটা নিতে বলবে দেখ সে কী বলে বা করে।

ছাত্র ওস্তাদের নির্দেশ মত সোনার ডিমটি নিয়ে জহুরীদের নিকট গেল। তারা সত্যিকারের দামের কাছাকাছি মূল্য বলল। এবার ছাত্র ওস্তাদের কথা অনুযায়ী চলে গেল সে মুচির নিকট। বলল এই নাও এটা নাও। যেহেতু কোন পয়সা আনতে পারলাম না। তুমি এটা নাও। এবার মুচি জাবব দিল ওসাব জিনিস আমার দরকার নেই। আমার দরকার পচিশ পয়সা। তুমি পচিশ পয়সা এনে দাও।

ছাত্র এবার সোজা ওস্তাদের নিকট ফেরৎ এলো। এসে স্বর্ণের ডিমটি ফেরৎ দিল। পুরোঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা দিল।

এবার ওস্তাদ ছাত্রের মুখে দিকে তাকিয়ে বললেন-দেখ বাবা তুমি যে স্বর্ণের ডিম নিয়ে গেলে তা জহুরীরা কিন্তু সত্যিকারভাবেই চিনতে পেরেছে। তাই তারা স্বর্ণে ডিমের যথাযথভাবে মূল্য বলেছে। পক্ষান্তরে যে মুচির নিকট তুমি গেলে সে কিন্তু স্বর্ণের ডিম চিনল না। এ জন্য সে স্বর্ণ ডিম না নিয়ে পচিশ পয়সাকেই বড় করে দেখল। সে তোমার কাছে ঐ পচিশ পয়সাই চেয়েছে।

এখন তুমিই বল, যে স্বর্ণ ডিম চিনে না। যার কাছে দুনিয়ার এত মূলবান ধাতু স্বর্ণ দেয়া হল সে তা চিনল না। সে তা নিতে আগ্রহী হলো না। তাহলে তার পক্ষে হাদীসের মূল্য, মর্ম বোঝা কি আসলেই সহজ কিংবা সম্ভব? মোটেও না। স্বর্ণের মূল্য বুঝার জন্য জহুরী, স্বর্ণকারের নিকট যেতে হয়; অনুরূপ হাদীস কিংবা ইসলামি জ্ঞান এর মূল্য বুঝবে এমন সব লোকের কাছে যেতে হবে। মুচির মত যার তার নিকট তুমি মূল্যায়ণ চাইতে পারো না। আশা করতে পারো না।

মাদরাসা শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে অনেক সচেতনতা ও প্রবল পজিটিভ মানসিকতা থাকতে হবে। তোমার অর্জিত ইলমের মর্যাদা যার তার কাছে থাকবে না। তুমিও চাইবে না। যে তোমার ইলমের মর্যাদা বুঝে না, সে তোমাকেও মর্যাদা দিবে না।

এমনকি ঘৃণা বা অবহেলাও প্রদর্শন করতে পারে। এতে তুমি ভেঙ্গে পড়বে না। আশাহত হবে না।

আবার এটাও তো তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে, তোমার পিতার বয়সি মানুষ তোমাকে মাদরাসা শিক্ষার্থী হিসেবে সালাম প্রদান করে। তোমার অল্প বয়স হওয়া সত্ত্বেও তোমাকে নামাজের ইমামত প্রদান করে। অনেক শ্রদ্ধা করে। অনেক ভালবাসে। এ ছাড়া তোমার জন্য মূল ভালবাসা তো স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে। সে তো রয়েছেই। তাই নিয়ে এগিয়ে চল। তোমার জন্য সৃষ্টি জগতের অকৃত্রিম দু'আ রয়েছে। এমনকি গর্তের পিপড়া, পানির মাছ তোমার কল্যাণ কামনায় নিয়েঅজিত রেয়েছে। কিছু দুষ্ট মানুষ ছাড়া আল্লাহর সৃষ্টি জগতের সবাই তোমাকে মূল্যায়ণ করছে, করবে। স্বল্প কয়েকজনের অবমূল্যায়ণে তোমাকে মন খারাপ করা চলবে না। তোমার মূল্যায়ণ পাওয়ার ক্ষেত্র অনেক বড়। তামাম সৃষ্টি জগত। অবারিত জান্নাত। আল্লাহর দিদার।

সর্বত্র পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা

শুধু মাদরাসা শিক্ষিত জন নয়; সাধারণ মুসলমানও এ হাদীসটি জানে যে, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। কিন্তু মানে ক'জন। যাক সাধারণ কিংবা সকলকে নিয়ে আজকে আলোচনা নয়। আজকের আলোচনা মাদরাসাওয়ালাদের নিয়ে। আলহামদু লিল্লাহ মাদরাসাওয়ালারা তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ পরিস্কার রাখায় সচেষ্ট। তবে এর পরিধি আরো বাড়াতে হবে।

শুধু পোষাক নয়; নিজের থাকার বাড়ি, ঘর, আসবাবপত্র, ব্যবহার করা হয় এমন সামগ্রী, মাদরাসার পরিবেশ, মসজিদে নিজে থাকার ঘর, সমগ্র মসজিদ, ব্যবসায়ী হলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, নিজের গাড়ি থাকলে সে গাড়ি, অফিস, কর্মস্থলসহ সংশ্লিষ্ঠ পরিবেশ পরিস্কার ও সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা।

এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, নিজ কর্মস্থলে কিংবা বসবাসের যায়গায় অনেকেই অবস্থান করে। সকলে কিন্তু সার্বিক পরিবেশ নিয়ে ভাবে না। অথবা পরিবেশ সুন্দর ও গুছিয়ে রাখার জন্য সচেষ্ট থাকে না। মাদরাসা শিক্ষার্থীদের এ সুযোগটি নিয়ে নিতে হবে। এতে সকলের মাঝে একটি স্থান করে নেয়ার সুযোগ থাকে। অবশ্যই সেটির সদ্ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া আপন মনে এসকল দায়িত্ব নিয়ে কাজ করলে নেতৃত্বও সৃষ্টি হয়। সবচেয়ে বড় কথা মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিতে হলে অন্যেরা যে সকল ব্যাপারে খেয়াল করে না, আমাকে তা করতে হবে। এতে অন্যের কাছে প্রিয় হওয়ার সুযোগ থাকে। আর অন্যের কাছে প্রিয় হলে মাদরাসার সুনাম বৃদ্ধি পাবে। যা দীন প্রচারে খুবই জরুরী।

অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া

নিজের বেলায় সুখসৌধ নির্মাণ নিবোর্ধ কিংবা পাগলেও করতে পারে। নিজের ক্ষুধায় খাবর গ্রহণ, নিজের পিপাসায় পানি পান করার বিষয়টি কে না বুঝে? পৃথিবীর খুব বেশি সহজ কাজের অন্যতম একটি হল সবার আগে নিজের চাহিদা মেটানো। তবে কঠিন হলো নিজের চাহিদার কথা ভুলে থাকা। অন্যের চাহিদার কথা মনে রাখা। অন্যকে অগ্রাধিকারে রাখা।

মাদরাসা শিক্ষার্থী মানেই কুরআনের কর্মী। হাদীসের অনুসারী। নবী-রাসুলদের উত্তরসূরী। যারা নিজেকে নিয়ে ভাববে না। যারা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে না। ব্যস্ততা তাদের অন্যের সুখ-সমৃদ্ধি নিয়ে। তারা তাদের জীবন কুরবানী করে সমাজকে নিয়ে ভাববে।

এ ক্ষেত্রে খেয়ালে রাখার মত কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যায়। যেমন- একটি টেবিলে কয়েকটি চেয়ার আছে। চেয়ারগুলোতে সকলকে আগে বসতে দিতে হবে। খাবার টেবিলে ভাল প্লেট, বড় মাছ কিংবা বড় গোশতের টুকরা খেয়াল করে অন্যকে দিতে হবে। নিজে ছোটগুলো নিতে হবে। পরিমাণে কম খেতে হবে। অন্যের প্লেটগুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। চাহিদামত কাউকে কিছু দেয়া যায় কিনা, এর জন্য সতর্ক ও সচেষ্ট থাকতে হবে। বাসে উঠলে নিজের সাথীদেরকে সকলকে অগে বসতে দিতে হবে। জিজ্ঞেস করা যেতে পারে যে, সাথী কোন পাশে বসতে আগ্রহী।

রিক্সায় উঠতে গেলে সাথীকে আগে উঠতে দেয়া। রিক্সা কিংবা বাসে অন্যকে ফ্রি হয়ে বসতে দেয়া। নিজের হাতে কোন ব্যাগ না থাকলে, সম্ভব হলে অন্যের হাতের ব্যাগ বহন করা। এক সাথে কোন কিছু ক্রয় করলে, নিজে সবার পরে পসন্দ করা।

এখানে তো মাত্র কয়েকটি বিষয়ে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হলো। জীবনের প্রতিটি মোড়ে মোড়ে অর্থাৎ সর্বত্র অন্যকে অগ্রাধিকার দিতে পারলে তার দুনিয়া আখিরাত অবশ্যই সফল হবে। বিশেষ করে দুনিয়ায় তার সফল নেতৃত্ব তৈরি হবে কোন সন্দেহ নেই।

বেশি শ্রবন কম কথন

অনেককেই বলতে শুনেছি যে, পৃথিবীর সবথেকে সহজ কাজ হচ্ছে অন্যকে উপদেশ দেয়া। পৃথিবীর সর্বত্র এবং সবার বেলায় এ কথা শতভাগ প্রযোজ্য না হলেও; বাংলাদেশের বেলায় এ কথা খুবই প্রযোজ্য। কাজের থেকে কথায় আমরা এগিয়ে থাকি। মন্ত্রীদের থেকে শুরু করে দিন মজুর পর্যন্ত প্রায় সবাই অনবরত বলতে থাকে। অনেকে বুদ্ধিজীবির মত, অনেকে লেকচারের মত, অনেকে অর্বাচিন বালকের মত, অনেকে বোকার মত। মোট কথা বলতেই থাকতে হবে। এটা যেন এ দেশের অধিকাংশ নাগরিকদের অনিবার্য কর্তব্য।

যাক দেশের বিষয়টি পরে দেখা যাবে। এখন মাদরাসা পড়ুয়াদের বেলায় বিষয়টি নিয়ে কী করা যায়, সে ব্যাপারে ভাবতে হবে। এ ক্ষেত্রে উত্তম ও গ্রহণযোগ্য পন্থা হচ্ছে অন্যের কথা বেশি শ্রবন। আর নিজের বেলায় কম কথন। বেশি কথা বললে ভুল বেশি হবে। তাছাড়া একটি কথা ভাল করে মনে রাখতে হবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কথা নিজের কাছে থাকবে; ততক্ষণ তা নিজের সম্পদ। মুখ থেকে কথা যখন বলা হয়ে যাবে, তখন তা দলীল হিসেবে সাব্যস্তা হবে। যা নিজের কিংবা অন্যের পক্ষে বা বিপক্ষে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। কাজেই কথা কম বলার মধ্যে যথেষ্ট কল্যাণ নিহীত রয়েছে। এটা পাপ কম হওয়ারও একটি সুন্দর উপায়। আর সমাজে নির্মল ব্যক্তিত্ববান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। উল্লেখ্য যে, কথা কম বলার আমলটি সবথেকে অধিক পরিমাণে আমল করতেন প্রথম খলীফা ও নবীর শ্রেষ্ঠ সাহাবী হযরত আবুবকর সিদ্দীক রা.।

জীবন বৃত্তান্ত ও চাহিদার কথা মনে রাখা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের বাহিরে বসবাসের কথা চিন্তাও করা যায়না। মাদরাসায় পড়ুয়াদেরকেও সমাজের অন্য সকলের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে একটি বিষয়ে মনে রাখতে হবে যে, তাদের জীবনে রয়েছে একটি মিশন। তা হচ্ছে ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসার। সে ক্ষেত্রে নিজেকে অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

এ ক্ষেত্রে একটি বড় এবং কার্যকর উপায় হচ্ছে অন্যের জীবন বৃত্তান্ত মনে রাখা এবং তাদের রুচি ও চাহিদার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া। যেমন একজন ব্যক্তি স্বল্প কিবং বহুল পরিচিত যা হোক না কেন, তার জীবন বৃত্তান্ত জানার চেষ্টা করতে হবে। কি তার নাম, কোথায় তার বাড়ি। তার শিক্ষা জীবন, কর্ম জীবন, পারিবারিক জীবন ইত্যাদি। প্রশ্ন হলো এতে উপকারিতা কী?

উপকারিতা এ রকম যে, তার ব্যক্তিগত তথ্য তোমার জানার পর; অনেকদিন পর তার কাছে জানতে চাইলে- আপনার ছেলে তো জেডিসিতে জিপিএ ফাইভ পেয়েছিল, বলেছিলেন বৃত্তিও পেয়েছে। তা ওকে এখন কোথায় ভর্তি করিয়েছেন? পড়া লেখায় ওর মনযোগ ভাল তো? তাছাড়া পরিবারের কেউ অসুস্থ থাকলে তার শারীরিক সুস্থতার খোঁজ নেওয়া ইত্যাদি। এ সকল বিষয়ে প্রশ্ন করলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির হৃদয়ে আপনা আপনি একটু দরদ, ভালবাসা তৈরি হয়। এই যে অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে জানতে চাওয়া, তার খোঁজ-খবর নেয়া, তার ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণে সচেষ্ট থাকা, এগুলো অবশ্যই অসাধারণ গুণ ও নন্দিত আচরণ। এ সকল আচরণের মাধ্যমে তোমার নেতৃত্বের গুনাবলী প্রকাশ পেল। অবশ্যই তুমি তোমার মহলে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। ফলে দীন প্রচার ও দেশ-দশের খেদমতের মিশন হাতে পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। যা একজন মুমিনের ঈমানেরই অংশ।

জ্ঞানার্জনের জন্য আগ্রহ এবং সফর

মাওলানা মো. অজিউল হক, উপাধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)

যারা জ্ঞান অর্জন করতে চাইবে তাদেরকে এ উদ্দেশ্যে মনে প্রাণে সচেষ্ট হতে হবে। দেশে অবস্থান করে যদি জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব না হয় তবে সফর করতে হবে। আগের দিনে একটি হাদিসের জন্য একটি মাসআলার জানার জন্য মানুষ মাসের পর মাস সফর করতো। তারা অনেক কষ্ট সহ্য করতো। একটি মাসআলা যা সে জানতোনা সেই মাসআলা জানার পর সে রাজ্য জয় করার মতো আনন্দিত হতো।

হযরত আবু সাঈদ খুদরি রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেন, জ্ঞানার্জনে মু'মিনের তৃপ্তি হয় না যতোদিন পর্যন্ত সে জান্নাতে পৌঁছতে না পারে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, দুইজন লোভীর লোভের কোন শেষ নাই। জ্ঞান অর্জনের লোভ ও দুনিয়া পাওয়ার লোভ।

হযরত ঈসা আ.কে জিজ্ঞাস করা হয়েছিলো, কতোদিন পর্যন্ত জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক? তিনি জবাবে বলেন, ততোদিন মানুষ বেঁচে থাকে যতোদিন। জবল ইবনে করস বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি মদীনা থেকে দামেশকে হযরত আবু দারদা রা. এর নিকট পৌছুলে এবং একটি হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। তিনি জানতে চাইলেন তোমার এখানে আসার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা? সে বলল জ্বীনা, আমি শুধু হাদীস সম্পর্কে জানার জন্যই মদীনা থেকে এসেছি। একথা শুনে তিনি বললেন, রাসূল স. এর নিকট আমি শুনেছি, যে ব্যক্তি জ্ঞানের সন্ধানে ঘর থেকে বের হয় ফেরেশতারা তার জন্য পাখা বিছিয়ে দেয়। জান্নাতের পথ তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আলেমের জন্য আসমান জমিনের সকল মাখলুক এমনকি সমুদ্রের মাছও মাগফেরাতের দু'আ করে। আবেদের ওপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে নক্ষত্র মন্ডলীর ওপর চতুর্দশী চাঁদের যেমন শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। ওলামাগণ নবীগণের ওয়ারিশ/উত্তরাধিকারী। নবীগণ দিরহাম দিনার রেখে যাননা বরং জ্ঞান রেখে যান। যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করেছে সে অনেক বড় সম্পদ লাভ করেছে।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন, আমি খবর পেলাম যে একটি হাদীস অমুক সাহাবার নিকট রয়েছে। এ খবর পাওয়ার পর আমি উট কিনলাম এবং সেই উটের পিঠে আরোহন করে সাহাবার সন্ধানে বের হলাম। এক মাস পথ চলার পর সিরিয়ায় আব্দুল্লাহ ইবনে আনিসের নিকট পৌছলাম। তিনি উক্ত হাদীস নবী কারীম সা. এর নিকট থেকে শুনেছেন। তার দরজার সামনে উট বসিয়ে

ভেতরে খবর পাঠালাম। ভৃত্য এসে জিজ্ঞাস করলো আমার মনিব জানতে চেয়েছে আপনার নাম জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ কিনা? আমি বল্লাম হ্যাঁ। একথা শুনে আব্দুল্লাহ বাহিরে এলেন এবং আমার সঙ্গে কোলাকুলি করলেন। বল্লাম আমি খবর পেয়েছি অন্যের উপর জুলুম সম্পর্কে আপনি একটি হাদিস জানেন। তিনি বললেন আমি রাসূল স. কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ মানুষদেরকে এমনভাবে সমবেত করবেন যে, তারা খালি পায়ে থাকবে। তাদের দেহ থাকবে পোশাক বিহীন। তারপর তাদেরকে এমন আওয়াজে ডাকবেন যে সেই আওয়াজ কাছে দূরে সব জায়গায় শোনা যাবে। মহান আল্লাহ বলবেন, আমি ন্যায় বিচারক, কোন রাজা-বাদশাহ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত দোযখে প্রবেশ করা কোন ব্যক্তির ওপর জুলুম করলেও সেই জুলুমের প্রতিকার করা না হবে। আমি বললাম, সেখানে নগ্ন পায়ে, নগ্ন দেহে থাকা অবস্থায় কিভাবে জুলুমের প্রতিকার করা হবে। জবাবে রাসূল স. বলেছেন, পাপ পুণ্যের দ্বারা প্রতিকার করা হবে। যদি জালেম ব্যক্তির পুণ্য শেষ হয়ে যায় তখন মজলুমের পাপ জালিমের ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে। আবু সাঈদ আ'মা বর্ণনা করেন, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা. ওকবা ইবনে আমেরের নিকট সফর করেছিলেন। মিসরে পৌঁছার পর আইয়ুব আনসারী জানান, আমি একটি হাদীস সংগ্রহ করার জন্য আপনার নিকট এসেছি। সেই হাদীস শ্রোতাদের মধ্যে আপনি ব্যতীত কেউ আর বেঁচে নেই।

হযরত ওকবা ইবনে আমের রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, কোন মু'মিন যদি অন্যো একটি দোষ গোপন করে তবে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তার দোষ গোপন করবেন। হযরত আবু আইয়ুব রা. এ হাদীস শোনার পর পরই তার উটের পিঠে আরোহন করলেন এবং মদীনার পথে রওয়ানা হলেন।

সাঈদ ইবনে মুসাইব বলেন, আমি একটি হাদীস সংগ্রহের জন্য কয়েকদিন কয়েকরাত সফর করতাম।

হযরত শাআবি বলেন, জ্ঞানের একটি কথা শোনার জন্য কেউ সিরিয়ায় সীমান্ত থেকে রওয়ানা হয়ে ইয়েমেনের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছায় তবে তার এ সফর ব্যর্থ হবে না। হযরত আবু দারদা বলেন, কেউ যদি জ্ঞান অর্জনের জন্য সফরকে জিহাদ মনে না করে তার বুদ্ধির মধ্যে ত্রুটি রয়েছে বুঝতে হবে। হযরত আব্দুল্লাহ হবনে যোবায়ের রা. বলেন মূর্খতা দূর করার উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জনের জন্য যে বান্দা পথে বের হয় অথবা কোন সুন্নত বিলুপ্ত হওয়া থেকে রক্ষার জন্য সফর করে তবে তার সে সফর গাজীর সফরের মতো সফর। যে গাজী মহান আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হয়। আমল যাকে পিছিয়ে দিয়েছে, বংশ মর্যাদা তাকে সামনে এগিয়ে দিতে পারবে না ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারককে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি কতোদিন জ্ঞান অনুসন্ধান করবেন। তিনি বললেন মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত। ইবনে আবি সামান বলেন, মানুষ ততোদিন জ্ঞানী যতোদিন সে জ্ঞান অর্জন করতে থাকে। জ্ঞান অর্জন ত্যাগ করার পর সে মূর্খ বলে বিবেচিত হয়।

ইবনে শাবীব বলেন, প্রশিক্ষণ দ্বারা স্বভাব তৈরী হয়, আর জ্ঞান অনুসন্ধানের মাধ্যমে লাভ করা যায় ।

আবু হাতেম রাজি বলেন, সফরের সময় একবার জাহাজ থেকে অবতরণ করার পর আমার নিকট কোন টাকা পয়সা ছিলো না। আমার দু'জন সফরসঙ্গীর অবস্থাও ছিলো একই রকম। আমরা তিনজন তিনদিন ক্ষুধার্ত অবস্থায় পায়ে হেঁটে সফর করলাম। বর্তমান অবস্থা দেখে কি আন্দাজ করা যায় আমার মতো লোক জ্ঞান অর্জনের জন্য শত শত মাইল পায়ে হেঁটে সফর করেছিলাম। এসব বুজুর্গদের মনে জ্ঞান অর্জন করার এমন তীব্র প্রেরণা ছিল যে, নির্দিষ্ট কোন জায়গায় তারা থেমে থাকতে পারেননি। তারা এক সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্র, এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশ সফর করতেন। বুস্তানুল মুহাদ্দিসিনে আবুবকর ইসমাঈলের কথা লেখা রয়েছে যে, তার আত্মীয় স্বজন তাকে সফর করতে দিতে চাইতো না। কোথাও সফর করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে নানা রকম বাধা সৃষ্টি করা হতো। একবার সফরে বাধা সৃষ্টি হওয়ার পর খবর পাওয়া গেলো যে মোহাম্মাদ ইবনে আইয়ুব রাজি ইন্তেকাল করেছেন। তিনি সেকালের একজন বিশিষ্ট আলেম এবং মুহাদ্দিস ছিলেন। তার মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর আবুবকর ইসমাঈল শোকে দুঃখে পরিধানের জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলেন। তার এ অবস্থা দেখে আত্মীয়-স্বজন ছুটে আসে এবং এরকম করার কারণ জানতে চায়। আবু বকর জানায় দেখুন কতো বড়ো আলেম ইন্তেকাল করেছেন অথচ আপনারা আমাকে তার নিকট যেতে দিলেন না। তাকে সান্তনা দেয়া হলো এখনো অনেক বড় বড় আলেম বেঁচে আছেন তুমি তাদের নিকট যাও এবং জ্ঞান অর্জন করো। এর পর বিভিন্ন দেশ সফর করেন এবং প্রচুর জ্ঞান অর্জন করে যুগশ্রেষ্ঠ আলেম হন।

এভাবে জ্ঞান অর্জনের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য জ্ঞানীরা সফর করেছেন। সফর ছাড়া জ্ঞানের পরিপূর্ণতা অনুভব করা যায় না ।

চালাও সে পথে, যে পথে তোমার প্রিয়জন গেছেন চলি।

মক্কা মদিনার পাহাড়ী জীবন ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান

-------------হাকীম মাওলানা মো. হারুনুর রশিদ, প্রভাষক, আরবি

সাহাবায়ে কেরাম এবং আহলে বাইতের বীরত্ব, বাহাদুরি, পৌরুষ, ঈমান ও তাকওয়া ছিলো রাসূল সা. এর সাহচর্যের ফল। রাসূল স. ব্যতীত সাহাবায়ে কেরাম এবং আহলে বাইতকে মহান আল্লাহ এমন ভূখন্ড দিয়েছেন যেখানে ছিলো বাগান, পানি এবং ঝর্ণাধারা। তাঁরা সব সময় সংগ্রামী জীবন যাপন করতেন। পাহাড়ে ওঠা নামা করতেন। তাদের সংগ্রামী জীবনধারা বৈজ্ঞানিক গবেষকদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

সব সময় জওয়ান থাকার বৈজ্ঞানিক নোসখা

১৯০৫ সালের কথা। বৈদ্যুতিক স্টীমার স্টীনলের আবিষ্কারক এফ ও সালানটে সম্পর্কে ডাক্তারগণ জানিয়েছেন যে, তিনি কয়েকমাস বেঁচে থাকবেন। তিনি ছিলেন যক্ষ্মার রোগের রোগী। জীবনের আশা ত্যাগ করে অবশিষ্ট কিছু দিন কাটানোর জন্য তিনি স্ত্রী এবং চাকরানীকে সঙ্গে নিয়ে কলোরাডোর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। ডাইনু নামক জায়গায় অবস্থানের সময় তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তার মোটরগাড়ি তিনি এসটেস পার্কগামী অসমতল রাস্তায় দিয়ে দ্রুতগতিতে চালাবেন। আসলে তিনি জীবনের আশা ত্যাগ করেছিলেন। যে কোন ভাবে মৃত্যুই ছিলো তার কাম্য। ডাক্তারগণ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন তিনি যদি পাহাড়ে চলে যান তাহলে হয়তো তার জীবনের মেয়াদ এক দেড় বছর বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু সাহসী উদ্যমী এ প্রবীন পুরুষকে আরো পঁয়ত্রিশ বছর বাঁচতে হবে। তিনি ৯৩ বছর আয়ু পেয়েছিলেন। স্থানীয় চিকিৎসকের মতে পাহাড়ে উঠানামা করায় এবং অসমতল রাস্তায় চলাফেরা করে তার স্বাস্থ্য ভালো হয়ে গিয়েছিলো।

পাহাড়ে উঠানামার চিন্তা মধ্যযুগে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ তৎপরতা ব্যপক জনসমাদৃত হয়। ফুসফুসে রোগাক্রান্তদের জন্য অলিম্পাস পাহাড়ে ছিলো যাদুকরি আকর্ষণ। এ সময়ে সুইজারল্যান্ডের পদ্ধতি পাহাড়ে উঁচু উঁচু সেনিটেরিয়াম তৈরী করা হয়। নোবেল পুরস্কার পাওয়া উপন্যাসিক টমাস মান তাঁর সাড়া জাগানো গ্রন্থ ম্যজিক মাউন্টেনে এ বিষয় আলোচনা করেছেন। অলিম্পাস পাহাড় বহু রোগীদের রোগ নিরাময়ের জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ইউরোপের উচ্চ শ্রেণির লোক, বিত্তশালী লোকেরা গেঁটের বাতের নিরাময়ের জন্য সুইজারল্যান্ডের আঙ্গাডিন উপত্যকায় ভ্রমণ করেন।

সুইজারল্যান্ডের প্রত্যেক কমিউনিটিতে একজন চিকিৎসা বিষয়ক পরামর্শ দাতা অবস্থান করেন। কিন্তু যখন রোগী পাওয়া যায় না তখন এসব কমিউনিটি সেন্টার

সাধারণ অসুস্থ লোকদের সেবা যত্নের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রমোদ ভ্রমণের জন্য অনেক বিত্তশীল ব্যক্তি এই অলিম্পাস পাহাড়ে আসেন।

জার্মান ডাক্তারগণ রোগীদের চিকিৎসার পর উন্নত স্বাস্থ্যের জন্য বছরে ৫ সপ্তাহ পাহাড়ে অবকাশ যাপন করার পরামর্শ দেন। এ শ্রেণির লোকদের পাহাড়ে আরাম কুরসীতে আধশোয়া অবস্থায় দেখা যাবে।

বহু আমেরিকান পাহাড়ে গিয়ে দেহের হারানো শক্তি ফিরে পাওয়ার শিক্ষা এদের নিকট থেকেই পেয়েছেন। আসপিন কলোরোডেতে গিয়ে রৌদ্রস্নান করেন। কলোরাডো রাজ্যের উইন্টার পার্কের খামার সমূহে তারা অবস্থান করেন এবং ঘোড়ায় আরোহন করেন। রাকিজের স্বচ্ছ নিটোল নদীর পানিতে মোটা কাঠের গুঁড়িতে তারা সাঁতার দেন এবং দলে দলে নিউ ইংল্যন্ডের পাহাড়ে গমন করেন। এর এতো গুরুত্বের কারণ কী? এর কারণ হচ্ছে শান্তি এবং নীরবতা উঁচু জায়গাতেই পাওয়া যায়। চিকিৎসকদের মতে কোলাহল মুখরিত জায়গায় বসবাসে মানষের আয়ু কমে যায়। পাহাড়ে গিয়ে কোলাহল মুক্ত পরিবেশ থেকে মুক্ত থাকা যায়। শহরের হৈ চৈ ঠেলাঠেলি, চিৎকার পরিবেশ দূষণ ধোয়া ও ধুলো থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

চিকিৎসকদের মতে পাহাড়ে আরোহণ করা উন্নতমানের ব্যয়াম। অস্ট্রিয়া মেডিকেল সোসাইটির অভিমত হচ্ছে সপ্তাহে একদিন পাহাড়ে কষ্টকর উঠানামার ফলে প্রাপ্ত বয়স্কদের ওজন কমে যায়। পাহাড়ে ভ্রমণের উপকারিতা সুস্পষ্ট। এ ভ্রমণের ফলে পায়ের গোড়ালি, উরু, কোমর, বাহু, কর্মতৎপর হয়। উঁচু পাহাড়ে আরোহনের ফলে দেহের শিথিলতা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শিথিলতা দূরীভূত হয়। হাড়ের মধ্যে মজবুতি তৈরী হয়। সারাদেহ সজীব এবং কর্মক্ষম হয়। আমেরিকার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ পাহাড়ে আরোহণের উপকারিতা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন, এতে নিম্মোক্ত উপকার পাওয়া যায় ।

১. শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি তীব্র হয়।
২. দেহে অধিক অক্সিজেন আকর্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
৩. রক্ত চলাচলে কোন সমস্যা থাকে না ।
৪. রক্তের চাপ কমে যায় ।
৫. হৃদপিণ্ড শক্তিশালী হয় ।

দেহে কোলস্টরেল অন্যান্য যেসব বর্জ জমা হয় প্রয়োজনীয় এবং পরিমিত ব্যায়ামের ফলে শিরা উপশিরায় রক্ত চলাচলের পথ তৈরি হয়। প্রতিদিন পাহাড়ে আরহনের কারণে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জড়তা দূর হয়ে যায় এবং সারাদেহে রক্ত প্রবাহ স্বাভাবিক হয়ে যায়। পাহাড়ে নিয়মিত আরোহনের ব্যয়ামের ফলে আপনি আনন্দিত হতে পারেন এবং আপনার শরীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে পারে। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো দশম পাহাড়ী ডিভিশন (সেনাবাহিনী ক্যাম্প)।

এ ডিভিশনের প্রাক্তন সদস্যগণ এখনো খেলার জন্য পাহাড়ে গমন করেন। এদের একদল কঠিন পাহাড়ে বিরতি দিয়ে দিয়ে আরোহণ করেন। ফলে এরা যথেষ্ট চৌকস এবং সবল হয়ে উঠেছেন। এরা ভারি বোঝা অনায়াসে বহনে সক্ষম এবং এদের শরীর থাকে নীরোগ ও সবল। পাহাড়ে ভ্রমণের কালে ধৈর্যশক্তি বৃদ্ধি পায় । পাহাড়ে আরোহণের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ বাহু এবং পায়ের চলাচলে ভারসম্য বজায় রাখেন।

পাহাড়ে আরোহণে মানুষের দেহের ধৈর্য শক্তি এবং সাহস বৃদ্ধি করে। এছাড়াও এর অন্যান্য উপকারিতাও রয়েছে। এর মধ্যে একটি উপকারিতা হচ্ছে এতে দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ।

শীতের মওসুমে বরফের উপর পিচলানো দেহ মনের শক্তি বৃদ্ধি করে। যে সব পাহাড়ে বরফ পড়ে সেসব পাহাড়ে উঠে নিচের দিকে পিছলানো হলে অপার্থিব আনন্দ পাওয়া যায়। স্কেটিং এর সময় তীব্র বেগে পাহাড় থেকে নিচে নামতে হয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য এ ক্রীড়া আনন্দ বৃদ্ধির সহায়ক। এ খেলা মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতনতা করে। শিশুরা এতে আনন্দিত হয় এবং উজ্জীবিত হয়। উঠতি বয়সের তরুনরা এ খেলা সহজে আয়ত্ব করতে পারে। প্রাপ্ত বয়স্করা এ খেলায় যথেষ্ট তৃপ্তি পায়।

পাহাড়ে ভ্রমণ শারীরিক মানসিক শক্তি এবং সজীবতা বৃদ্ধি করে। প্রখ্যাত নাট্যকার লেখক রিচার্ড বেগজ তাঁর একটি পাহাড়ী এলাকায় ঝিলের তীরে বসে তার নাটকের রোমান্টিক সংলাপ রচনা করেন। তিনি তার এক সুইডিশ বন্ধুকে বলেছেন আমি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে। দেহ মনে অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করি। ইংরেজ গ্রন্থকার একবার বলেছেন, সকল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সূচনা পাহাড় থেকে হয়ে থাকে। আর পাহাড়েই সেই সৌন্দর্যের শেষ হয়। পাহাড়ের চেয়ে সুন্দর দৃশ্য পৃথিবীতে আর কিছু নেই। প্রখ্যাত পর্যটক ইয়ার্ক শেপেন বলেছেন আমি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে দেহ মনে অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করি।

যারা পাহড়ে জীবনের অধিক সময় অতিবাহিত করেন তারা পাহাড় ভ্রমনের আনন্দ উপলদ্ধি করতে পারেন। জীবনে আমরা নানা রকম সৌন্দর্যই উপলব্ধি করে থাকি। কিছু সৌন্দর্য দেখে আমরা মুগ্ধ হই এবং আনন্দ প্রকাশ করি। সুন্দর এসব দৃশ্য আমাদেরকে অভিভূত করে। আমাদের দেহ মনে আনন্দের শিহরণ জাগে। এক অবর্ণনীয় শান্তিতে মন ভরে যায়। পাহাড়ের মনোমুগধকর দৃশ্য আমাদের অনুভূতি শক্তি বৃদ্ধিকরে। পাহাড়ে যাওয়ার পরেই মন আবেগে আপ্লুত হয়। সনে আনন্দের ফল্গুধারা প্রবাহিত হতে থাকে। মনে হয় এতো আনন্দ অতীতে কখনো অনুভব করিনি। পাহাড়ের সূর্যোদয়ের দৃশ্য যিনি একবার দেখেছেন সারাজীবন সে দৃশ্য তার স্মৃতিপটে ভাস্বর হয়ে থাকবে।

ঐ পাহাড়ার গাছ গাছালি, নীল ঝরণার গান।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ স. এর শান ও মান

------------------ আ.হ.ম.নুরুল্লাহ, সহকারী মৌলভী

মহান আল্লাহর যত সৃষ্টি আছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সবচেয়ে মর্যাদা মন্ডিত সৃষ্টি হলেন, তাঁর পেয়ারা হাবীব তাজেদারে মদিনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা স.। তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে আমরা যতই বলি, যতই লিখি, যতই শুনি শেষ হবে না , পরিপূর্ণ হবে না আমাদের মত এত স্বল্প জ্ঞানের মানুষের পক্ষে মুহাম্মাদ স. এর প্রকৃত শান মান বর্ণনা করা অসম্ভব। যত টুকুই আমরা বলব, তা মূলত মহাসমুদ্রের একবিন্দু পানির চেয়েও অনেক কম বলা হবে । তাইতো কবি বলেন

হে সরকারে কায়েনাত,
আপনার মর্যাদা আর কতটুকুই বলতে পারব।
তবে সংক্ষেপে এতটুকু বললাম
আল্লাহর পরই আপনার স্থান।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. হতে বর্ণিত রাসূল সা. বলেছেন একদিন ফেরেশতা জিবরাইল আ. এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ সা. পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র ভূখন্ড আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি কিন্তু আপনার মতো মর্যাদা সম্পন্ন একজনকেও পাইনি। আপনার সম্মানে আপনার বংশ হাশিমকে এত মর্যাদা দেওয়া হয়েছে যে হাশিম বংশের পিতার চেয়ে কোন মর্যাদা মন্ডিত পিতা আমি এই পৃথিবীতে দেখিনি (মাদারিজুন নবুয়ত)

একদিন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. নবীজির শান ও মান নিয়ে বর্ণনা করছিলেন, তিনি বলেন আল্লাহ তা'য়ালা অন্যসব নবী আ. থেকে হুজুরে পাক স. এর শ্রেষ্টত্ব দিয়েছেন। একজন প্রশ্ন করলো কিভাবে? ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েদিন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন অন্যসব নবী আ. সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন **وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ** আমি কোন রাসূলকে তাঁর স্বজাতির ভাষা ছাড়া প্রেরণ করিনি। ইবরাহিম : ০৪। আর হুজুর স. সম্পর্কে বলেছেন : **قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا** আপনি বলুন, হে মানুষ সকল নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের জন্য রসুল। আরাফ : ১৫৮।

রাসূল (সাঃ) শান মান সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন- **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ** হে মুহাম্মাদ স. আপনি বলুন (দুনিয়ার মানুষ) তোমরা যদি আল্লাহ কে ভালোবাসো

তবে আমি নবী কে অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং গুনাহ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাকারী ও দয়াময়। আল ইমরান : ৩১।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আল্লাহর ভলোবাসা পেতে হলে এবং আমাদের জীবনে ভূলত্রুটি ক্ষমা পেতে হলে প্রিয়নবী স. এর অনুগত্য, অনুসরণ এবং ভালোবাসা একান্ত অপরিহার্য। নবী কারীম স. এর আনুগত্য করতে গিয়ে এবং তার সুন্নাহের পথে চলতে গিয়ে কোন রকম বেয়াদবি যেন প্রকাশ না পায় সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচুস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না। হুজুরাত : ০৩।

সর্বশ্রেষ্ট নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর শান ও মান কেমন ছিলো ?

আল্লাহ তায়ালা বলেন

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (৭) অর্থাৎ যখন আমি পয়গম্বরগণের কাছ থেকে, আপনার কাছ থেকে এবং নুহ, ইবরাহীম, মুসা ও মরিয়ম তনয় ঈসার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম এবং অঙ্গীকার নিলাম তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার। আহযাব : ০৭।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (স.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো আপনার কাছ থেকে কখন অঙ্গিকার নেয়া হয়েছে? রাসূল সা. বললেন আদম আ. যখন রুহ ও দেহের মাঝে ছিলেন।

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আল্লাহর কাছে প্রিয়তম নবী পাঁচ জন। নূহ আ., ইবরাহীম আ. মুসা আ., ঈসা আ. ও হযরত মুহাম্মাদ সা.। তাদের মধ্যে প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ নবী হলেন হযরত মুহাম্মাদ স.। তাই আল্লাহ তা'য়ালা নবীদের অঙ্গিকারের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে সব নবীর পর বিশেষভাবে পাঁচজন নবীর নাম উল্লেখ করেছেন এবং মুহাম্মাদ স. কে সর্বপ্রথম উল্লেখ করে তাঁকে সমুন্নত করেছেন– ইবনে কাসীর।

আমি যদি কোন পথ ভুলে যাই, হাতছানি দিয়ে কাছে নিও,
মমতার বন্ধনে আমায় প্রিয়, সব ভুল ক্ষমা করে দিও।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা থেকে

শিক্ষকতা খেদমতের নিয়তে আনন্দের সাথে উপভোগ করা উচিত

--------অধ্যক্ষ মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ

শিক্ষকদের পাঠদান পদ্ধতি উন্নত করতে যুগ উপযোগী একটি শ্রেণিকক্ষ তৈরি করার লক্ষ্যে " ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদরাসার অধ্যক্ষ মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ গত ২৬.০৭.২০১৭ইং বুধবার বেলা ১২.০০টায় মাদরাসার গ্রন্থাগার কক্ষে একটি কর্মশালার আয়োজন করেন। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন অত্র মাদরাসার অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং শিক্ষকগণ। কর্মশালার মূল বিষয় বস্তু ছিল পাঠদান পদ্ধতি, যথাযথ পাঠদানে বাধা এবং এগুলোর সমাধানের উপায়।

জনাব মাওলানা হারুনুর রশীদ, প্রভাষক (আরবি) এর মুখে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু হয়। কর্মশালা সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন অধ্যক্ষ মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ। তিনি সকল শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে তাদের সমস্যাগুলো নিয়ে, সুনির্দিষ্টভাবে কথা বলেতে অনুরোধ করেন। উপস্থিত শিক্ষক এবং শিক্ষিকাগণ তাদের সমস্যার কথা সাবলিল ভঙ্গিতে প্রকাশ করেন। সে সকল সমস্যা প্রতিনিয়ত শ্রেণি কক্ষে তারা উপলব্ধি করেন। উক্ত সমস্যাগুলোর সমাধানের নিমিত্তে অধ্যক্ষ মহোদয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরামর্শ প্রদান করেন। শিক্ষা দানের পদ্ধতি, শিক্ষকদের করণীয় এবং বর্জনীয় কিছু তথ্য নিয়ে আলোচনা করেন। অধ্যক্ষ মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ এর বক্তব্য বিশ্লেষণ করে গুরুত্বপূর্ন কতিপয় তথ্য পাওয়া যায়। শিক্ষক হিসেবে আপন পেশাকে ভালবাসা, এবং শিক্ষকতার জন্য নিজেকে কুরবানী করার অনুপ্রেরণা পাওয়া যায় তাঁর আলোচনায়। এছাড়াও পেশাগত উন্নয়নে তিনি যেসব বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন তা নিম্নরুপ-

প্রথমে তিনি শিক্ষকতা পেশাকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ স.সহ সকল নবী এবং রাসুলদের পেশা আখ্যায়িত করে এই পেশাকে সম্মানিত করেছেন। যেমন নবীজী বলেছেন بعثت معلما"আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি"। ফলে উপস্থিত সকল শিক্ষক, তার পেশার মর্যাদার গভীরতা উপলব্ধি করতে পারেন।

অত:পর তিনি পেশাদারিত্ব নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন শিক্ষকতা পেশাকে নিজের জীবনের লক্ষ্য ভেবে এই পেশায় নিজেকে যথাযথভাবে নিয়োজিত করতে। এ পেশাকে খেদমতের নিয়তে আনন্দের সাথে উপভোগ করা উচিত।

কর্মক্ষেত্র নিজ সংসারের মত আরেকটি সংসার। ভালবাসা না থাকলে যেমনি সংসারের সুখ স্থায়ীত্ব লাভ করে না; তেমনি ভালবাসা না থাকলে কর্মক্ষেত্রেও উন্নতি

করা যায় না, সুখী হওয়া যায় না। আর তাই সম্মানিত অধ্যক্ষ মহোদয় অত্র কর্মশালায় চারটি বিষয়কে ভালবাসতে বলেছেন।

০১. নিজ পেশাকে ভালবাসতে হবে একনিষ্ঠভাবে ।

০২. কর্মস্থল তথা প্রতিষ্ঠানকে ভালবাসতে হবে।

০৩. সহকর্মীকে কোন দিক থেকে আহত না করা, সহকর্মীর প্রতি পূর্ণ সহমর্মিতা ও সম্মান প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

০৪. শিক্ষার্থীদেরকে স্নেহ ও শাসন দিয়ে আজীবন আগলে রাখতে হবে।

তিনি শ্রেণিকক্ষে করনীয় কিছু আচরণের উপরে আলোচনা করেন। তিনি বলেন শ্রেণি কক্ষে নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করলে শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীদের সম্মান ও শ্রদ্ধা নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাবে। পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপঃ

০১. সময়ানুবর্তিতাঃ যথা সময়ে উপস্থিত হওয়া এটি বিশেষ গুণ। তাই প্রত্যেক শিক্ষকের উচিত সময়ানুবর্তী হওয়া। যথাসময়ে শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে যথাসময়ে পাঠদান সম্পন্ন করাও একটি বিশেষ গুণ। যাদি কখনো বিলম্ব হয়, তবে প্রতিটি শিক্ষকের উচিত দু:খ প্রকাশ করে বিলম্ব করার ব্যাপারে নিজের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নেয়া। সর্বোপরি ভুল স্বীকার করা মানে নিজেকে ছোট করা নয়। খুব কম মানুষই পারে নিজের ভুল স্বীকার করতে।

০২.যথাযথ সময় বন্টনঃ এটি আরেকটি বিশেষ গুণ। শ্রেণিকক্ষের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিম্নোলিখিত কাজ গুলো তিনি করার পরামর্শ দিয়েছেন।

০১. শ্রেণিকক্ষ নিয়ন্ত্রণ করা।

০২. হাতের লেখা কৌশলে মূল্যায়ণ করা।

০৩. শ্রেণিকক্ষ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও গুছিয়ে রাখা।

০৪. শ্রেণি কক্ষে স্বাগত বার্তা (welcome speech) দিয়ে পাঠ দান শুরুকরা। স্বাগত বার্তা হবে বিষয় ও ভাষা ভিত্তিক। যেমন : আরবী বিষয়ের স্বাগত বার্তা হবে আরবী ভাষায়। ইংরেজী বিষয়ের স্বাগত বার্তা হবে ইংরেজিতে। ইত্যাদি।

০৫. শেণিকক্ষে ২জন captain/ দলনেতা নির্বাচন করতে হবে

০৬. শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশের সাথে সাথেই ছাত্র/ছাত্রীরা পাঠ্য বই, c.w. খাতা,কলম খুলে রাখবে।

০৭. c.w.খাতা,cross examination.পদ্ধতিতে দেখা এবং ভুলগুলো পুনঃপুনঃ লিখতে দেয়া।

০৮.ভালো ছাত্র/ছাত্রীকে অতিরিক্ত বাড়ীর কাজ দেয়া।

০৯.পড়া দেয়া এবং নেয়া নিশ্চিত করা।

১০.বাসায় না পড়লে শ্রেণিকক্ষে জবাদিহিতা নিশ্চিত করা।
১১.পড়ানো শুরু করার পূর্বে বিষয় বস্তু ও শিরোনাম নিয়ে আলোচনা করা
১২.শিক্ষার্থীদের প্রাণবন্ত করা এবং তাদের প্রকাশ ভঙ্গি উন্নত করা।
১৩. যথা সময়ে পাঠাদান সমাপ্ত করা। প্রভূতি।
১৪. ছাত্র/ছাত্রীদের কাছে শিক্ষককে শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয় হওয়া।
১৫ .ছাত্র/ছাত্রীদের পুরুস্কার দেয়া।
১৬. সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে নিজের যোগ্যতা বৃদ্ধি করা।
১৭.অজুহাত না দেখিয়ে নিজের ব্যর্থতা স্বীকার ও তা কাটিয়ে উঠতে সচেষ্ট হওয়া।
১৮. হাসি খুশী থাকা ও ছাত্র/ছাত্রীদের খুশী এবং প্রাণবন্ত রাখা।
১৯. বোর্ডে নিজে কাজ করা ছাত্র/ছাত্রীদের দিয়ে কাজ করানো।

অধ্যক্ষ মহোদয় প্রত্যেক শিক্ষককে সময়ের সাথে নিজেকে পরিবর্তন করতে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তিনি প্রজেক্টর, লেপটপ, ফেসবুক, ই-মেইল ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেন। তিনি শ্রেণিকক্ষে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। Lesson plan বা পাঠপরিকল্পনার উপরেও গুরুত্ব প্রদান করেন।

এটা সুস্পস্ট যে শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু যাকে দিয়ে শিক্ষার আলো পৌঁছানো হবে। অজ্ঞতা দূর করতে হবে সে অজ্ঞ থাকলে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। তাই শিক্ষকদের ট্রেনিং শিক্ষকতার একটি বিশেষ অংশ। যা তার এবং তার সকল শিক্ষার্থীর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমার মতে ট্রেনিং বা কর্মশালাকে সহজভাবে নিয়ে প্রত্যেক শিক্ষকের উচিত স্বতঃস্ফূর্তভাবে এতে অংশগ্রহণ করা। একজন শিক্ষকের উচিত প্রতিনিয়ত শেখা এবং শেখানো। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যানে শিক্ষকতার মত মহান পেশা আর হয় না। কাজেই শিক্ষক শিক্ষকতাকে পেশা না ভেবে মহান ব্রত ও জাতীয় খেদমত ভেবে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা থেকে
অনুলেখক: জান্নাতুল ফেরদাউস পলি
মাকতাবাতুত দারুচ্ছুন্নাহ কক্ষ
২৬.০৭.২০১৭ ইং, বুধবার, দুপুর ১২টা

প ড় এ বং প ড়
যে প ড়ে সে ব ড়।

الواجبات بعد الامتحان

محمد نور العالم . المحاضر العربي

الحمدالله الذي علم الانسان ما لم يعلم وانتخبنا لتكون طالب العلوم والصلاة والسلام علي النبي الذي قال في الحديث الشريف اغتنم خمسا قبل خمس.شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك- وفرا غك قيل شغلك ....وبعد

ايها الطلاب المحبوب اني استاذكم الجديد- ما وجدت دراستكم المواجبة- جئت في مدرستكم للزيارة في شهر يوليو- حينئذ امرني مديركم للدرس في فصلكم- لذا انا استاذكم ليوم واحد-

اليوم انكم تستعدون لتجاوزمن طبقة الداخل الى طبقة العالم – ظنى واعتقادي انكم تفوزون فى الامتحان ثم تعودون فى هذه المدرسة صحيحا- وتبدون دراستكم بالمتحمس الجديد-

اعلمو ان النسبة بين الطلاب والاسا تذة للآبدية ان يكو نون بعيدا احد من احد امدا بعيدا

لان النسبة بينهم كا لنسبة الولدين مع الوا لد-

لذاأوصيكم من نفسي وصية منحصرة- الذي ينفع في حيا تكم القابل

*انكم تؤدون الصلوة المكتو بة مع الجما عة كما تؤدون في هذه المدرسة لا تغفلوا عن عبا دة الله المكتوبة-

*تتلون القران الكريم دائما بعد الصلوة الفجر والمغرب

* بعد الذهاب ههنا الي بيتكم تلقون مع الاقاربة-وتسلمون المربي وتكلمون معهم با لوجه السرور-

* وتنصرون اعمال الوالدين علي حسب طا قتكم-

* بمنا سبة امتحان الداخل فيكم تشجيع القراءة والكتابة- واجب عليكم ان تمسكوا تلك الحماسة-ان شاؤوا تلتحقون في كورس النحو و الصرف- وقراءة القران

* وايضاتلتحقون كورس اللغة الانجيلزي والكمبيوتر وغير ذالك-

* بعد الذ هاب ههنا انكم تتصلون مع الاساتذة يسئلون احوالهم بالجوال

* و تدعون للاساتذة والمدرسة دائما ابدا- وتظنون الخيرة للمدرسة

* واجتنبوا من ذلك الاعمال الذى يحمل سمعة سيئة للمدرسة خاصة لحياتكم ولحياة ابويكم-

اليوم انتهى ههنا انكم تفوزون فى الامتحان- والله المستعان لى ولكم-

Special Tips for Dakhil Examinee -2018

Fatima khanam, English Lecturer

The real dignity of a man lies not in what he has, but in what he is.

Dear learners,

You all are Dakhil Examiness-2018. I would like to say something about yourselves and want to give some tips for your examination.

These tips will help you to cut a good figure in the examination .You have to know about creative examination, practical at schools or universities, colleges for the examinees.

By the examination examinees are tested how much they have learned besides through exam a learner gets a qualification. An examination is the way of testing ability or quality level of acquiring knowledge of the examinees; they should give their answers tactfully and carefully so that they can get the highest marks. For getting highest marks you all have to follow some special tips.

Firstly, you all should go to exam hall before half-an hour of exam start. By taking your seat you will be patience and wait for exam paper. After taking exam paper fill all documents carefully

Secondly, when duty teacher will distribute questions, you all first stand up and then take it from there so politely by uttering “Bismillahir Rahmanir Rahim” silently. Because you are the student of madrasah and you all are muslim.

Thirdly, before writing your answer of question, at first you all will say three times ‘Rabbi Zidni Ilma' and read out the question top to bottom at least two times you will try to understand the question properly what will be the exact and point to point answer of the question . Arrange your answer in mind neatly and clearly.

Fourthly, you all will choose the question first whose answer is easy to you. Try to give the answer point to point, exact and probably short. For this you will get full marks. Because the size of the answer does not matter to get more marks rather unnecessary details and answer will bring poor marks for you moreover it will be the cause of disturbing of teacher.

Fifthly, write your answer in your exam paper one by one. Finish your writing before ten minutes of fixed time. How many questions' answer you have given count first. Revise your answer. At last arrange your exam paper to give your duty teacher. When the bell will ring, you give it your respected teacher not any delay.

Finally you all should bear in mind that by the examination you are tested how much you have learned according to examination you are given certificate which is your ten years achievement. You have been studying for ten years for getting this certificate. So you should try your best not by taking others helps but by one's own helps remember it during your ten years studying you have become first or last . It has no effect on your certificate. Only this examinations grade/performance will have effect on the certificate that means your ten years achievement.

At last I want to add something. Don't try to do unfair in examination. You all should bear in mind that a man who has vast wealth enviable titles or high academic degrees may be regarded as a dignified man. But man's dignity does not depend on these extraneous factors digniety is commanded by intrinsic worth. The real dignity of a man rests on what he actually is by his conduct and character and by his way of life. I pray my best to Allah for all of you so that you all can cut a good figure in examination and can bring good result not only for our madrasah but also for your family and for yourself. Best of luck. You all pray to Allah for me.

= = = = = =

do or die.

General People's Expectation towards Alem

Jannatul Ferdous, Assistant Teacher, English

We all have a special soft corner about our religion. In fact it is the best religion in the world. Al-Quran is the best holy text which provides us a full life style. The person, who preaches Islam, is always respected by all. Even a thief, who steals & does not know about Islam properly, knows that an Imam or a Hafez or an Alem etc is always right.

One of my students once said me, "Mam, if a normal people does any wrong, people take it easily whether today or tomorrow. But if the same wrong is done by a hujur, people act as disaster has taken place." I smiled and explained - normally when we saw any child wearing Panjabi or Tupi, we expect at least a salam as a passer-by. It is not too much expectation. A school going child may have this manner or not. But we don't bother about that. Basically we are used to think that a madrasha going child must know better about Islam, Quran and Sunnah than a school going child. A hujur or a hafez or an alem is always respected by all. Though he/she is a normal human being, we expect something special from them, such as- truthfulness, honesty, good manner, etiquette etc. Our religion, Islam also teaches those. So, isn't it natural to expect something better and special from an alem?

I would like to give an example. Before 2 years, I went to Gazipur for my thesis survey. There I met a woman about 36. The lady was crying. From the local people I came to know that, her elder daughter Sumi got married with a great man who was alem & hafez. The groom family was renowned and respected too. After marriage the girl came to know that the Hafez groom was married and had two sons, lived in abroad. Having more wives is not prohibited in our religion. But keeping secret of the fact is prohibited. The interesting thing is that the matchmaker was also a hujur. I was surprised and thought who gave the right

to the matchmaker and the groom family to kill a girl's dream. As far I know they also played a nasty game about mohorana. From that situation, I understood that they won't be able to believe any hujur further.

Islam is teaching us the best lessons. So, who we are to abuse the lessons and defame it? Especially the alem society should behave in a way sothat the general people can realize the differences between the education in school and madrasha. They never should follow two rules e.g. one is for them and the another is for others. As a muslim, we always want an Islam based country. For making Islam based society the first and foremost duty goes to the alem to make over the society. And it is well known- to change the world, at first change yourself.

ইয়া নবী সালামু আলাইকা
ইয়া রাসুল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা
সালাওয়া তুল্লা আলাইকা।

তুমি যে নূরের নবী
নিখিলের ধ্যানের ছবি
তুমি না এলে দুনিয়ায়
আঁধারে ডুবিত সবি।

তোমারি নূরের আলোকে
জাগরণ এল ভুলোকে
গাহিয়া উঠিল বুলবুল
হাসিল কুসুম পুলকে।

ইসলামে নারী শিক্ষা

ফাতেমা শরীফ, সহকারী শিক্ষক, আরবি (মহিলা শাখা)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য মাখলুকাতের মধ্যে মানবজাতি হচ্ছে সর্ব শ্রেষ্ঠ। এ মানবজাতিকে নারী পুরুষ দু'টি সত্বায় সৃষ্টি করা হয়েছে। আজ নবযুগে নবীন প্রভাতে দিকে দিকে নারী প্রগতির জয়ধ্বনি বিঘোষিত হচ্ছে। আজ আমরা বুঝতে পারছি নারী ও পুরুষ সমাজ জীবনের দুটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সমাজ ও জাতি গঠনে উভয়েরই সমান ভূমিকা রয়েছে। তাই পুরুষের পাশাপাশি নারীশিক্ষারও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

ইসলাম যেভাবে পুরুষের উপর শিক্ষা ও জ্ঞানঅর্জন ফরয করে দিয়েছে, ঠিক তেমনি ফরয করে দিয়েছে নারীদের উপর। নবী স. আলিমদের তার উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেছেন। এ ঘোষণায় তিনি পুরুষ বা নারী কাউকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেননি। তিনি বলেন- "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয।"
এখানে নর ও নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি না করে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের প্রত্যেককেই জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গোটা মানবজাতিকে ধ্বংস হতে উদ্ধার করা লক্ষ্যে নবী স. এর ঐ বাণী সে যুগে এমন নজিরবিহীন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, যে যুগে পৃথিবীর কোথাও নারীর কোন রকম শিক্ষার অধিকার ছিল না।

তথাকথিত উন্নত জাতির লোকেরাও নারীদেরকে মানবের স্তর হতে বহিষ্কার করে জীব-জন্তুর স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল। আল্লাহর অশেষ রহমতে নবী স. এর ঘোষণার মাধ্যমে শুধু পুরষদেরকেই নয় বরং নারীদেরকেও মানবতা মর্যাদার উঁচু চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা সকল মুমিনকে দীনি শিক্ষা অর্জনের নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে اقرأ باسم ربك الذى **-خلق** "পড় তোমার প্রভুর নামে। যিনি তোমায় সৃষ্টি করেছেন।" অতএব শিক্ষার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অবশ্য শিক্ষা গ্রহণের পদ্ধতিতে পার্থক্য থাকা আবশ্যক।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে তাকে আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মাতা, এবং আদর্শ গৃহিণীরূপে গড়ে তোলা হবে। এছাড়া তার জন্য ঐ সকল বিদ্যা শিক্ষারও প্রয়োজন যা মানুষকে প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ে তুলতে, তার চরিত্র গঠন

করতে, এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রশস্ত করতে পারে। নারীদের স্বকীয়তা বজায় রেখে দীন ও দেশের জন্য কল্যাণকর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এই ধরণের শিক্ষা প্রত্যেক নারীর জন্য অপরিহার্য।

এরপর কোন নারী যদি অসাধারণ প্রজ্ঞা যোগ্যতার অধিকারিণী হয় এবং এ অন্যান্য শাখায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে চায়। তাহলে ইসলাম তার পথে প্রতিবন্ধক হবে না। তবে শর্ত এই যে, কোন অবস্থায়ই সে শরীয়তের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করবে না। শরীআতের গন্ডির মধ্যে থেকে তাকে উচ্চ শিক্ষালাভ করতে হবে।

ইসলামের শিক্ষার আলোকে পুরুষদের মধ্যে যেমনি আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ রা. এবং হাসান বসরী, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী এর মত মহাপুরুষগণের আর্বিভাব ঘটেছিল, ঠিক তেমনি আয়েশা, হাফসা, শিফা বিনতে আব্দুল্লাহু আনহুন্নার মত মহান নারীগণও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মোটকথা ইসলামের নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকেই সে যুগের মহিলাগণ আত্মসংশোধন এবং জাতির খিদমতের উদ্দেশ্যে দীনি শিক্ষা লাভ করতেন। পুরুষরা যেমন নবী স. এর নিকট তা'লীম গ্রহণ করতেন তেমন করতেন নারীরাও। এমনকি বাদ যায় নি দাসীরাও।

বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসুল স. বলেছেন, যার নিকটে কোন দাসী আছে এবং সে তাকে শিক্ষা দেয়, ভালোভাবে সু-শিক্ষার ব্যবস্থা করে, ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা দেয় এবং মর্যাদা দান করে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতদিান।

তাহলে আমরা একথা বলতে পারি যে, শিক্ষা অর্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা কোন ব্যক্তির সাথে নির্দিষ্ট নয় বরং সমাজের প্রতিটি সদস্যের জন্য আবশ্যক। সামাজের অগ্রগতি উন্নতি নারীশিক্ষা ব্যতীত কল্পনা করা যায় না।

ذِكْرُ الأَنْبِياءِ مِنَ العِبادَةِ وذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارَةٌ

وَذِكْرُ المَوْتِ صَدَقَةٌ وَذِكْرُ القَبْرِ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الجَنَّةِ

অনুষ্ঠান প্রতিবেদন

নবীন বরণ ও সবক অনুষ্ঠান ২০১৭ ঈসায়ী

আলহামদুলিল্লাহ ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসার আলিম প্রথম বর্ষের নবীন বরণ ও সবক অনুষ্ঠান গত ২২ জুলাই ২০১৭ ইং রোজ শনিবার অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হল। এই উপলক্ষ্যে ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা মিলনায়তনে এক মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মাদরাসাটি নানা রঙের ফুল, বাহারি বেলুন, রঙ বেরঙের পোস্টার লেখনি দিয়ে সজ্জিত হয়। অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল মাদরাসা মিলনায়তনে। মিলনায়তনের মঞ্চটিও সাজানো হয়েছিল আকর্ষণীয়ভাবে।

অনুষ্ঠানটি দু'টি পর্বে বিভক্ত ছিলো। অনুষ্ঠানটির সভাপত্বিত করেন, মাদরাসার স্বনামধন্য অধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ। প্রধান অথিতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অত্র মাদরাসার সভাপতি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি জনাব এ.কে.এম. জহিরুল হক। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, চাষারা কেন্দ্রীয় মাদরাসার অধ্যক্ষ জনাব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান মিয়া ও বঙ্গভবনের সম্মানিত ইমাম ও খতীব হযরত মাওলানা সাইফুল কবীর সাহেব। আরো উপস্থিত ছিলেন অত্র মাদরাসার গভার্ণিংবডির সদস্যবৃন্দ এবং শিক্ষকবৃন্দ।

সভাপতির অনুমতিক্রমে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তেলাওয়াত শেষে প্রভুর প্রসংশায় সুর তুলে একটি হামদে বারী তা'য়ালা গাওয়া হয়। তারপর প্রিয় নবীজীর শানে একটি মনমুগ্ধকর নাতে রাসুল স. গাওয়া হয়। অতঃপর জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। জাতীয় সংগীতের পর ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা নিয়ে একটি সুন্দর গান পরিবেশন করে মাদরাসার শিল্পী বৃন্ধ। তারপর সভাপতি মহোদয় তার শুভেচ্ছা বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে অধ্যক্ষ মহোদয় মাদরাসার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বর্তমান মাদরাসার ছাত্রদের অবস্থান বর্ণনা করেন। এবং নবাগত ছাত্রদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। বক্তব্যে নবাগত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মাদরাসারর প্রাথমিক কার্যক্রমের উপর ধারনা প্রদান করেন। অতঃপর আলিম ১ম বর্ষের সিলেবাস ও কোন পদ্ধতির মাধ্যমে অধ্যায়ন করানো হবে সেই দিকগুলো উল্লেখ করেন। তারপর মাদরাসার

পাঠদান ও শিক্ষকদের উদার মনোভাব প্রকাশ করেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ক্লাস ছাড়াও যে কোন সময় লেখা পড়ার ব্যপারে সকল সহযোগিতা শিক্ষকরা তোমাদের পাশে থাকবে। মাদরাসা কর্তৃক প্রকাশিত দেয়ালিকা, স্মৃতিস্মারক ও অন্যান্য দিকগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেন। সকল শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে তিনি তার আলোচনায় বলেন যে, বর্তমান ছাত্রদের মাঝে একটি বড় খারাপ দিক হলো উস্তাদের সাথে বেয়াদবি। অধ্যক্ষ মহোদয় সবাইকে উস্তাদের কদর করা এবং বেয়াদবি থেকে বিরত থাকার উপদেশ প্রদান করেন। পরিশেষে মাদরাসার ঐতিহ্য, মাদরাসা শিক্ষা শুধু মাদরাসার ভিতরেই সীমাবদ্ধ নয়; যে যেই স্থান থেকে এসেছি এ মাদরাসার সুনাম, আদর্শ যেন অন্যদের আকৃষ্ট করে এবং মাদরাসার মান যাতে অব্যাহত থাকে সে বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। নবাগত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি আরো তাকিদ দিয়ে বলেন, একজন ছাত্র নিয়মিত ক্লাস করা ব্যতীত কখনো কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল করতে সক্ষম হয় না। কাজেই প্রত্যেককে নিয়মিত ক্লাস করার জন্য তিনি তাগিদ প্রদান করেন। অবশেষে ছাত্রদেরকে মাদরাসার আদর্শ, মাদরসার নিয়ম-কানুন মেনে চলা ও আমলি জীবন গঠন করার আহবান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

তার পর আলিম ১ম বর্ষের নবাগত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে মানপত্র পাঠ করা হয়। অতঃপর মাদারসার শিক্ষক ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ, গভার্ণিং বডির সদস্যবৃন্দ পর্যায়ক্রমে বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর শুরু হয় সবক অনুষ্ঠান। বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ পবিত্র মেশকাত শরীফ থেকে সবক প্রদান করেন নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় মাদরাসার অধ্যক্ষ জনাব মাওলানা শাহজাহান মিয়া। হুজুর সবক দেওয়ার পূর্বে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কিছু গুরুত্বপর্ণ কথা বলেন। হজুরের কথার মধ্যে ছিলো মোবাইলের অপব্যাবহার। হুজুর প্রত্যেককে মোবাইলের অপব্যবহার থেকে বিরত থাকার আহবান জানান। একজন ছাত্রকে ধ্বংসের মূল কারণের মাঝে মোবাইলের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। তাই তিনি সবাইকে মোবাইলের অপব্যবহার থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ প্রদান করেন।

সবক প্রদানের পর সম্মানিত আমন্ত্রিত মেহমান বঙ্গভবনের সম্মানিত খতিব জনাব হযরত মাওলানা সাইফুল কবীর আলোচনা করেন। হুজুর ছাত্রদেরকে পড়ালেখার প্রতি মনোযোগী হওয়ার জন্য বলেন। এবং বর্তমানে ভালো আলেমের খুব অভাব, তাই আলেম হওয়ার জন্য দেশ ও জাতির খেদমতে ইসলামের ভূমিকা যেন রাখতে পারে সেই যোগ্যতা সম্পন্ন আলেম হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন।

অতঃপর প্রধান অতিথি মাননীয় বিচারপতি জনাব এ.কে.এম. জহিরুল হক স্যার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। স্যার তার বক্তব্যে মাদরাসা উন্নয়নের আলোচনা করেন। এবং ভবিষৎ পরিকল্পনা সম্পর্কেও আলোচনা করেন। আর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে বলেন যে, কোন সমস্যা থাকলে সেগুলো যেন তার সাথে আলোচনা করা হয়। অবশেষে সকলের মঙ্গল কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন। প্রথম পর্বের শেষে মিলাদ ও দু'আর মাধ্যমে প্রথম পর্বের কাজ সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় পর্বে ছিলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরু হয় প্রভুর প্রশাংসায় হামদ দিয়ে। গানটি ছিল "হাজার গানের মাঝে একটি গানও যদি"। মাদরাসার প্রতিভাভরা শিল্পীরা একে একে তাদের সুললীত কণ্ঠে গান পরিবেশন করতে লাগলো। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছিলো ইসলামিক নাটক, যেমন, অদ্ভুদ চাকরির ইন্টারভিউ, ফ্যাশন ডিজাইন, আজব ডাক্তার ইত্যাদি। অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অত্র মাদরাসার সংস্কৃতমনা আরবি প্রভাষক মাওলানা মো: হারুনুর রশিদ। অনুষ্ঠানের শেষের দিকে সংস্কৃতমনা মাওলানা হারুন হুজুরের উপস্থাপনা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হুজুর একটি গল্পপ উপস্থাপন করেন সবাই তার সেই গল্পের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শ্রবন করে।

সর্বশেষ আরেকটি চমৎকার দৃশ্য ছিলো অত্র মাদরাসার সভাপতি মাননীয় বিচারপতী জনাব এ.কে. এম. জহিরুল হক ও সম্মানিত ইংরেজি শিক্ষিকা মিস পলি আক্তার এর ইংরেজি সংলাপ। ইংরেজি সংলাপটি ছাত্রদের মনে উৎসাহ যোগান দেয়। শিক্ষার্থীরা মনযোগ সহকারে ঐ ইংরেজী সংলাপ শ্রবন করে। এই সংলাপে বিচারপতি স্যার মাদরাসার শিক্ষার মান বৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী মাদরাসার অনার্স চালু হবে বলে ব্যক্ত করেন।

চমৎকার একটি দেশাত্ববোধক গান দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

প্রতিবেদক: মো: আবু নোমান, ফাযিল ১ম বর্ষ
মাদরাসা মিলনায়তন
২২.০৭.২০১৭ ইং

لَو أَنَّكُم تَوكَّلُون على اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَما يَرزُقُ الطَّيرَ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

ভালোবাসা এবং ঘৃণা উভয়ই আল্লাহর উদ্দেশ্যে

------------------**আরশাদ হোসাইন**, আলিম ১ম বর্ষ

মুসলমানদের একের প্রতি অন্যের ভালোবাসা শুধু মানুষের উদ্দেশ্যে মানুষকে ভালোবাসা নয় বরং আল্লাহর জন্য মানুষকে ভালোবাসা । নবী কারীম সা. এর নির্দেশও তাই। ঘৃণা পোষণের ব্যপারেও এইরুপ। লৌকিক স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হয়ে অথবা প্রবৃত্তির প্ররোচনায় কারো প্রতি ঘৃণা বা বৈরিভাব পোষণ করা অবৈধ। তবে আল্লাহ ও তাঁর বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা পোষণ করা মুমিনের জন্য বৈধ ও স্বাভাবিক। মহান আল্লাহ ও তাঁর হাবীবের শিক্ষাও তাই। হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন : আল্লাহ তা'য়ালা ক্বিয়ামতের দিন বলবেন "ঐ সকল লোক আজ কোথায় যারা দুনিয়াতে আমার মহত্ত্বের দিকে তাকিয়ে পরস্পর ভালোবাসতো, তাদেরকে আজ আমার আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দান করবো। আজ আমার আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া নাই। (মুসলিম)। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন আমার উদ্দেশ্যে যারা পরস্পর বন্ধু বানিয়েছে, আমার ভালোবাসা তাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। তাদেরকে কিয়ামতের দিন, যে দিন আমার আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। সে দিন আরশের নিচে ছায়া দান করবো। অন্যত্র ইরশাদ করেন- আমার উদ্দেশ্যে যারা পরস্পরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছে তাদের জন্য আমার ভালোবাসা নির্ধারিত হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন আমার মহব্বত সেই সকল লোকদের জন্য নির্ধারিত, যারা আমার খাতিরে পরস্পরের সাথে উপবেশন করে, আমার মহব্বত সেই সকল লোকদের জন্য, যারা আমার উদ্দেশ্যে পরস্পরের জন্য ধন-মাল ব্যয় করে। আমার মহব্বত সেই সকল লোকদের জন্য, যারা আমার খাতিরেই পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করে। তিবরানী)।

হযরত অব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে পাক সা. আবুযর গিফারী রা. কে লক্ষ্য করে বলেন, হে আবুযর! ঈমানের কোন দিকটি আধিকতর মজবুত? হযরত আবুযর রা. বলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। সেটা হলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরস্পরকে সহযোগিতা করা, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসা এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঘৃণা করা। (মেশকাত শরীফ)।

কবিরা গুনাহকারী কি কাফের?

মীর মোহাম্মাদ ইয়াছিন, দাখিল পরীক্ষার্থী ২০১৮

ইমামে আযম হযরত আবু হানীফা (র) এর ঘটনা ঃ একদা খারেজি সম্প্রদায়ের শতাধিক লোক নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে ইমামে আযম (র) এর উপর চড়াও হলো, তারা বলল, যে লোক কবিরা গুনাহ করে তাকে আপনি যেহেতু কাফের মনে করেন না তাই আপনাকে হত্যা করা হবে। ইমামে আযম বললেন, আবেগ প্রবনতা পরিহার করে শান্ত মস্তিস্কে কাজ করুন। সত্য বিষয় উৎঘাটনের চেষ্টা করুণ। যদি আমার অপরাধ প্রমাণিত হয় তাহলে হত্যা করার পদক্ষেপ নিতে পারেন। আপনারা আগে তরবারির কোষ বদ্ধ করুন এবং ধীরস্থিরতার সাথে আপনাদের প্রশ্নগুলো করুন। এরপর যা করতে চান করেন। তারা বলল, আপনার রক্তে আজ আমাদের তরবারি রঞ্জিত হবে। আমাদে আকীদা মতে কোন অপরাধীকে হত্যা করতে পারলে সত্তর বছর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার সাওয়াব হবে। ইমামে আযম রহ. বলেন ভালো কথা, তবে কি বলতে চান? খাওয়ারেজ ঃ মনে করুন ঘরের দুটি জানাযা আছে, একটি পুরুষের অপরটির মহিলার। পুরুষ ছিলো অতিরিক্ত মদ্যপায়ী মদ পানের কারণে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে। আর মহিলা হলো ব্যভিচারীনি, গর্ভধারণের ভয়ে সে আত্মহত্যা করেছে। এই দুই ব্যক্তির ব্যপারে আপনার মতামত কী? তারা কি মুসলমান নাকি কাফের? ইমাম আযম রহ. জিজ্ঞাস করলেন আচ্ছা তারা কি ইহুদী ছিল? নাছারা ছিল? না অগ্নি পূজারী ছিলো?

খাওয়ারেজ ঃ না, তারা এসবের অন্তর্ভূক্ত ছিলো না।

ইমাম আযম বললেন তাহলে তারা কোন ধর্মের অন্তর্ভূক্ত ছিলো?

খাওয়ারেজ ঃ তাদের সম্পর্ক ছিলো এই কলেমার সাথে-

اشهد ان لااله الاالله واشهد ان محمدا رسولالله

ইমাম আযম রহ. বলেন আচ্ছা কালিমায়ে শাহাদাত ঈমানের কত ভাগ? অর্ধেক? এক তৃতীয়াংশ? না এক চতুর্থাংশ?

খাওয়ারেজ ঃ এটিইতো পূর্ণ ঈমান। ঈমানের কোনো ভগ্নাংশ হয় না। ইমাম আযম রহ. বলেন এটিই যদি পূর্ণ ঈমান হয়ে থাকে তাহলে তারাতো এই কালিমারই বিশ্বাসী ছিলো। তাদেরকে কী বলবেন? মুসলমান নাকি কাফির? খাওয়ারেজীরা

পেরেশান। কোনো উত্তর খুঁজে পাচ্ছেনা। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলল, আচ্ছা সে কথা বাদ দিন। এখন বলুন তারা জান্নাতী নাকি জাহান্নামী?

ইমাম আযম রহ. এ প্রশ্নের জবাবে আমি সে কথাই বলবো যা হযরত ইবরাহীম আ. এদের চেয়ে আরো জগন্যতম অপরাধী সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহর কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন

فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفورالرحيم

অর্থাৎ সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে, সেই আমার দলভূক্ত, কিন্তু কেউ যদি আমার অবাধ্য হয়,আপনি তো তাদের ব্যাপারে ক্ষমাশীলও পরম দয়ালু" (সূরা ইবরাহিম-৩৬)

আর ঐ কথাই বলবো যা হযরত ঈসা আ. এদের চেয়েও বড় গোনাহগার সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেছিলো।

ان تعذ بهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيزالحكيم

আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন , তবে তারা তো আপনারই বান্দা, আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন , তা হলে তবে আপনিতা পরাক্রমাশীল, (সূরা মাযিদা-১১৮)

আর যখন হযরত নূহ আ. কে তার সম্প্রদায় বলেছিলঃ-

انؤمن لك واتبعك الارذلون

وما علمني بما كا نو يعلمون.ان حسا بهم الا علي ربي لو تشعرون. وما انا بطا رد المؤمنين

অর্থাৎ- তারা কী করত তা আমার জানা নাই । তাদের হিসাব নেয়াতো আমার প্রতিপালকের কাজ, যদি তোমরা বুঝতে । মুমিনদের তাড়িয়ে আমার কাজ নয় "। (সূরা শু'আরা-১১২)

খারেজীরা ইমাম আযম (র) এর যুক্তিসম্মত জবাব শুনে চুপ হয়ে গেল,উন্মুক্ত তরবারী কোষবদ্ধ করে নিলো এবং খাঁটি মনে তাওবা করে নিলো ।(ঘটনাটি আলমানাকিব- মাক্কী গ্রন্থ থেকে সংগ্রহীত)

সুতরাং ইমামে আযম আবু হানীফ (র) যুক্তিযুক্ত দলিল প্রমানের উপর ভিত্তি করে বলতে পারি যে কোন কবীরা গুনাহ কারীকে কাফের বলা যাবে না। আর কবীরা গুনাহ করা যাবেনা যেহেতু এটা কোরআনে নিষিদ্ধ । তওবা করা জরুরী।

হযরত ওমর রা. কে শয়তান ভয় পায়

-------------------- মো. সাব্বির রহমান, দাখিল দশম শ্রেণি

নবী করীম স. কোন এক যুদ্ধের শেষে মদিনায় ফিরে এলেন। আসার সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়ে নবীজীর সামনে হাজির হলো। মেয়েটি বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি মানত করেছি যে, আপনি যদি আল্লাহ দয়ায় জিহাদের ময়দান হতে সুস্থ ও নিরাপদে ফিরে আসতে পারেন তাহলে আমি আপনার সামনে দফ বাজাবো এবং গান গেয়ে শুনাবো। রাসুল স. বললেন, তুমি যদি মানত করে থাকো তা হলে তা পুরণ কর। অনুমতি পেয়ে মেয়েটি দফ হাতে নিয়ে বাজাতে আরম্ভ করলো এবং গান গেয়ে শুনাতে লাগলো। তখন ঐ খানে হযরত আবু বকর রা. আসলেন, হযরত আলী রা. আসলেন, এরপর হযরত উসমান রা. আগমন করলেন। মেয়েটি তখনো দফ বাজাচ্ছিল। যেই মাত্র ওমর রা. সেখানে উপস্থিত হলেন মেয়েটি সাথ সাথে দফ মাটিতে ফেলে এর উপর বসে পড়ল। এ অবস্থা দেখে নবীজী স. বললেন হে ওমর ! শয়তানও তোমাকে দেখলে ভয় পায় ।

ইসলামের দৃষ্টিতে সবাই সমান

মো. নাইমুর রহমান, দাখিল দশম শ্রেণি

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী রা. কে জ্ঞানের দরজা বলা হয়। তিনি ছিলেন সরলতার প্রতীক। খলিফা হওয়ার পরও সাধারণ মানুষ ও তার মধ্যে কোন পার্থক্য ছিলো না। খলিফা প্রায়ই জনগণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য বাজারে যেতেন। একদিন বাজারে যাওয়ার সময় এক ব্যক্তি তাকে দেখেই সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যায় এবং পিছু পিছু চলতে থাকে। তখন খলিফা তাকে বললেন আমার পাশাপাশি চলো, লোকটি বললো আমীরুল মুমিনুন এর মর্যাদা ও সম্মানার্থে পিছনে হাঁটছি । খলিফা বললেন, সম্মান ও মর্যাদা প্রদানে এ পন্থা ঠিক নয়। এতে শাসকদের জন্য ফেৎনা ও মুমীনের জন্য অপমান রয়েছে। এই বলে খলিফা তাকে পাশাপাশি চলতে বাধ্য করেছেন। এ ছোট্ট কথায় বোঝা গেলো ইসলাম মানুষকে ছোট করে না বরং ইসলামই সকলকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তুলে দিয়েছে।

জান্নাতের নহর

মো. সাব্বির রহমান, ৮ম শ্রেণি

জান্নাতের মধ্যে একটি নহর থাকবে। এর দুই তীরে সুশ্রী বা জান্নাতী নারীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সর্বক্ষণ জান্নাতীদের জন্য গজল গাইতে থাকবে। আল্লাহ তা'য়ালার প্রসংশা সূচক গজল এমন সুন্দর করে গাইতে থাকবে যা শুনে জান্নাতীরা বিমোহিত হয়ে যাবে। একটি নহর এমন আছে, যার নাম 'রাইয়ান' যার দরজা হবে ৭০ হাজার এবং তা স্বর্ণ ও রুপা দ্বারা তৈরী।

রাসূল স. হাদীস শরীফের মধ্যে ইরশাদ করেন - জান্নাতে চারটি নহর থাকবে এ নহরগুলো থেকে অনেক শাখা প্রশাখা বের হয়েছে। মেশকাত ও তিরমিযি শরীফের বরাত দিয়ে এ মর্মে একটি হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে যে, নিঃসন্দেহে জান্নাতে পানির নদী রয়েছে, মধুর নহর রয়েছে, দুধের নহর রয়েছে, সুরার নদী রয়েছে। জান্নাতে এমন অসংখ্য প্রসবন থাকবে যা জান্নাতীদের বাগান সমূহ ও বাস ভবন সমূহের মাঝখান দিয়ে প্রবহমান থাকবে ।

--গল্প

নামের ভুলে মৃত্যুর কোলে....

নাজমা আক্তার, প্রভাষক, বাংলা

ছেলেটির নাম 'প্রিন্স'। দেখতে প্রিন্সের মতই সুন্দর। হলুদ বরণ গায়ের রং। পাতলা ছিপছিপে গঠন। আয়তাকার মায়াবী দুটো চোখ দেখে জমদূতও যেন মায়ায় পড়ে যায় । প্রিন্সের বয়স চৌদ্দ বছর। ওর বয়স যখন ছয় তখন ওর বাবা মারা যায়। মা ও ছোট বোনকে নিয়ে তারা মামার সংসারে উঠে।

মামার বাড়িতে করিমন নামে এক সিটপাগল মহিলা কাজ করতো। তার দশ বছর বয়সী একটা ছেলে আছে। তার নাম করিম। করিমকে মামাতো বোন তার শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে যায়। তার বচ্চাকে দেখাশোনা করার জন্য। করিম সেখানে আনন্দে দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু করিমের মা কোন কথাই শুনতে রাজি নন, সে তার ছেলেকে এনে দিতে বলে। ছেলেকে ফিরে না পেয়ে সে প্রিন্সের দারস্থ

হয়। খুব চুপচাপ শান্ত শিষ্ট স্বভাবের প্রিন্স। সে কখনো কারো কথা অগ্রাহ্য করতে পারে না। তাই সে কাজের মহিলা করিমনকেও না বলতে পারে নি। করিমন যখন তার কাছে কান্না কাটি করে তার ছেলেকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাকে সাহায্য করতে বলে। তখন সে করিমনকে নিয়ে মামতো বোনের বাড়িতে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হয়। মামাতো বোনের বাড়ির প্রায় কাছাকাছি এসে দুটো পথের মোড়ে এসে সে সঠিক পথটি নির্ণয় করতে না পেরে পথের দোকানদারকে জিজ্ঞাস করে।
এই যে ভাই ! জিল্লু ভাইয়ের বাসাটা কোন দিকে?
ডানদিক দিয়ে যেয়ে সামনের গলিতে।

প্রিন্স, আসলে মামাতো বোনের বাড়িতে বিয়ের সময় এসেছিলো। এমনিতে একা কখনো আসেনি তাই ভালোভাবে বাসাটা চিনতে পারে নাই। তাই তারা দোকানদারের দেখানো ভুল জিল্লুর বাসাতে গিয়ে উঠে। সে বাড়িতে গিয়ে সিটপাগল করিমন তার ছেলেকে ফিরে পাওয়ার জন্য চিৎকার শুরু করে।
সেই বাড়ির লোকজন তাদেরকে ডাকাত দলের সহকর্মী ভেবে তাদেরকে আটকে ফেলে। তারা করিমন ও প্রিন্সকে হাত ও চোখ বেধে একটি ঘরে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন চালায়।

প্রিন্স চিৎকার করে বলে - "তোমরা আমাকে যেতে দাও, নিলা আমার বোন, জিল্লু, আমার দুলাভাই, দয়াকরে আমাকে ছেড়ে দাও। আমি ডাকাত নই"
কিন্তু নরপিচাশ পাষন্ডদের মন একটুও টলেনি, তাদের নির্মমতা আরো বেশি বাড়তে থাকে। তারা প্রিন্সকে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো আমি ডাকাত নই। আমাকে একটু পানি দাও!! পানি..পানি..।
কিন্তু তারপরও পাষন্ডদের হৃদয় একটুও প্রকম্পিত হয়নি। তারা একফোটা পানি পর্যন্ত তাকে দেয়নি। অবশেষে ধরণীর সাথে সকল মায়া ত্যাগ করে না ফেরার দেশে পাড়ি জমায় প্রিন্স। (একটি সত্য ঘটনা)

দারুচ্ছুন্নাহ মহিলা মাদারাসা
(সম্পূর্ণ মহিলা শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত)
ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ফাযিল মাদরাসার শাখা

আমলনামা

খাদিজা আক্তার, সহকারী শিক্ষক, আরবি (মহিলা শাখা)

এক বাদশার একটি বাগান ছিলো। বাগানটি ছিলো অনেক বড় এবং স্তর বিশিষ্ট। বাদশা একজন লোককে ডাকলেন। তার হাতে একটি ঝুড়ি দিয়ে বললেন, আমার এই বাগনে যাও এবং ঝুড়ি বোঝাই করে নানা রকম ফলমূল নিয়ে আসো। তুমি যদি ঝুড়ি ভরে ফল আনতে পরো আমি তোমাকে পুরস্কৃত করবো। কিন্তু শর্ত হলো, বাগানের যে অংশে তুমি পার হবে সেখানে তুমি আর যেতে পারবে না। লোকটি মনে করলো এটা তো কোন কঠিন কাজ নয়। সে এক দরজায় দিয়ে বাগানে প্রবেশ করলো, দেখলো গাছে গাছে ফল পেকে আছে। নানা জাতের সুন্দর সুন্দর ফল পেকে আছে। কিন্তু এগুলো তার পছন্দ হলো না।

সে বাগানের সামনের অংশে গেল। এখনকার ফলগুলো তার কিছুটা পছন্দ হলো। কিন্তু সে ভাবলো আচ্ছা থাক সামনের অংশে গিয়ে দেখি সেখানে হয়তো আরো ভালো ফল পাব। সেখানে থেকেই ফল নিয়েই ঝুড়িতে ভরবো। সে সামনে এসে পরের অংশে অনেক উন্নতমানের ফল এখানে তার মনে হলো এখান থেকে কিছু ফল ছিড়ে নেই। কিন্তু পরক্ষণে ভাবতে লাগলো সে সব চেয়ে ভালো ফল ঝুড়িতে নিবে। তাই সে সামনে এগিয়ে বাগানের সর্বশেষ অংশে প্রবেশ করল। সে এখানে এসে দেখে ফলের কোন চিহ্নই নাই।

অতঃপর সে আপসোস করতে লাগল, হায় আমি যদি বাগানে ঢুকেই ফল সংগ্রহ করতাম তা হালে আমার ঝুড়ি এখন খালি থাকতো না। আমি এখন বাদশাকে কী করে মুখ দেখাব?

ঝুড়ি সহ বাগানে প্রবেশকারী লোকটির সাথে আমলনামাসহ দুনিয়ার বাগানের প্রবেশকারী তোমাকে তুলনা করা যায়। তোমাকে নেক কাজের ফল ছিড়তে বলা হয়েছে। কিন্তু তুমি প্রতিদিনই ভাব, আগামীকাল থেকে ফল ছেঁড়া আরম্ভ করবো। আগামি দিন আগামি দিন করতে করতে তোমার জীবনে আর আগামি দিন আসবে না ।

এভাবেই তুমি শূন্য হাতে আল্লাহর সামনে হাজির হবে। "মুফতি তাকী ওসমানী রহ. বলেন, জীবনের সময়গুলো অতিবাহিত হচ্ছে , জীবন কেটে যাচ্ছে জানা নাই বয়স বাকি কত? সুতরাং নেক কাজের বাসনা জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে তা করে ফেলো। কে জানে কিছুক্ষণ পর মনের এই আগ্রহ থাকবে কি না? যদিও

বেঁচে থাকি হয়তো দুনিয়ার কোন ব্যস্ততা সামনে এসে পড়বে। সুতরাং নেক কাজ যখনি করতে মন চায় তখনি করে নাও। তাই জীবন নামক আল্লাহর অনুগ্রহে দেয়া বাগানে বিচরণ কালে। আমল নামার বিশেষ ঝুড়িতে যখনই সুযোগ পাও তখনি নেকি নামক ফল দিয়ে শুরু থেকেই ভরা শুরু করো । পরে সময় পাওয়া যাবে কি না জানা নাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সবাইকে তাওফিক দিন।আমিন।

মুঠোফোনের ঝাপটা

মো. আবু নোমান, ফাযিল ২য় বর্ষ...

নাম রিপন। গ্রামের সভ্য শান্ত ছেলে। পড়া লেখায় যেমন প্রখর কাজকর্মেও তেমনি চালু। গ্রামের দশ ছেলের মধ্যে এমন ছেলে একজন। সবে মাত্র নবম শ্রেণি শেষ করে দশম শ্রেণিতে পাঠ শুরু করলো । বাবা মায়ের কাছে মোবাইলের বাহানা ধরলো। অনেক চেষ্টার পর বাবা মাকে রাজি করে মোবাইল ব্যবহার করার অনুমতি পেলো এবং তার বাবা সাধারন একটি মোবাইল কিনে দিলো। রিপনের তিন বন্ধু ছিলো আব্দুল্লাহ, কাইয়ুম, হুসাইন। তারাই তার একমাত্র লেখা পড়া, চলাফেরা ও খেলার সাথি ছিলো। তিন বন্ধুর মাঝে আব্দুল্লাহ একটু দুষ্টু প্রকৃতির ছিলো। একদিন বিকাল বেলায় রিপন বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দিচ্ছিল। তখন আব্দুল্লাহ রিপনের মোবাইলটা নিয়ে মোবাইল ভুলভাল নাম্বার উঠিয়ে কল দিল। সবাইকে চুপ থাকতে বললো, কল হচ্ছে রিসিভের অপেক্ষায়। রিসিভ হলো।

: হ্যালো.. আস্‌সালামু আলাইকুম ।

আব্দুল্লাহ : ওয়ালইকুম সালাম। কেমন আছো?

: ভালো আছি, কিন্তু আপনাকে চিনলাম না ?

আব্দুল্লাহ : আমাকে চিনবে না ,আমি তোমার কাছের মানুষ। বাদ দাও, কী কর এখন?

: এইতো বসে আছি । আপনার নাম কী?

আব্দুল্লাহ : আমার নাম রিপন। আব্দুল্লাহ নিজের নাম গোপন রেখে রিপনের নাম বললো। আব্দুল্লাহ জিজ্ঞাস করলো তোমার নাম কী ?

: আমার নাম রিয়া। চট্রগ্রামএ আমাদের বাসা, পড়ালেখা দশম শ্রেণিতে। আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞাস করলো আপনার বাসা কোথায় ?
আব্দুল্লাহ : আমি ঢাকায় থাকি । পড়া লেখা দশম শ্রেণিতে। ভালই হলো এখন থেকে আমরা বন্ধু? আর এইটা আমার নাম্বার, ভলো লাগলে কল দিও। এখন বিদায় ।

রিয়ার পরিচয়টা হলো। রিয়া বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। পড়ালেখায় তেমন একটা ভালো না। বাবার অনেক টাকা। তাই পড়ালেখার প্রতি কেউ কোন খোঁজ রাখেনা সে নিজের মত করে চলে। আর অন্য স্বাভাবিক মেয়েদের মতছিলো না রিয়া। সে ছেলেদের সাথে ফোনের যোগাযোগ করে এনে তাদেরকে মারধর খাওয়াতো। এটাতে নাকি রিয়া মজা পায়। তাই অপরিচিত নাম্বারের কথা বলতে সমস্যা হয় না রিয়ার। একদিন সন্ধ্যায় রিপন পড়তে বসলো। তখনি হঠাৎ রিয়ার নাম্বারের মিসড কল। রিপন ও কৈতুহল হয়ে নম্বারে কল ব্যাক করে। অনেক্ষণ তাদের মাঝে কথা হয়। রিপন এর আগে কখনো এত লং টাইমে কথা বলে নাই। এভাবে কথা বলতে বলতে রিপন রিয়ার ভলোবাসায় মত্ত। এই দিকে রিয়ার সাথে নিয়মিত কথা হওয়ায় রিপনের পড়ালেখা অবস্থা বারটা বাজতে লাগলো। আব্দুল্লাহও মোবাইল কিনলো, মোবইল কিনেই আব্দুল্লাহ রিপনের কাছে নাম্বার চাইলে রিপন দিতে অস্বিকার জানায়। এই নিয়ে দুই বন্ধুর মাঝে ঝগড়া বাদে এক পর্যায়ে ঝগড়া শেষ করে দুইজন দুই দিকে চলে যায়। একদিন আব্দুল্লাহ রিপনের মোবইল থেকে নম্বারটা নিয়ে যায়। এবং আব্দুল্লাহ ও রিয়ার সাথে কথা বলতে থাকে। এক পর্যায়ে দুই বন্ধু একই মেয়ের সাথে কথা বলতে থাকে। রিপনের সামনে এস এস সি টেষ্ট পরীক্ষা। কিন্তু রিপনের এই ব্যপারে কোন মনোযোগ নাই। সারাক্ষণ মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত আর কি যেন ভাবে। এর ফাকে টিউশনি করে দুইটা। তা দিয়েই মোবাইল খরচ চলে যায়। রিপন রিয়ার প্রেমআলাপ আস্তে আস্তে গভীর হতে শুরু করলো। পরের দিন রিপনের টেষ্ট পরীক্ষা কিন্তু রিপন কোন প্রস্তুতি ছাড়া পরীক্ষা গলো দিয়ে শেষ করলো। কয়েকদিন পর রেজাল্ট দিলো রিপন দুই বিষয়ে ফেল করেছে। এই জন্য তাকে তার বাবা মায়ের কাছে মার খেতে হলো এবং তার বাবা তার কাছ থেকে মোবইল নিয়ে নেয়। মোবইল নিয়ে যাওয়াতে রিপন পাগলের মতো হয়ে গেলো। এখন রিয়ার সাথে কথা বলতে পারছে না। রিয়া অপর দিকে আব্দুল্লার সাথে প্রেমআলাপে ব্যস্ত। এ দিকে রিপন টিউশুনির টাকা দিয়ে মোবাইল কিনলো বাবা মায়ের অজান্তে। সামনে এসএসসি ফাইনাল পরীক্ষা। আবার সে মোবাইলে নতুন নম্বার দিয়ে রিয়ার সাথে কথা বলতে

লাগলো। দেখতে দেখতে এসএসসি পরীক্ষা চলে আসলো পরীক্ষা দিলো। কিন্তু ভালোভাবে কোন পরীক্ষা দিতে পারে নাই রিপন। কিভাবে দিবে সারাক্ষন মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত । অপর দিকে রিয়া এসএসসি পরীক্ষার্থী হলেও তার পরীক্ষার প্রতি কোন গুরুত্ব ছিলো না কোন ভাবে পাশ করতে পারলেই হয়। কিন্তু রিপন এতে কিছুই মনে করেনি। পরীক্ষা শেষ হলে রিপন জমিয়ে কথা বলে রিয়ার সাথে।

এক পর্যায়ে রিয়া রিপনকে চট্রগ্রাম যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবে রিপন রজি হয়ে যায় এবং রিপন সব কিছু ম্যানেজ করে তার বন্ধুদের রাজি করিয়ে চট্রগ্রাম যায় কিন্তু তারাতো কিছুই চিনে না। তাই রিপন রিয়াতে কল দেয় কিন্তু রিয়া কল রিসিভ করে না । রিপন ও তার বন্ধুরা একটি হোটেলে উঠলো। কিন্তু রিপন কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে তা কিন্তু তার বন্ধুরা জানে না। দুই দিন পর রিয়াকে কল দিলে রিয়া দেখা করার প্রস্তাব দেয় এবং কথামত রিপন তার বন্ধুদের সাথে নিয়ে দেখা করতে যায়। কিন্তু রিয়ার মনে ছিলো খারাপ মত, তাদেরকে এখানে এনে মারধর করে ছেড়ে দেবে। ঠিক প্লান অনুযায়ী কাজ করলো রিয়া। রিপন দেখা করতে গেলে রিয়ার পাঠানো লোক রিপন ও তার বন্ধুদের মার ধর করে ওদের সাথে থাকা সকল কিছু কেড়ে নেয়। অবশেষে রিয়ার সথে তো দেখা হলই না বরং তার পরিবরর্ত মারধর খেলো।

++
+
++
+

এক বাদশার চোখ

---------------মো. ছাব্বির রহমান

এক কিতাবে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নিজের ঘরে বসে তার ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করে বলছিল, এটা আমার ঘর, এটা আমার ঘর। তখন আল্লাহ তা'য়ালা কুদরতীভাবে ঐ ব্যক্তির হেদায়েতের জন্য চমৎকার একটি ঘটনার সুত্রপাত করে দিলেন। সে ঘরের দেয়ালে একটা ইট লাগানো ছিলো। এর মধ্যে থেকে আওয়াজ এলো, হে আদম সন্তান! ঘরের মালিকানা নিয়ে ঝগড়া করছো? তুমি আমাকে কেন জিজ্ঞাস করছো না যে আমি কে? দুই ভাই ঘাবড়ে গেলো

এরপর একজন বলল, আচ্ছা বলুন আপনি কে? তখন ইট বলতে লাগলো আমি এক বাদশার চোখ ছিলাম। সে এক দেশের বাদশা ছিলো এবং দুনিয়াতে অনেক আরাম আয়েশের মধ্যে দিন যাপন করতো । যখন তার মৃত্যু হলো, তাকে কবরে দাফন করা হলো। আর তাকে পোকা মাকড় খেয়ে ফেললো এবং সে মাটিতে পরিণত হলো। আমি মাটির সে অংশ, যার মধ্যে বাদশার চোখ ছিলো। অথচ আজ আমার অবস্থা দেখ যে আমি ইট হয়ে ঘরের দেয়ালে লাগানো আছি। তুমি একদিন এ ভাবেই মাটি হয়ে যাবে।

সত্যের ডাক

---------------মো. মিরাজ হোসেন, দাখিল পরীক্ষার্থী-১৮

পৃথিবীতে কত মানুষ। কত বিচিত্র তাদের জীবনযাত্রা। একজন ভালো মানুষ কেমন হতে পারে কথা ভাবতে প্রথমেই যার চেহারাটা চোখের পর্দায় ভেসে ওঠে সে হচ্ছে বাবা।

বাবা মানে লোকমানের বাবা। তার বয়স এখনো কৈশরের সীমানা অতিক্রম করেনি। তাই সুযোগ হয়নাই অনেক মানুষের সাথে মেশার। অনেক মানুষ কে পরখ করার সময় এখনো আসেনি। শুধু বাবাকেই দেখেছে দুচোখ ভরে। তাই সে বাবার ভেতরের সৌন্দর্যটা অনুভব করতে পারে হৃদয় দিয়ে। বাবার অনেক ভালো কাজের মধ্যে একটা কাজ তাকে বেশি আকর্ষণ করে। আর তা হচ্ছে, মানুষকে সুন্দরের পথে আহ্বান। সত্যের পথে ডাকা, বাবা যখন বাইরে বের হন সুযোগ পেলেই বাইরের মানুষের সাথে কথা বলেন। মিষ্টি ভাষায় কোমল সুরে খোঁজ খবর নেন। বলেন কোন কাজে আল্লাহ খুশি হন, কোন কাজে জীবন সুন্দর হয়, কোন কাজে নিশ্চিত হয় জান্নাত। এমনকি রিকসায় চড়ে রিকশাওয়ালা মানুষটির সাথেও কথা বলেন প্রাণ খুলে। জানতে চান সব কিছু। এরপর বলেন ভাই, আজ সব সালাত আদায় করেছেন তো ? হ্যাঁ বললে ধন্যবাদ দেন, আর না বললে বুঝানোর চেষ্টা করেন যে পরকালের কষ্ট দুনিয়ার চেয়েও বেশি। আল্লাহকে খুশি করতে পারলে জান্নাতে দুনিয়ার কষ্টের কথা মনেই থাকবে না। একদিন লোকমান তার বাবাকে বললো বাবা তুমি যে এ কাজ করছো তার বিনিময়ে কি

পাবে? আর না করলেই বা কী এমন ক্ষতি হবে? বাবা বললেন, আমি আল্লাহর হুকুম পালন করছি। আর এ কাজ না করলে আমাকেও শাস্তি পেতে হবে। যদি নিজে অনেক ভালো কাজ করি, তারপরও। এরপর একটি হাদিস শোনালেন, যেখানে একটি উপমা দেয়া হয়েছে এ ভাবে যে- "একটি জাহাজে একটি গোত্র আরোহন করলো, কেউ নিচ তলায়, কেউ ওপর তলায়। নিচতলার লোকেরা ওপর তলায় পানি আনতে গেলে ওপরের লোকরা কষ্ট অনুভব করতো। তাই নিচের তলার এক লোক কুঠার দিয়ে জাহাজের তলা ছিদ্র করতে লাগলো। এটা দেখে ওপরের লোকেরা বললো কি হয়েছে তোমার ? তোমরা কষ্ট পাও অথচ আমার পানির প্রয়োজন। এখন তারা যদি এ কাজ করা থেকে বিরত রাখে। তাহলে তারা তাকেও বাচাবে নিজেও বাচবে। আর যদি তাকে ছেড়ে দেয় তাহলে তাকেও ধ্বংস করবে নিজেরাও ধ্বংস হবে" (বুখারী)।

লোকমান বুঝলো যে, কাউকে কোন মন্দ কাজ করতে দেখলে তাকে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। দিতে হবে সুন্দর উপদেশ। আর তাইতো বাবার হাত ধরেই হাটতে চায় লোকমান। মানুষকে ডাকতে চায় সত্যের পথে।

****

উড়ছে রকেট গগণ পানে

মো. মুহিব্বুল্লাহ কাউসার

বন্ধুরা আমি আজ তোমাদের রকেট সম্পর্কে বলবো। রকেট একটি বিশেষ ধরণের প্রচলন কৌশল। এটি এমন একটি যান যেখানে রাসায়নিক দহের মাধ্যমে সৃষ্ট উৎপাদকগুলোকে প্রবল বেগে যানের নির্গমন পথে বের করে দেয়। এবং এর ফলে উৎপন্ন ঘাতবলের কারণে রকেট বিপরীত দিকে প্রবলবেগে অগ্রসর হয়। এক্ষেত্রে নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্র ব্যবহৃত হয়। বিশ্বে অনেক ধরণের রকেট উদ্ভাবিত হয়েছে। এটি ছোট্ট আকৃতি থেকে বৃহৎ আকৃতির মহাকাশ যানের মতো হতে পারে। এর মধ্যে এরিয়েন ৫ হচ্ছে বৃহৎ আকৃতির রকেট যা দিয়ে কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করা হয়। অসম্ভব মেধাবী জার্মানি বিজ্ঞানী বার্নার কন ব্রাউন সর্বপ্রথম তরল জ্বালানি ব্যবহার উপযোগি করে রকেট আবিস্কার করেন। কিন্তু পরবর্তিকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত হন। সেখানেই তিনি আমেরিকার মহাকাশ প্রকল্পের কাজ করেন এবং চাঁদে নভোচারী প্রেরণে সহায়তা করেন।

তাকে রকেট বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। রকেট ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশের মধ্যে অনেক কিছু রয়েছে। পেলোড, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, মহাশূন্যচারী, নিয়ন্ত্রন ও দিকনির্ধারীন ব্যবস্থা। এ ছাড়াও পেলোড-২, ফাস্ট স্টেজ, সেকেন্ড স্টেজ, বুস্টার, নলেজ প্রধান ইঞ্জিন অন্যতম। রকেট ইঞ্জিন গতানুগতিক ব্যবহারসিদ্ধ ইঞ্জিনের মতো নয়। সাধারণ ইঞ্জিন জ্বালানিগুলোকে উত্তপ্ত করে যা কিছু পিষ্টনকে ধাক্কা দেয় এবং পরবর্তীতে তা ঢিলে হয়ে যায়। কাজেই কোন গাড়ি বা চাকা যুক্ত যানের চাকা ঘুরানোর জন্য ইঞ্জিনবৃত্ত শক্তি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু একটি ইঞ্জিন চালানের জন্য কখনো পটাবৃত্ত শক্তি ব্যবহার করে না। রকেটের ইঞ্জিন গুলো হলো রি-অ্যাকশন ইঞ্জিন। রকেটের নীতি এ রকম যে, যে টুকু জ্বালানি রকেটের মধ্যে থাকে সেটুকুই একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায় এবং বেরিয়ে আসে। এই বিক্রিয়ার করনেই রকেট সামনের দিকে এগিয়ে যায়। এটি স্যার আইজ্যাক নিউটনের তৃতীয় সূত্রের চমৎকার উদাহরণ। রকেটের সামনে যাবার এই ধাক্কার জন্য দুই ধরনের জ্বালানি ব্যবহার করা হয়। কঠিন জ্বালানি অথবা তরল জ্বালানি। কঠিন জ্বালানি ব্যবহৃত রকেটেই ইতিহাসের প্রথম রকেট। এই রকেট প্রথম চীনাদের দ্বারা আবিস্কৃত হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত ব্যবহৃত হচ্ছে। যে সব রাসায়নিক পদার্থ রকেটে কঠিন জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয় ঠিক সেরকম কিছু পদার্থ বারুদ তৈরীতেও ব্যবহার করা হয়। তবে রকেট আর রাসায়নিক বারুদেও গান এক নয় ।

তরল পদার্থেও জ্বালানি ব্যবহৃত রকেট প্রথম Robert goddard ১৯২৬ সালে প্রথম আবিস্কার করেন। goddard প্রথম রকেট তৈরির সময় পেট্রোল এবং তরল অক্সিজেন ব্যবহার করেছিলেন যা gold ustion chomber এ পাম্প করা হয়। এর ফলে যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় তার জন্য রকেট সামনে চলতে শুরু করে। রকেটে দৈর্ঘ বলে দেয় যে রকেটটি কি রকম কাজ করবে। রকেটের দেহ যত বড় হবে সেটি তত বেশি পৃষ্ঠায় দেশ সৃষ্টি করবে। এর ফলে পৃষ্ঠিয় দেশ বড় হয়ে যার ফলে এটি সোজা পথে উড়বে। এ কারনেই অনেক রকেটে পাখা ব্যবহার করা হয় পৃষ্ঠিয় দেশ বাড়াবার জন্য এবং রকেটের পশ্চাতভাগ স্থির রাখার জন্য।

বন্ধুরা তোমদেরতো রকেট সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা দিলাম। তোমাদের কি রকেটে চড়তে ইচ্ছা করছে। আমার তো খুব ইচ্ছা করছে । তোমরা আমার জন্য দোয়া করবে ,যাতে করে সামনে আরো বিজ্ঞান নিয়ে লিখতে হবে।

বাবা

মুশফিকুর রহমান, ফাযিল ১ম বর্ষ

ছোট বেলায় বাবার কাছে করা আবদার গুলো কতই না মজার ছিলো ।আজ ও দাগ কেটে যায় সে সব স্মৃতি। বাবার কাছে বায়না ধরতাম টাকা না দিলে বিদ্যালয়ে যাবো না । আহ..কত যে স্মৃতি জমে আছে বাবার। একদিন কার ঘটনা - তখন ছোট ছিলাম, বাবার সথে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছি ।তখনতো এতো গাড়ি ছিলো না , প্রায় সব খানে হেঁটেহেটে যেতে হতো । কিছুদূও যাওয়ার পর আমার আর হাঁটতে মন চায় না । বাবা কে বলি বাবা! আর হাঁটতে পরছিনা ,কোলে নাওনা আমাকে। বাবা ও বলার সাথে সাথে কোলে তুলে নিল ।প্রায় তিন কিলোমিটার পথ আতিক্রম করল। বাবার কোলে বসে নানান প্রশ্ন-বাবা এটাকি ওটা কি,আর কত দূর? বাবা একটু দাড়াও হিসু করব। এরকম কত ছেলেমানুষি!!!!!

কিছুক্ষণ যাওয়ার পর হোঁচট খেয়ে বাবার পা থেকে রক্ত বের হলো । তার পর ও বাবা না থেমে তার সন্তানকে কোলে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন ।একটু ও ক্লান্ত অনুভব করেননি। কারণ কোলে থেকে নামিয়ে দিলে তার ছেলে কষ্ট পাবে । সংসারটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কত হাঁড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেন বাবা । সংসারের একমাত্র কর্ণধার যে তিনি। একদিন কার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেলো।

চাঁদপুর মাহফিল এ যাচ্ছিলাম মাওঃ আজাদ হোসাইন সালেহী হুজুরের সাথে । হুজুর আমার খুব প্রিয় একজন মানুষ । গাড়ি চলছে তো ছলছে, হঠাৎ এক জায়গায় জ্যাম বাধলো । নজর পড়লো এক মধ্যবয়স্ক লোকের উপর । লোকটার বয়স প্রায় ৪৫ হবে ।তার কাজ দেখে আমি অবাক । তার হাতে কিছু আমড়া ছিলো গাড়ির জানালায় ফাকে গিয়ে এগুলো বিক্রি করে “ভাই আমড়া লাগবে ? এইলন আমড়া ” তার হাঁটার গতি দেখে আমি থমকে যাই । এমন চলাচল তার জন্য ঝুকি পূর্ণ । তবু জীবনের মায়া ত্যাগ করে প্রচন্ড ঝুকি নিয়ে এই কাজ করে প্রতিনিয়ত। কারণ সে ও কারো বাবা। তার সন্তান, পরিবারের সদস্যদের আহার উপার্জনের জন্য তাকে এই ঝুকি নিয়ে কাজ করতে হয় । তার এই দৃশ্য আমার চোখে এখনো ভাসছে। আমাদের বাবা রাও আমাদের জন্য এমনি কঠোর পরিশ্রম করেন। আমাদের মাঝে এমনও বন্ধু আছে সে বাবার এই কষ্টের টাকাকে অসৎ পথে ব্যয় করে থাকে । তাদের উদ্দেশ্যে বলছি , তুমি ও একদিন বাবা হবে,তখন

তোমার কষ্টার্জিত টাকা তোমার চোখের সামনে ব্যয় করবে । তুমি কিছুই বলতে/করতে পারবা না । শুধুই চেয়েই থাকবে কিছু বলার থাকবে না । সবাইকে একটা কথাই বলবো যে আসুন আমরা সবাই বাবাকে ভলোবসি । মাকে ও ভালোবাসতে হবে । বাবাদের কষ্টগুলো কেউই দেখে না , দেখবেই বা কি করে ,তারা তো তাদের কষ্টগুলো কারো সাথে প্রকাশ করে না । বাবার কারণেই আমরা আজ আমরা এই পৃথিবীর আলো, বাতাস, দেখতে পেয়েছি। তুমি শুনলে অবাক হবে যে বাবা থেকেই আমদের মাথা ও মগজ সৃষ্টি। বাবার আরো অনেক অবদান আছে যে গুলো বলে শেষ করা যা বে না । সবাই সবার বাবার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন তাদের সুস্থ রাখে এবং দীর্ঘ হায়াৎ দান করেন । আমিন!।

কাব্য সম্ভার ।। কাব্য সম্ভার

বিদায়ের ক্ষণে

মো. ইমরান হাসান
আলিম পরীক্ষার্থী-২০১৮

বিদায়ের ক্ষণে ব্যথা জাগে মনে
চোখ ফেটে আসে জল।
এতো ভলোবাসা সবই হলো মিছা
রেখে গেলে শুধু অশ্রুজল।
ভাবিনি আমি চলে যাবে তোমরা
পিছে রেখে গেলে স্মৃতিদল
সর্প হয়ে কেন?
দংশন করো হেন,
একি ভুজঙ্গের হলাহল।
নির্বাক মুখে চেয়ে মোর দিকে
নীরবে ফেলছো
চেখের জল।
কি হবে কাঁদিয়া নাই যার হাদিয়া
বুক বেধে চলে যাও, ক্ষনিকের ব্যাথা
ভুলে যাও।
যেন সুবাস হয়ে ছুটে যাও

জীবন

মো. মিরাজ হোসেন,
দাখিল পরীক্ষার্থী-১৮

ইসলাম হল মাদরাসা
দ্বীন হলো ক্লাস।
দুনিয়া হলো ক্যাম্পাস,
আমরা সবাই ছাত্র।
কুরআন হলো সিলেবাস,

রমজান হলো টেস্ট।
নামাজ হলো ব্যবহারিক,
মুহাম্মাদ সা. হলেন শিক্ষক।
আল্লাহ হলেন পরীক্ষক,
কিয়ামত হলো পরীক্ষার ফল প্রকাশের
দিন।
মোদেরে কবুল করুন-
রাব্বুল আলামিন।

চেষ্টা কর

মো : রবিউল ইসলাম,
দাখিল পরীক্ষার্থী

দুঃখের পরে সুখ যে আসে
মনে রাখা চাই,
দুঃখে মনোবল হারানোর
কোন কারণ নাই ।
জীবন পথে চলতে গিয়ে
আসবে নানা বিপত্তি,
তার জন্যই করতে নেই
কোন রকম আপত্তি।
মনটাকে শক্ত করে
আবারও হাল ধর,
জীবনটাকে সুন্দর করে
গড়তে চেষ্টা কর।
সুন্দর জীবন গড়ার জন্য
যে করে চেষ্টা,
তাকে সাহায্যের হাত বড়িয়ে দেন
স্বয়ং মহান স্রষ্টা।

বন্ধু

আব্দুল্লাহ আল-মাহমুদ ,ফাযিল২য় বর্ষ

বন্ধু থাকে অনেক দূরে
বন্ধু থাকে পাশে ,
আসল বন্ধু তাকেই বলে
দুর্দিনে যে আসে ।
স্বার্থ ছাড়া এযুগে আর
ক'জন বন্ধু হয়?
বিপদ এলে এড়িয়ে যে যায়
মোটে ও সে বন্ধু নয় ।
বন্ধু যদি বন্ধু না হয়
বাড়তে পারে রাগ,
বন্ধুত্বে ফাটল হলে
জাতি হয়ে যায় ভাগ।

প্রকর্ষ

মো. ইব্রাহিম সিকদার,
দাখিল পরীক্ষার্থী-১৮

রক্তের পথ শক্ত বটে কন্টক বিছানো,
গন্ড-মূর্খ ভন্ড-অসুর মন্দ তাকি জানো?
সন্ত্রাসে সর্বনাশ হবে সন্ত্রাসীর
রক্ত ঝরায় রক্তেই হারায় ভন্ড পীর।
ভক্তিহীনের শক্তি পশুর মত উদ্বত
পথে ঘাটে বিভ্রাটে জবাই হবে সে সত্য
দর্পকারী সর্প বটে অন্তর ভয়ঙ্কর।
চরণে মরণ তার লিখে রাখে ঈশ্বর,
মন্দের দন্ড আসে প্রচন্ড অবলিলায়
লঙ্কায় পালিয়েও কেহ রক্ষা নাহি পায়,
হিংসা ও জিঘাংসায় ভরসা করে অধিক,
জিঘাংসার হবে সে শিকার জেনে
সঠিক।
বন্যতায় অন্যেও ক্ষতি চিন্তার দুর্গতি,

কত ভীষণ জানে না বিভীষন দুর্ঘতি।
অপরের ঘরে অনল জ্বালিতে চঞ্চল,
জ্বালে সে আবেশে আপন ঘরে
দাবানল।
চোগলামির ভোগে নিশ্চয় মহাদুর্ভোগ,
পথ্য নেই সেই দৈত্যরোগে কাটেনা
দুর্যোগ।
সহজ সরল জীবনে গরল মিশেনা
বক্রতায় বাড়ে অযথা যত দায় দেনা।

নিশ্চয়ই

শাহানাজ পারভীন, দাখিল পরীক্ষার্থী

তুমি যারে ধোকা দেবে
সে নিশ্চয় বুঝবে তা
হয়তবা আজ নয়
কিন্তু অবশ্যই আগামিকাল
পৃথিবীতে কেউ বোকা নয় !
সব চেয়ে বোকা সে
যে অন্যে বোকা ভাবে
সবচেয়ে চন্ডাল সে
যে দুর্দিনের সুযোগ লয়
বন্ধুর কাছে।
ঢিল এলে মাথা নোয়াও
নয়তো মাথা ফেটে যাবে
যুদ্ধের হার যে না স্বীকারে
সে চৌকাষ সেনাপতি নয়
জিদ চির সর্বনাশা!
প্রতিপক্ষে দুর্বল ভেবোনা
পঁচা কাটায় বিপদ বেশী
দুঃসময়ে চিত্তের ভয়
দূর করে হও স্বাভাবিক
খুঁজোনা অন্যের সান্ত্বনা।
মিত্রের শত্রুতায় বিস্মিত হয়োনা
মনুষ্য চরিত্র বুঝা দায়
কৃতঘ্ন হয়োনা কৃতজ্ঞতা চেয়োনা

স্বজন

মো. হাসান, দাখিল পরীক্ষার্থী

যারে নিয়ে গর্ব করার কেউ নাই,
জীবনে তার সফলতার কোন দাম
নাই।
যার পথ পানে চেয়ে বিনিদ্র রজনী কেউ
কাটায় না ।
সূর্য উঠার আর কি দরকার হবে
আলোর আয়না।
যার কাছে কারো কোন প্রত্যাশা নাই ,
তার জীবনে আশা বলে কিছু থাকতে
নাই ।
যার বিষাদে কোন আহলাদের ঝরেনা
অশ্রু কারো
তারে সবচেয়ে দেওলিয়া অভাগা বলতে
পারো ।
হায় ! এ জীবনে সেই একটু অশ্রু হন্যে
হয়ে খুজলাম ,
যে ডালে পা রাখি সে ডালে কিছুই না
পেলাম।
মা সংশয়ে শিউরে উঠতেন , বোনের
আহ্লাদ দিত,
খায়েশের পায়েশ যেন সে সোনাফল
সোনা সোনা মুখে।
হাজার দর্শকের কথা কখনো ভাবিনি!
শুধু একজন তারিফ করে।

ভালোবাসা আশা দিত বুকে তাই মৃত্যুর
ঘেরে পা দিতে।
এ পৃথিবীতে কখনো সংশয়ে হতাশা
জাগেনি বুকে।

চাষীর মনের ভাবনা

মোঃ সাহাদাত, দাখিল পরীক্ষার্থী

আকাশ ভরা তারা ছিল,
হৃদয় ভরা স্বপ্ন।
আমি পাইন খুঁজে,
আলোর দুয়ার একটু খানি ছন্দ।
বুক ভরা আশা ছিলো দেখবো ফুলের হাসি,
তাইতো আমি ফসলকে এত ভালোবাসি।
পারিনী কো ধরতে আমি বিদ্যা নামক রশি,
তাইতো আমি হয়ে আছি একজন চাষি।
জীবন মানে হাসি খুশি,
বাজলো না যে সুখের বাঁশি
তাইতো আমি হয়ে আছি একজন
চাষি।

ঐ দেখা যায়

জান্নাতুল ফেরদৌস, পরিক্ষার্থী

ঐ দেখা যায় কবর স্থান
ঐ আমাদের ঘর,
ঐখানেতে থাকতে হবে
সারা জীবন ভর।
ও কবর তুই চাস কী?
টাকা পয়সা নিস কি?
ঘুষ আমি খাই না
মুমিন বান্দা পাইনা,
একটা যদি পাই
ওমনি করে জান্নাতে পাঠাই ।

বিদায় লগ্ন

মো ঃ ইসমাঈল হোসাইন, পরীক্ষার্থী

যদিও অন্তর মম জ্বলিছে সারাক্ষন,
কে বুঝিবে কে শুনিবে ব্যথিতের এ
বেদন।
আজি আমার এ বিদায় বেলায়,
যদিও ব্যাথার ঝরিছে হৃদয়।
তবুও তোমারে পেয়েছি মাঝে সল্পক্ষন।
শুনেছি আজ জেনেছি তোমার অনেক
স্মৃতি গাঁথা,
দূরীভূত হল আমার বিদায়ের বিদায়ের
সব ব্যাথা আর মনের অবিরতা।
তোমারে আবারো জানাই হাজারো
সালাম আর সাদও সম্ভাষণ,
চির স্মরণে রাখিবো তোমায় স্মৃতি করে
দৃঢ় প্রতিজ্ঞাপন।
ভুলেও যদি কভু মনে পড়ে দেয় এ
বিদায় লগন,
ধন্য হবে এ জীবন আর উল্লোসিত হবে
মন।

আল্লাহ

মালিহা জামান (দ্যুতি),
দাখিল পরীক্ষার্থী-১৮

হে রহিম, রহমান,তুমি কত দয়াবান
তোমার দয়ায় ফুটে কত ফুল-ফল
তুমি দিয়েছ দীঘির স্বচ্ছ জল।
হে রহিম রহমান তুমি কত দয়াবান
তোমার ইশারায় সূর্য পূর্ব দিকে উঠে,
পশ্চিম দিকে অস্তমিত হয়।
তোমার করুনায় চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ে
পৃথিবীতে,
তুমি দিয়েছো আশ্রয় হাড় কাঁপানো শীতে।
হে রহিম রহমান তুমি কত দয়াবান,
মুগ্ধ হয়ে দেখিতে থাকি তোমার সৃজন।
সব সৃষ্টি করে সদা তোমার গুনগান,
তুমি কত ক্ষমাশীল কতইনা মেহেরবান।
আছে তোমার ৯৯টি নামের সমাহার,
বান্দার ইবাদাত পাওয়ার হক একমাত্র
তোমার।
হে রহিম রহমান,তুমি কত দয়াবান
তোমাকে জানাইঅশেষ ধন্যবাদ
তোমার নির্দেশ মত ইবাদাত বন্দেগী,
তুমি সাজিয়েছ ভরপুর দানে এই পৃথিবী।
কত জলাশয়,কত নদ-নদী কত মরুভূমি,
তুমি সৃষ্টি করেছো মানুষ অর্থাৎ আশরাফুল
মাখলুকাত।
হে রহিম, রহমান,তুমি কত দয়াবান।
তুমি কত ক্ষমাশীল কতইনা মেহেরবান।

মিষ্টি কথা

ইমরান হোসেন, দশম শ্রেণি

ফুলের সুবাশ,
চাঁদের হাসি
নামাজ আমি
ভালোবাসি।
নদীর ঢেউ,
পাখির গান
কোরআন আমার
সংবিধান।
সবুজ শ্যামল,
স্বপ্নে ঘেরা
ইসলাম ধর্ম
সবার সেবা ।

বিদায়

মোঃ জোবাইর হোসেন, নবম শ্রেণি

একদিন আমরা বিদায় জানাবো
ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহে স্মৃতি রেখে যাবো।
ইলমে দ্বীন শিক্ষা নিয়ে,
মানুষের মতো মানুষ হবো ।
ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহে যার বেশি অবদান,
সকলের মীর তিনি আমাদের গুরুজন ।
তার দোয়া কাভু যায়না বিফলে,
তা দোয়াতেই আজ হয়েছে সফল।
চলে যাবে বহুদূর দেখা মনে হবে না ,
বিদায়ের বেলা কোনো কষ্ট যে রেখো না।
এ বিদায় নয় তো সে বিদায়,
একদিন ঠিক দেখা হবেই হবে।

বাঘের ফোন

নুসরাত জাহান, নবম শ্রেণি

বাঘ মামাজি বললো ফোনে
ভাগ্নে হরিণ শোন!
তোমার সাথে এখন থেকে
নেইকো বিবাদ কোনো।
এক ঘাটে জল খাবো এসো
ভাগ্নে এবং মামায়!
হরিণ বলে-মামা তোমার
বুদ্ধিটা কি খাসা!
সন্ধি করার ফন্দি এঁটেই
চাও মেটাতে আশা।
কিন্তু আমি নেইতো বনে
সেইতো কবে থেকেই,
নাচ করছি হলিউডে
স্নো-পাউডার মেখেই।
এক ঘাটে জল খাই কেমনে?
যাই কেমনে চরে?
রাগ করে বাঘ ফোনটা রাখে
মনটা খারাপ করে।

প্রিয় মাদরাসা

কাজী নাফিসা, ৮ম শ্রেণি

দারুচ্ছুন্নাহ মাদরাসা তোমায় বড় ভালোবাসি,
তোমায় দেখলে ফুটে উঠে আমার মুখে হাসি।
আমি যখন তোমার বুকে, আনন্দে থাকে মন ,
তোমার বুকে আছে আমার অনেক গুরুজন।
দিচ্ছ তুমি জাতিকে আজ অনেক অনুদান,
দিবা লোকের ন্যায় আছে অকাট্য প্রমাণ।
দিনের প্রদীপ জ্বালিয়েছ ধরণীরই বুকে,
মুরতাদ বাতিল যত আছে সব দিয়েছে রুখে।
কুরআন হাদিস শিখছি যা সবই তোমার দান,
তাইতো মোরা গাইব সদা তোমারই জয়গান।
উস্তাদ মোদের আছেন যারা মাদরাসাতে আজ,
খোদা তুমি আখেরাতে দিও নূরের তাজ।

ডিজিটাল মশা

কাজী নাবিলা রহমান, ৮ম শ্রেণি

দিনের বেলা যেমন তেমন
রাতে বাড়ে জ্বালা।
মশা শুনায় বেশুর গান,
কান করে ঝালা পালা ।
কয়েল জ্বালাই স্প্রে করি,
হয়না তবু কাজ।
মশার মুখে হাসি দেখে,
নিজেই পাই লাজ।
ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায়,
করুন আমার দশা।
মনের সুখে রক্ত চোষে
ডিজিটাল মশা।

খেলা ঘর

ফাহাদ হুসাইন, ৭ম শ্রেণি

দুনিয়ার এই রঙ্গমেলায় দেখেছি কত খেলা
বিদায় নিয়েছে সূর্যমামা ডুবে গেছে বেলা ।
তবুও অনেক বাকি, কেন তবে দিলে ফাঁকি
বিচার আচার সব হয়েছে,
ফলাফল কি পেয়েছি? হিসাব নিকাস তো মেলে না।
হাতের তলায় যাকিছু ছিলো ,
শূন্য হাতে বিদায় নিতে হলো।
বিধি এ রঙ্গ মেলায় তবে কেন পাঠালে,
ফিরে যাবো একাকি শূন্য হাতে,
ওই কি ছিলো আমার কপালে।

ভেজাল

মোঃ হাফিজুর রহমান মারুফ, ৭ম শ্রেণি

দেখি ভেজাল শুনি ভেজাল
ভেজাল খাবার খাই।
ডানে ভেজাল বামে ভেজাল
খাঁটি মানুষ নাই।
মরিচেতে ইটের গুড়া
ময়দাতে দেয় ভূষি,
গরুর ঘাসে, খড়ে ভেজাল
ভেজাল দেশের চাষী।
বাবা মরলে সবাই আপন
মরলে ভেজাল কাকা,
পরীক্ষাতে নকল ভেজাল
আরও ভেজাল টাকা।
ভেজাল ভেজাল বিষে ভেজাল
দুধে ভেজাল পানি,
সব জিনিসে সবই ভেজাল
আমরা কি তাই সবাই জানি?

স্মৃতি ভুলা বড় কঠিন

মো. কায়েছ মাহমুদ

হৃদয় তুমি যাও ভুলে
মনে রেখ না তাকে,
তাতে কেবল কষ্ট বাড়ে
ভোলা এত সহজ নয়।
পাথরে খোদাই নয় যে
ভেঙ্গে ফেলে দেবো,
ময়লা নয় ধুইয়ে ফেলবো
এ যে হৃদয় তার বুক থেকে
স্মৃতি মোছা বড় কঠিন।
কি ভাবে ভুলি তাকে
সে যে রেখে গেছে বুকে
একাত্তরের ছবি একে।

স্মৃতির মনিকোঠায়

তানজির হোসেন

হে বরেণ্য,
তোমার ভালোবাসা আর
স্নেহের পরশ করেছে মোদের ধন্য।
তোমার মিষ্টি মধুর ব্যবহার,
কোথাও নাইকো তুলনা তার।
প্রথম জীবনে যেদিন মিলেছিলো দেখা

সেদিন ছিলো সোনালী
আকাশ,আনন্দের ঘনঘটা ।
সে দিনই দেখেছিলাম তোমর মাঝে,
এক শাশ্বত মানবাত্মা
আর পেয়েছিলাম কোমল হৃদয়ের
পরশ।
যা ভুলার নয়, রেখেছি সে স্মৃতি
সযতনে,
মোর মনের মুকুরে অতি সঙ্গোপনে ।

হিফয্ মানে

মো. মাহাদী হাসান, হিফ্য শাখা

হিফ্য মানে সংরক্ষন
ত্রিশপারা কোরআন বক্ষে ধারন
জীবন-যাপন কল্যাণময়
লক্ষ হাফেয বক্ষে ধরে,
কোরআন মাজিদ হিফ্য করে
চলছে তারা বিশ্বময়।
হাফেয তুমি ধন্য তুমি
আল কোরআনের বাহক তুমি
তারতীলের সঙ্গে পড়তে থাকো
উপরের দিকে উঠতে থাকো-
বলবেন রব নিদানের সময়।

A friends

Sheik mahmuda islam,
class Eight

A friend gives hope
When life is low
A friend is a place
When you have
Now her to go,
A friends is honest
A friend is true
A friends is precious
And my friend that
Is “you’

জানা অজানার ঢাকা

আব্দুল্লাহ মোহাম্মাদ তানভীর,
আলিম পরীক্ষার্থী

প্রতিষ্ঠা ঃ ১৬১০
নামকরন ঃ ঢাকেশ্বরী দূর্গ থেকে।
জাহাঙ্গীরনগর নামকরণ ঃ সুবেদার ইসলাম খাঁ
Dacca থেকে Dhaka হয়-১৯৮২ সালে।
স্বাধীনতার পূবেৃ রাজধানী হয়-৪ বার
১ম রাজধানী স্থাপক সুবেদার ইসলাম খাঁ
ঢাকা গেট - মীর জুমলা
ছোট কাটরা- শোয়োতা খাঁ
বড় কাটরা-- শাহ সুজা।
লালবাগ দূর্গের পূর্ব নাম- আওরঙ্গবাদ দূর্গ
লালবাগ দূর্গে সিপাহী বিদ্রোহ হয়- ১৮৫৭ সালে ।
হোসেনী দালাল নির্মান করেন -মীর মুরাদ
তারা মসজিদ নির্মান করেন-মির্জা আহমাদ জান

ঢাকা কলেজ-১৮৬১ সালে
ঢাকা ক্লাব- ১৮৫১ সালে
কার্জন হল- ১৯০৫ সালে
গভর্নর ভবনকে বঙ্গভবন করা হয় - ১৯৭২ সালে

ঢাকার অপর নাম মসজিদের শহর,,,ও এবং রিক্সার হয়।
পৃথিবীর ১১তম বৃহত্তম শহর।
ঢাকা সিটি কর্পোরেশন-১৯৮৯ সালে ।
প্রথম নির্বাচিত মেয়র - মোঃ হানিফ - ১৯৯৪ সলে।

পড়ার সময় কোথায়...........?

------------লোকমান হোসেন, দশম শ্রেণি

সাধারণত আমরা জানি এক বছর =৩৬৫
বছরে শুক্রবার ৫২ দিন, বাকি থাকে ৩১৩ দিন ।
শীত গ্রীষ্মকালীন ও বর্ষার ছুটি ৫০ দিন বাকি থাকলো ২৬৩ দিন।
দৈনিক কমপক্ষে ৮ ঘন্টা ঘুমানো হলে এক বছরে ১১২ দিন ঘুমানো হয়, বাকি থাকলো ১৪১ দিন।
১ ঘন্টা প্রতিদিন খেলা করলে এতে ১৫ দিন , বাকি থাকল ১২৬ দিন ।
২ঘন্টা প্রতিদিন খাওয়া দাওয়ায় ব্যয় হলে বছরে চলে যায় ৩০দিন, বাকি থাকলো ৯৬ দিন ।
এক ঘন্টা সবার সাথে কথা বলতে চলে যায় ১৫ দিন, বাকি থাকলো ৮১ দিন।
বছরে পরীক্ষা হয় ৩৫ দিন, বাবি থাকলো ৪৬ দিন ।
ঈদ, পূজা, সরকারী ছুটি ২০ দিন বাকি থাকে ২৬ দিন।
টিভি দেখা, আত্মীয়র বাড়ি ঘুরতে যাওয়া ২৫দিন বাকি থাকলো ১ দিন।
আবার সেটাও তোমার জন্মদিন.,,,.. ...!!!!
তাহলে পড়ার সময় কোথায় ????
ছাত্র-ছাত্রীরা পাশ করবে কি ভাবে!!!!!!!!!!

হাসতে মানা

আসামি ও জজ এর মধ্যে কথোপোকথন ঃ-
জজ ঃ অর্ডার ! অর্ডার ! অর্ডার ।
আসামি ঃ আচ্ছা অর্ডার যখন দিবেন, তাহলে দুইটা পরটা আর একটা চিকেনটিক্কার অর্ডার দেন স্যার।
জজ ঃ স্যাট আপ।

আসামি ঃ স্যাটআপ না সাথে একটা সেভেন আপ দেন।
জজ ঃ আচ্ছা তুমি নতুন জামা গুলো চুরি করেছ কেন?
আসামি ঃ ছেড়া জামা পড়ে আপনার সামনে আসতে লজ্জা করে তাই জজ সাহেব।
জজ ঃ আচ্ছা তুমি কি ভাবে সিউর হলা যে তুমি ধরা খাবে আর এখানে আসবে ?
আসামি ঃহ্যা, স্যার । কারণ আজ পর্যন্ত আমি চুরি করে একবার ও বাচতে পারি নাই ।

সংগ্রহে ঃ মো. হোসইন খন্দকার
ফাযিল ২য় বর্ষ

হাসতে মানা

এক লোক বাজারের সামনে সাইকেল রেখে বাজার করতে গেলো। এসে দেখে তার সাইকেল নাই। তারপর চিৎকার করে বললো ”আমার সাইকেল যে নিয়েছ দিয়ে দাও । আর তা না হলে আগের বার যা করেছিলাম এবার তাই করবো”..
সাইকেল চোর ভয় পেয়ে সাইকেলটি ফেরত দিয়ে দিলো।
চোর ঃ ভাই আপনি আগের বার কি করেছিলেন?
লোক ঃ ২ কিলোমিটার হেঁটে বাড়িতে গিয়েছিলাম

****

ছাত্র ঃ স্যার আমি সূর্যমামার দেশে যেতে পারবো?
স্যার ঃ সূর্য প্রচন্ড গরম। যাওয়ার আগেই পূড়ে ছাই হয়ে যাবে।
ছাত্র ঃ ঠিক আছে স্যার । তাহলে আমি রাতে যাকে,বউয়ের সাথে ঝগড়া কওে এক লোক হোটেলে উঠলেন।
: ম্যানেজার সাহেব, আপনার হোটেলে শান্তিতে থাকা যাবে তো?
: নিশ্চয় ,,মনে হবে একে বাওে নিজের বাড়িতে আছেন।
: দুঃখিত , আপনার হোটেলে থাকতে পারছি না ।

****

বাড়ির মালিক কলিংবেল মেরামতের দোকনে ফোন দিলেন।
বাড়ির মালিক ঃ আমাদের কলিংবেলটা লোক পাঠাতে বলেছিলাম। পাঠালেন না কেন?
দোকানদার : পাঠিয়েছিলাম তো!! কিন্তু কলিং টিপে কারো সাড়া না পেয়ে চলে এসেছি।

সংগ্রহে : আবিদুর রহমান, ৮ম শ্রেণি

দারুচ্ছুন্নাহ প্রকাশনী থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয় ঃ মাসিক আলোর ফোয়ারা, শিক্ষাসফর স্মারক, স্মৃতি স্মারক, ক্যালেন্ডার।

দাখিল পরীক্ষার্থী-২০১৮ ঈসায়ী

	নাম ঃ মীর মোহাম্মাদ ইয়াসিন পিতা ঃ মীর মো: ইলিয়াস মাতা ঃ রিনা বেগম ঠিকানা ঃ পালপাড়া, নারায়ণগঞ্জ সদর মোবা ঃ০১৭২২০০৭৯৭৯		নাম ঃ আব্দুল্লাহ শেখ পিতা ঃ মিজানুর রহমান মাতা ঃ পারভীন বেগম, ঠিকানা ঃ পারপুশলী, গোপালগঞ্জ মোবা ঃ ০১৭৪৮৬৭৩২৫০
	নাম ঃ রমজান হোসাইন পিতা ঃ আনোয়ার হোসেন মাতা ঃ মাহমুদা আক্তার নীলা ঠিকানা ঃমুন্সীগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ মোবাঃ ০১৬৮৮৭২৪১৭৬		নাম ঃ ইমন হোসেন পিতা ঃ মো: দুলাল মাতা ঃ মর্জিনা বেগম ঠিকানা ঃ ভূইঘর নারায়ণগঞ্জ মোবাঃ০১৮৬৫৭৩৪১১৮
	নাম ঃ মো ঃ আরমান পিতা ঃ মো: শরীফ সাউদ মাতা ঃ মিনারা বেগম ঠিকানা ঃ ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা ০১৯৯১৮১৩২১৪		নাম ঃ শাহাদাত হোসেন পিতা ঃ গিয়াস উদ্দিন মাতা ঃ বকুল বেগম ঠিকানা ঃ পশ্চিমরাস্তি, মাদারিপুর মোবাইল ঃ ০১৮৬৩৮৭১৯১৩
	নাম ঃ খালেদ মাহমুদ সাকিব পিতা ঃ আ : রাজ্জাক মাতা ঃ রেজিয়া সুলতানা ঠিকানা ঃ ভূইঘর, নারায়নগঞ্জ মোবা ঃ০১৮১৪৯১৪৭১৬		নাম ঃ মো : মামুন মিয়া পিতা ঃ বাবুল মিয়া মাতা ঃ সেলিনা বেগম ঠিকানা ঃ ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবাইল ঃ ০১৯২১১৪৫১৯৫
	নাম ঃ মিরাজ পিতা ঃ সফিকুল ইসলাম মাতার ঃ মিনারা বেগম ঠিকানা ঃ ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা০১৬৮০৬১৮৬৬৮		নাম ঃ মো : মিরাজ হোসেন পিতা ঃ মিজানুর রহমান মাতা ঃ রেনু বেগম বানারিপাড়া, বরিশাল মোব ০১৬৮৭৬৪৮৩২৭

	নাম ঃ ইসমাঈল হোসেন পিতা ঃ কামাল উদ্দিন মাতা ঃ পারভীন বেগম ঠিকানা ঃমুরাদনগর,কুমিল্লা মোবা ০১৮২৫০৬২৭৩০		নাম ঃ তানজির হোসেন পিতা ঃ আবুল খায়ের মাতা ঃ হোসনেয়ারা বেগম ঠিকানা ঃ দাদিয়া পাড়া, শাহরাস্তি, চাঁদপুর মোবাঃ০১৭৬০৬১৮৬০১
	নাম ঃ উসমান গণি পিতা ঃ মনির হোসেন মাতা ঃ কুলসুম বেগম ঠিকানা ঃ সারুলিয়া,ডেমরা, ঢাকা মোবাঃ ০১৬২২৮২৮৬৮৬		নাম ঃ মো : ইয়াসিন হোসেন পিতা ঃ মো : হাবীব মাতা ঃ বিলকিছ বেগম ঠিকানাঃ সানারপাড়,নারায়নগঞ্জ মোবা০১৯৩৮৯৪১২০৮
	নাম ঃ মো ঃ হাসান পিতা ঃ মোস্তফা কামাল মাতা ঃ শহনাজ বেগম ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা ঃ ০১৬২৬০৭৫০৭৬		নাম ঃ মো ঃ নাসিম আহসান পিতা ঃ খলিলুর রহমান মাতা ঃ লুৎফা বেগম ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা ঃ ০১৯৭৭৭৩৩২৩৪
	নাম ঃ মো ঃ খালিদ সাইফুল্লাহ পিতা ঃ খোরশেদ আলম মাতা ঃ মোহসিনা আক্তার ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা ঃ০১৮৩৪৬৪১৭২০		নাম ঃ মো ঃ জাহিদুল ইসলাম পিতা ঃ সামস রহমান মাতা ঃ আনজুয়ার ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা
	নাম ঃ মাহ্‌দুল হাসান ওমর পিতা ঃ আলমগীর হুসাইন মাতা ঃ নাছরিন সুলতানা ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা ঃ০১৭১২১০৬৫০৩		নাম ঃ মো ঃ শাহিন আলম পিতা ঃ মো ঃ কুদ্দুস মিয়া মাতা ঃ মোমেনা আক্তার ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা০১৭৮১৫৯৬৯১৬

	নাম ঃ মো ঃ তামীম পিতা ঃ মো ঃ হোসেন মাতা ঃ রাশিদা বেগম ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা ০১৭৭৫০১০৯৯১		নাম ঃ আহম্মদ উল্লাহ পিতা ঃ ধনু মিয়া মাতা ঃ জয়নব বিবি ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা০১৯৮৮৫৬৯১০৪
	নাম ঃ মো ঃ সাঈদ পিতা ঃ মো ঃ হাবিবুর রহমান মাতার ঃ তানজিলা বেগম ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা ০১৮৭৯১৪৭৪৭৬		নাম ঃ মো ঃ সোহরাব হোসেন পিতা ঃ বজলুর রহমান মাতা ঃ সালেহা বেগম ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা০১৯৬০০৬৬৪০৭
	নাম ঃ শরীফুল ইসলাম পিতা ঃ আব্দুল কাদের মাতা ঃ হাজেরা ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা ঃ০১৯৬৩১৩২০৭৪		নাম ঃ মো ঃ মাশরাফুল হক পিতা ঃ সেলিম ভূঁইয়া মাতা ঃ আছমা আক্তার ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোব ০১৯৯৪৭০৬৭২৩
	নাম ঃ আল-আমিন পিতা ঃ নাছির আহমেদ মাতা ঃ আয়েশা বেগম ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবাঃ০১৭৩৬১৪৯২৮০		নাম ঃ হাসান মাহমুদ পিতা ঃ জামাল উদ্দীন মাতা ঃ পারুল বেগম ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবঃ০১৯১১৬৮২৬৫৮
	নাম ঃ মো ঃ রাশেদুল ইসলাম পিতা ঃ ফজল করিম মাতা ঃ মায়া বেগম ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা০১৭৭৩৪৬৫২৭		নাম ঃ মো ঃ সুজান আহমেদ পিতা ঃ মজনু মিয়া মাতা ঃ বিলকিছ বেগম ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা ঃ
	নাম ঃ ওবায়দুল হক পিতা ঃ সামসুল হক মাতা ফাহমিদা ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা		নাম ঃ আতিকুর রহমান পিতা ঃ ইদ্রিস আলি মাতা ঃ সালমা বেগম ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা০১৬৭৫৫৯১৬৫২

	নাম ঃ আশিকুর রহমান পিতা ঃ নুরুল ইসলাম মাতা ঃ মাইমুনা আক্তার ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবাইল ঃ		নাম ঃ রবিউল ইসলাম পিতা ঃ গিয়াস উদ্দিন মাতা ঃ ফাহিমা বেগম সন্তোসপুর,বরিশাল মোবা০১৭০৩৬৪৪২১৬
	নাম ঃ দেলোয়ার পিতা ঃ শামসুল হক মাতা ঃ শাহনাজ বেগম ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোব:০১৬২০৪১০৭০৬		নাম ঃ মিজানুর রহমান পিতা ঃ আবুল বাশার মাতা ঃ ফাতেমা বেগম ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোব:০১৬২৮৩১৯৫১১
	নাম ঃ মো: আরিফ বিল্লাহ পিতা ঃ জাকির হোসেন মাতা ঃ হাফিজা বেগম ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ		নাম ঃ মো: ইবরাহিম খলিল পিতা ঃ জামাল উদ্দীন মাতা ঃ প্রিয়া বেগম দাউদকান্দি ০১৬২৫৫২৭৭৭৯
	নাম ঃ শাহানাজ পারভীন পিতা ঃ সাইদুল মুন্সী মাতা ঃ আমেনা বেগম ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোব:০১৭৭৩৯৫৬৭১২		নাম ঃ জান্নাতুল ফেরদৌস পিতা ঃ মো: ইউসুপ আলী মাতা ঃ লতিফা হেলেন ভূইঘর, নারায়নগঞ্জ মোবা০১৬২৫৪৮৭২৬১
	নাম ঃ সুমাইয়া আক্তার পিতা ঃ মো:শহিদুল্লাহ মাতা ঃরুমা বেগম ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ ০১৯২৪৫৮৭৯১৫		নাম ঃ সানজিদা আক্তার পিতা ঃ মো: আজহার সাউদ মাতা ঃ মুন্নি আক্তার ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ ০১৯১৫০৬৪৫৮৭
	নাম ঃ হাফসা খাতুন পিতা ঃ গোলাম মোস্তফা মাতা ঃফাতেমা খাতুন ঠিকানা ঃ পাথরঘাট,বরগুনা মোবা ০১৮৮২৯৮৪৫৯৪		নাম ঃ ফাতেমা আক্তার পিতা ঃ ইসমাঈল সাউদ মাতা ঃ রেহেনা বেগম ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা০১৯৯২৮৩৭৭৬৮

	নাম ঃ নুসরাত জাহান পিতা ঃ ফরেজ ভূঁইয়া মাতা ঃ তাহমিনা বেগম ভূইঘর নারায়ণগঞ্জ ০১৭১৬৫৪৬৪২৫		নাম ঃ ফরিদা ইয়াসমিন পিতা ঃ আইয়ুব আলী মাতা ঃ রেহানা বেগম খাগড়াছড়ি , দীঘিনালা ০১৬১৬১৭৯৯৭৭
	নাম ঃ আরিফা সুলতানা পিতা ঃ আলী আহমাদ মাতা ঃনাসিমা বেগম ঠিকানা ঃ ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা ঃ০১৬৭৭৭১৫৩৪০		নাম ঃ রাবেয়া আক্তার পিতা ঃ মোক্তার হোসেন মাতা ঃ রিনা বেগম ঠিকানা ঃ ভূইঘর, নারায়নগঞ্জ মোবাঃ ০১৬৭৯১৮৫৮২০
	নাম ঃ তাসরিবা আক্তার পিতা ঃ মতিউর রহমান মাতা ঃ শ্যামলী রহমান ঠিকানা ঃ ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা ০১৫৩২৩৬১৪৯২		নাম ঃ খাদিজা আক্তার পিতা ঃ মোতালিব সাউদ মাতা ঃ নাসিমা বেগম ঠিকানা ঃ ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা০১৬৭৫১৭২৫৫৫

একনজরে মাদরাসা

ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ফাযিল মাদরাসা

সাধারণ ও বিজ্ঞান বিভাগ (আলিম পর্যন্ত)

আবাসিক/অনাবাসিক

দারুচ্ছুন্নাহ হিফজুল কুরআন মাদরাসা

দারুচ্ছুন্নাহ মহিলা মাদরাসা

ভূইঘর মাদরাসা জামে মসজিদ (নির্মাণাধীন)

২০১৮ সালের দাখিল পরীক্ষার সময়সূচি

তারিখ	বার	বিষয়	বিষয়কোড
০১-০২-২০১৮	বৃহস্পতিবার	কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ	১০১
০৩-০২-২০১৮	শনিবার	আরবি প্রথম পত্র	১০৩
০৪-০২-২০১৮	রবিবার	আরবি দ্বিতীয় পত্র	১০৪
০৫-০২-২০১৮	সোমবার	১. ফিকহ ও উসুলুল ফিকহ্	১০৫
		২. আকাইদ ও ফিকহ্	১৩৩
০৭-০২-২০১৮	বুধবার	১. বাংলা	১০৬
		২. বাংলা প্রথম পত্র	১৩৪
০৮-০২-২০১৮	বৃহস্পতিবার	বাংলা দ্বিতীয় পত্র	১৩৫
১০-০২-২০১৮	শনিবার	গণিত	১০৮
১১-০২-২০১৮	রবিবার	হাদিস শরীফ	১০২
১২-০২-২০১৮	সোমবার	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১৪০
১৩-০২-২০১৮	মঙ্গলবার	১. সামাজিক বিজ্ঞান	১২৯
		২. শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা	১৪২
		৩. বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়	১৪৩
১৫-০২-২০১৮	বৃহস্পতিবার	১. ইংরেজি	১০৭
		২. ইংরেজি প্রথম পত্র	১৩৬
১৭-০২-২০১৮	শনিবার	ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র	১৩৭
১৮-০২-২০১৮	রবিবার	১. পৌরনীতি	১১১
		২. পৌরনীতি ও নাগরিকতা	
		৩. কৃষিশিক্ষা (তত্ত্বীয়)	১১৩
		৪. গার্হস্থ্য অর্থনীতি (তত্ত্বীয়)	১১৪
		৫.গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (তত্ত্বীয়)	
		৬. মানতিক	১১২
		৭. উর্দু	১১৬
		৮.ফার্সি	১২৩
		৯. কম্পিউটার শিক্ষা (তত্ত্বীয়)	১২৫
১৯-০২-২০১৮	সোমবার	ক্যারিয়ার শিক্ষা	১৪৫
২০-০২-২০১৮	মঙ্গলবার	১. ইসলামের ইতিহাস	১০৯
		২. পদার্থ বিজ্ঞান (তত্ত্বীয়)	১৩০
২২-০২-২০১৮	বৃহস্প্রতিবার	১. রসায়ন (তত্ত্বীয়)	১৩১
		২. তাজবীদ নসর ও নযম (মুজাব্বিদ গ্রুপ)	১১৯
		৩. তাজবীদ (হিফযুল কুরআন গ্রুপ)	১২১
২৪-০২-২০১৮	শনিবার	উচ্চতর গণিত (তত্ত্বীয়)	১১৫
২৫-০২-২০১৮	রবিবার	জীববিজ্ঞান (তত্ত্বীয়)	১৩২

২০১৮ইং সালে দাখিল পরীক্ষার্থীদের দু'আ অনুষ্ঠানে মাননীয় বিচারপতি ,জেলা শিক্ষা অফিসার , অধ্যক্ষ , অন্যান্য অতিথিবৃন্দ এবং দাখিল পরীক্ষার্থীদের একাংশ ।